দেওয়ানী কার্যবিধি- ১৯০৮

দেওয়ানি কার্যবিধি-১৯০৮

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE-1908

১। দেওয়ানী কার্যবিধি কত সালের কত নং আইন?

- (ক) ১৯০৮ সালের ৫নং আইন (খ) ১৯০৯ সালের ৫নং আইন

(গ) ১৯০৮ সালের৭নং আইন (ঘ) ১৯০৮ সালের ৬ নং আইন

২। দেওয়ানী কার্যবিধি কত সালের দেওয়ানী কার্যবিধি নামে অভিহিত হইবে?

- (ক) ১৯০৮ (খ) ১৯০৯

(গ) ১৯০৭ (ঘ) ১৯১০

৩। দেওয়ানী কার্যবিধি কত সালের কত তারিখ হইতে কার্যকর?

- (ক) ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারী (খ) ১৯০৮ সালের ১লা জানুয়ারী

(গ) ১৯০৯ সালের ৫ই জানুয়ারী (ঘ) ১৯১০ সালের ১লা জুন

৪। দেওয়ানী কার্যবিধি কত সারে কত তারিখে প্রকাশিত হয়?

- (ক) ১৯০৮ সালে ২১শে মার্চ (খ) ১৯০৯ সালের ২১শে মার্চ

(গ) ১৯০৮ সালের ২১শে জুন (ঘ) ১৯০৮ সালের ২৫শে জুন

৫। দেওয়ানী কার্যবিধিতে সর্বমোট কয়টি ধারা এবং কয়টি ধারা এবং কয়টি আদেশ রয়েছে?

- (ক) ১৫৮ টি ধারা এবং ৫১ টি আদেশ (খ) ১৬৮টি ধারা এবং ৫১টি আদেশ

(গ) ১৫০ টি ধারা এবং ৫১টি আদেশ (ঘ) ১৮৮টি ধারা এবং ৫১টি আদেশ

৬। দেওয়ানী কার্যবিধির "ধারা সমূহ" কে পরিবর্তন করিতে পারেন?

* (ক) সুপ্রীম কোর্ট (খ) জেলা জজ কোর্ট

(গ) জাতীয় সংসদ (ঘ) কোনটি নয়।

৭। দেওয়ানী কার্যবিধির "বিধি সমূহ" কে পরিবর্তন করিতে পারেন?

* (ক) জাতীয় সংসদ (খ) সুপ্রীম কোর্ট

(গ) জেলা জজ কোর্ট (ঘ) কোনটি নয়।

৮। দেওয়ানী কার্যবিধি কোন ধরনের আইন?

* (ক) পদ্ধতি বিষয়ক আইন (খ) মৌলিক আইন

(গ) বিশেষ আইন (ঘ) কোনটি নয়

৯। ডিক্রির সংজ্ঞা দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে?

* ক. ২ (২) ধারায় খ. ২ (১৪) ধারায়

গ. ২ (২১) ধারায় ঘ. ২ (১৮) ধারায়

১০। ডিক্রি মূলত কত প্রকার?

* ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

১১। আরজি প্রত্যাখ্যান এবং ১৪৪ ধারায় বর্ণিত কোন প্রশ্ন নির্ধারণ

* ক. ডিক্রির অন্তর্ভূক্ত খ. ডিক্রির অন্তর্ভূক্ত নয়

গ. রায়ের অন্তর্ভূক্ত ঘ. আদেশের অন্তর্ভূক্ত

১২। বাদীর অনুপস্থিতির জন্য মোকদ্দমা খারিজের সিদ্ধান্ত-

* ক. ডিক্রির অন্তর্ভূক্ত নয় খ. সোলে ডিক্রির অন্তর্ভূক্ত

গ. প্রাথমিক ডিক্রির অন্তর্ভূক্ত ঘ. চূড়ান্ত ডিক্রির অন্তর্ভূক্ত

১৩। দেওয়ানী মোকদ্দমা চূড়গান্তভাবে নিস্পত্তি হয়-

* ক. ডিক্রির মাধ্যমে খ. ডিক্রি ব্যতীত

গ. আদেশের মাধ্যমে ঘ. রায়ের মাধ্যমে

১৪। দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারায় ডিক্রিদারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে?

* ক. ২ (৩) ধারায় খ. ৩ (২) ধারায়

গ. ২ (১০) ধারায় ঘ. ২ (১২) ধারায়

১৫। ডিক্রিদার বলতে সেই ব্যক্তিকে বুঝায়-

*ক. যাহার স্বপক্ষে ডিক্রি দেওয়া হয়

খ. যাহার বিপক্ষে ডিক্রি দেওয়া হয়

গ. যাহার স্বপক্ষে সমন দেওয়া হয়

ঘ. যাহার বিপক্ষে সমন দেওয়া হয়

১৬। সাব্যস্ত দেনাদার/ জাজমেন্ট ডেটার/ দায়িক এর সংজ্ঞা কোন ধারায়?

* ক. ২ (১০) ধারায় খ. ২ (১১) ধারায়

গ. ২ (১২) ধারায় ঘ. ২ (১৪) ধারায়

১৭। সাব্যস্ত দেনাদার/ জাজমেন্ট ডেটার/দায়িক কাকে বলা হয়?

* ক. যাহার বিপক্ষে ডিক্রি দেওয়া হয়

খ. যাহার স্বপক্ষে ডিক্রি দেওয়া হয়

গ. যাহার বিপক্ষে সমন দেওয়া হয়

ঘ. যাহার স্বপক্ষে সমন দেওয়া হয়

১৮। বৈধ প্রতিনিধির সংজ্ঞা দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারায় দেওয়া রয়েছে?

* ক. ২ (১১) ধারায় খ. ২ (১০) ধারায়

গ. ২ (৪) ধারায় ঘ. ২ (১৪) ধারায়

১৯। অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফার সংজ্ঞা দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারার দেওয়া রয়েছে?

* ক. ২ (১২) ধারায় খ. ২ (১০) ধারায়

গ. ২ (৪) ধারায় ঘ. ২ (১৪) ধারায়

২০। বেআইনি দখলদার ব্যক্তি দখলকৃত সম্পত্তি হতে যে মুনাফা লাভ করিয়াছে তাকে বলা হয়-

* ক. অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা খ. বৈধ্য মুনাফা

গ. মুনাফা ঘ. লাভ

২১। আদেশের সংজ্ঞা কোন ধারায় দেওয়া হইয়াছে?

* ক. ২ (১৪) ধারায় খ. ২ (১) ধারায়

গ. ২ (১২) ধারায় ঘ. ২ (১৫) ধারায়

২২। মোকদ্দমা দায়ের করিয়া বাদী অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত দাখিল করেন- উক্ত দরখাস্ত সংক্রান্তে আদালতের সিদ্ধান্তকে কী বলে?

* ক. আদেশ খ. ডিক্রি

গ. রায় ঘ. কোনটি নয়

২৩। দরখাস্ত না -মঞ্জুরের সিদ্ধান্ত কী?

* ক. আদেশ খ. ডিক্রি

গ. রায় ঘ. কোনটি নয়

২৪। মামলার শুনানির ধার্য তারিখে বাদী-বিবাদী অনুপস্থিতির কারণে মামলা ডিস্‌মিসের সিদ্ধান্ড় কী?

* ক. আদেশ খ. ডিক্রি

গ. রায় ঘ. কোনটি নয়

২৫। সরকারী কার্মচারীর সংজ্ঞা দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারায় দেওয়া হয়েছে?

* ক. ২ (১৭) ধারায় খ. ২ (১১) ধারায়

গ. ২ (১৯) ধারায় ঘ. ২ (১৩) ধারায়

২৬। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারায় বর্ণনা করা হইয়াছে

* ক. ৯ ধারায় খ. ১ ধারায়

গ. ১৯ ধারায় ঘ. ১০ ধারায়

২৭। আদালতের এখতিয়ার কিসের দ্বারা সৃষ্ট?

* ক. আইন দ্বারা খ. পক্ষগণের সম্মতি দ্বারা

গ. বাদীর সম্মতি দ্বারা ঘ. বিবাদীর সম্মতি দ্বারা

২৮। যে মামলায় সম্পত্তি বা পদের অধিকার সম্পর্ক প্রতিদ্বন্দিতা হয় তা কোন প্রকৃতির মামলা?

* ক. দেওয়ানী প্রকৃতির খ. ফৌজদারী প্রকৃতির

গ. বিশেষ প্রকৃতির ঘ. সামাজিক প্রকৃতির

২৯। সম্পত্তি বা পদে অধিকার সম্পর্কে প্রতিদ্বন্দিতা দেওয়ানী প্রকৃতির মোকদ্দমা, উক্ত অধিকার ধর্মীয় আচার বা উৎসব সম্পর্কিত প্রশ্নে দেওয়ানী প্রকৃতি নষ্ট হয় না। উক্ত বিধানটি কোথায় দেওয়া রয়েছে?

* ক. ৯ ধারার ব্যাখ্যায় খ. ১৯ ধারায় ব্যাখ্যায়

গ. ১৩ ধারার ব্যাখ্যায় ঘ. ১০ ধারায়

৩০। যদি কোন সম্প্রদায়ের সদস্যকে উক্ত সম্প্রদায় হইতে ন্যায় বিচারের পরিপন্থীভাবে বাহিস্কার করা হয়, উক্ত বিষয়ের মোকদ্দমাটি কোন প্রকৃতির হইবে?

* ক. দেওয়ানী প্রকৃতির খ. ফৌজদারী প্রকৃতির

গ. বিশেষ প্রকৃতির ঘ. সামাজিক প্রকৃতির নয়

৩১। যদি কোন সম্প্রদায়ের সদস্যকে উক্ত সম্প্রদায়ের কোন বিশেষ ভোজ বা উৎসবে দাওয়াত না দেওয়া হয়, উক্ত বিষয়ের মোকদ্দমাটি কোন প্রকৃতির হইবে?

* ক. দেওয়ানী প্রকৃতির নয় খ. ঘোষণামূলক

গ. খ ও ঘ ঘ. দেওয়ানী প্রকৃতির

৩২। নিচের কোন মামলাটি দেওয়ানী প্রকৃতির মামলা নয়?

ক. স্বত্ব ঘোষণার মামলা খ. জমিতে দখলের মামলা

গ. বন্টনের মামলা ⌖ ঘ. ডাকাতির মামলা

৩৩। টাঙ্গাইল জেলা জজ আদালতের পাশে 'ক' দশ বৎসর যাবৎ কাগজ-কলমের দোকানের ব্যবসা করছেন। সাধারণ কাগজ-কলমের দোকান হলেও বেচা-কেনা প্রচুর। 'ক' এর দোকানের পাশে 'খ' নতুন দোকান দিল। এতে 'ক' এর বেচা-কেনা কমে গেল। 'ক' 'খ' এর বিরূদ্ধে কোন প্রকার মামলা দায়ের করতে পারবেন?

ক. নিষেধাজ্ঞা মামলা খ. ক্ষতি পূরণ মামলা

গ. উচ্ছেদ মামলা ⌖ ঘ. কোন প্রকার মামলা নয়

৩৪। রেস- সাবজুডিসের বিধঅন কোন ধারায়?

⌖ ক. ১০ ধারায় খ. ১৪ ধারায়

গ. ১১ ধারায় ঘ. ১৩ ধারায়

৩৫। রেড-সাবজুডিস হচ্ছে-

⌖ ক. মামলা বিচারে বাধা খ. মামলা স্থানান্ড়রে বাধা

গ. মামলা প্রত্যাহারে বাধা ঘ. মামলা দায়েরে বাধা

৩৬। রেস- সাবজুডিস বা মামলা স্থগিত রাখা ১০ ধারার বিধান, উক্ত ধারায় কয়টি ব্যাখ্যা রয়েছে?

⌖ ক. ১টি খ. ৬টি

গ. ৫টি ঘ. ৮টি

৩৭। একই বিষয় নিয়ে একই পক্ষগণের মধ্যে একের অধিক মামলা চলতে না দেয়ার বিধান কোন ধারায়?

⌖ ক. ১০ ধারায় খ. ১৪ ধারায়

গ. ১১ ধারায় ঘ. ১৩ ধারায়

৩৮। ১০ ধারার রেস-সাবজুডিস, দেওয়ানী কার্যবিধি আইনের ভাষায় ইহার অর্থ হল-

⁕ ক. মামলা স্থগিতাবস্থা খ. মামলা চলমান অবস্থা

গ. মামলা নিষ্পত্তিকৃত অবস্থা ঘ. কোনটি নয়

৩৯। ক এবং খ এর মধ্যে ১০ কাঠা জমি নিয়ে এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে মামলা চলমান, ক এর বড় ছেলে গ, খ এর বিরূদ্ধে উক্ত বিষয়ে আরেকটি নতুন মামলা দায়ের করল। নতুন মামলাটির কি অবস্থা হবে?

⁕ ক. ১০ ধারা অনুযায়ী মামলা স্থগিত হবে

খ. ১১ ধারা অনুযায়ী মামলা স্থগিত হবে

গ. ৯ ধারা অনুযায়ী মামলা স্থগিত হবে

ঘ. মামলাটি চলবে

৪০। রেস-জুডিকাটা কোন ধারায়?

⁕ ক. ১১ ধারায় খ. ১৪ ধারায়

গ. ১৯ ধারায় ঘ. ১৩ ধারায়

৪১। রেস- জুডিকাটা কোন ধারায়?

⁕ ক. মামলা দায়েরে বাধা খ. মামলা স্থানান্ড়রে বাধা

গ. মামলা প্রত্যাহারে বাধা ঘ. মামলা বিচারে বাধা

৪২। "যাহার বিচার একবার একতিয়ার সম্পন্ন আদালতে নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে, তাহা লইয়া

পুনরায় মামলা করা যায় না"-উক্ত বিষয়টি কি?

⁕ ক. ১১ ধারায় রেস-জুডিকাটা খ. ১০ ধারায় রেস-সাবজুডিস

গ. ১২ ধারায় অতিরিক্ত মামলা ঘ. কোনটি নয়

৪৩। প্রকৃতিগত দিক থেকে রেস- জুডিকাটা কত প্রকার ?

* ক. ২ প্রকার খ. ৪ প্রকার

গ. ৩ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৪৪। ক এবং খ এর মধ্যে ১০ কাঠা জমি নিয়ে যথাযথ আদালত কর্তৃক একপি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে, ক উক্ত বিষয়ে নতুন করে মামলা করিলে মামলাটির কি অবস্থা হবে?

* ক. ১১ ধারা অনুযায়ী মামলা বারিত হবে

খ. ১০ ধারা অনুযায়ী মামলা স্থগিত হবে

গ. ৯ ধারা অনুযায়ী মামলা স্থগিত হবে

ঘ. মামলাটি চলবে

৪৫। রেস-জুডিকাটা/ দোবরা দোষ, ধারা ১১, দেওয়ানী কার্যবিধি -উক্ত ধারায় কয়টি ব্যাখ্যা রয়েছে?

* ক. ৬টি খ. ৭টি গ. ৯টি ঘ. ৫টি

৪৬। ক এবং খ এর মধ্যে একটি মোকদ্দমা ৬ মাস পূর্বে সোলে ডিক্রির মাধ্যমে যথাযথ আদালত কর্তৃক নিষ্পত্তি হয়েছে।

ক নতুন করে মামলা করিলে মামলাটির কী অবস্থা হবে?

ক. মামলা তামাদি আইনে বারিত হবে খ. মামলাটি চলবে

গ. মামলাটি বিশেষ আইনে চলবে * ঘ. ১১ ধারা অনুযায়ী বারিত হবে

৪৭। ক এবং খ এর মধ্যে একটি মোকদ্দমা ৬ মাস পূর্বে একতরফা ডিক্রির মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়েছে। ক. নতুন করে মামলা করিলে মামলাটির কী অবস্থা হবে?

ক. মামলা তামাদি আইনে বারিত হবে খ. মামলাটি চলবে

গ. মামলাটি বিশেষ আইনে চলবে ⁕ ঘ. ১১ ধারা অনুযায়ী বারিত হবে

৪৮। ক, খ এর বিরূদ্ধে চুক্তি প্রবলের মামলায় ডিক্রি লাব করে, খ পরবর্তী কালে ক এর বিরূদ্ধে চুক্তিপত্র জালের মামলা দিলে, ক কি করবে?

⁕ ক. ১১ ধারা অনুযায়ী মামলা বারিত হওয়ার আবেদন খ. মামলাটি মিথ্যা দাবী

গ. কিছুই করার নাই ঘ. কোনটি নয়

৪৯। একবার বিচারে নিষ্পত্তিকৃত বিষয়কে পুনরায় বিচারের জন্য আদালতকে এখতিয়ার বহির্ভূত রাখা কী ?

⁕ক. ১১ ধারার রেস-সাবজুডিস খ. এস্টোপেল

গ. ১০ ধারার রেড- সাবজুডিস ঘ. কোনটি নয়

৫০। কোন মামলায় নিচের কোনটি রেস-জুডিকাটার উপাদান বা শর্ত হইতে পারে?

ক. একই পক্ষ, একই বিচার্য, একই স্বত্ত্ব

খ. আদালতের বিচারের যোগ্যতা

গ. চূড়ান্ড় নিষ্পত্তি

⁕ ঘ. উপরের সবগুলি

৫১। রেস- জুডিকাটা হতে পারে-

ক. প্রত্যক্ষ খ. পরোক্ষ

⁕ গ. প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ঘ. সমকক্ষ

৫২। রেস-জুডিকাটা শব্দটির উৎপত্তি কোন ভাষা হতে?

⁕ ক. ল্যাটিন খ. আরবি

গ. বাংলা ঘ. ইংরেজি

৫৩। ক, খ এর বিরূদ্ধে চুক্তি প্রবলের মামলায় ডিক্রি লাভ করে, খ পরবর্তী কালে ক এর বিরূদ্ধে চুক্তিপত্র জালের মামলা দিলে, ক ১১ ধারা অনুযায়ী কোন ধরনের রেস-জুডিকাটার অজুহাত উত্থাপন করবে?

* ক. পরোক্ষ খ. প্রত্যক্ষ

গ. বিশেষ ঘ. যে কোনটি

৫৪। "প্রত্যেকটি মোকদ্দমা উহার বিচার করিবার যোগ্যতা সম্পন্ন সর্বনিম্ন পর্যায়ের আদালতে দায়ের করিতে হইবে"- উক্ত বিধানটি কোন ধারার?

* ক. ১৫ ধারার খ. ১৬ ধারার

গ. ১৮ ধারার ঘ. ১১ ধারার

৫৫। কোন আইন দ্বারা দেওয়ানী মামলার আর্থিক এখতিয়ার নির্ধারনণ করা হয়?

* ক. দেওয়ানী আদালত আইন- ১৮৮৭ খ. কোর্ট ফি আইন- ১৮৭০

গ. দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ ঘ. তামাদি আইন - ১৯০৮

৫৬। দেওয়ানী আদালত আইন কত সালের?

* ক. ১৮৮৭ সাল খ. ১৮৭০ সাল

গ. ১৮৭৮ সাল ঘ. ১৯৮৭ সাল

৫৭। দুই লক্ষ টাকা পর্যন্ড় দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারের এখতিয়ার কোন আদালতের রয়েছে?

* ক. সহকারী জজ আদালতে খ. সিনিয়র সহকারী জজ আদালত

গ. জেলা জজ আদালত ঘ. যুগ্ম জেলা জজ আদালত

৫৮। দুই লক্ষ এক টাকা হইতে চার লক্ষ টাকা পর্যন্ড় দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারের এখতিয়ার কোন আদালতের রয়েছে?

* ক. সিনিয়র সহকারী জজ আদালত খ. সহকারী জজ আদালতে

গ. জেলা জজ আদালত ঘ. যুগ্ম জেলা জজ আদালত

৫৯। চার লক্ষ টাকার উর্ধ্বের দেওয়ানী মোকদ্দমা বিচারের এখতিয়ার কোন আদালতের রয়েছে?

* ক. যুগ্ম জেলা জজ আদালত খ. সহকারী জজ আদালতে

গ. দায়রা জজ আদালত ঘ. সিনিয়র সহকারী জজ আদালত

৬০। তিন লক্ষ বিশ হাজার টাকার দেওয়ানী মোকদ্দমা কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

* ক. সিনিয়র সহকারী জজ আদালত খ. সহকারী জজ আদালতে

গ. জেলা জজ আদালত ঘ. যুগ্ম জেলা জজ আদালত

৬১। আট লক্ষ টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির মামলা কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

* ক. যুগ্ম জেলা জজ আদালত খ. সহকারী জজ আদালতে

গ. জেলা জজ আদালত ঘ. সিনিয়র সহকারী জজ আদালত

৬২। সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের আপীল এখতিয়ার কত?

* ক. আপীল এখতিয়ার নাই খ. এক লক্ষ

গ. দুই লক্ষ ঘ. চার লক্ষ

৬৩। " যে আদালতের স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে বিষয়বস্তু অবস্থিত সেই আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করিতে হইবে" উক্ত বিধান কোন ধারায় রয়েছে?

*ক. ১৬ ধারায় খ. ১২ ধারায়

গ. ২১ ধারায় ঘ. ১১ ধারায়

৬৪। দুই আদালতের স্থানীয় এখতিয়ারের মধ্যে অবস্থিত স্থাবর সম্পত্তি সংক্রান্ড় মোকদ্দমা কোন আদালতে দায়ের করা যাবে?

* ক. দুই আদালতের যে কোন একটিতে খ. বাদী যেখানে বসবাস করে

গ. বিবাদী যেখানে বসবার করে ঘ. দুই আদারতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে

৬৫। ঢাকা শহরে একটি জনসভায় মানহানির উক্ত করা হইল- বাদীর বসবাস ঢাকায়, বিবাদীর বসবাস চট্টগ্রামে। উক্ত বিষয়ের মোকদ্দমাটি কোন আদালতে দায়ের করা যাবে?

* ক. ঢাকা বা চট্টগ্রামের যে কোন আদালতে খ. ঢাকায়

গ. চট্টগ্রামে ঘ. দুই আদালতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে

৬৬। দেওয়ানী মমলা স্থানান্ড়রের জন্য হাইকোর্ট বিভাগ ও জেলা জজ আদালতের সাধারণ ক্ষমতা সম্পর্কে কোন ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে?

* ক. ধারা ২৪ খ. ধারা ২৮

গ. ধারা ২৩ ঘ. ধারা ১৬

৬৭। ২৪ ধারা অনুযায়ী দেওয়ানী মোকদ্দমা স্থানান্ড়রের আবেদন করিতে পারেন কে?

* ক. বাদী অথবা বিবাদী উভয়পক্ষ খ. বাদী পক্ষ

গ. বিবাদী পক্ষ ঘ. বাদী পক্ষের প্রতিনিধি

৬৮। ২৪ ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ বা জেলা জজ আদালত কোন মামলা স্থানান্ড়রের বা প্রত্যাহারের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন মামলার কোন পর্যায়ে?

* ক. মামলা যেকোন পর্যায়ে খ. সমন ফেরত আসার আগে

গ. সমন ফেরত আসার পরে ঘ. মামলা দায়েরর সময়

৬৯। ২৪ ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ বা জেলা জজ আদালত কোন মামলা নিচের কোনটি করতে পারে?

ক. স্থানান্ড়র খ. প্রত্যাহার

* গ. স্থানান্ড়র বা প্রত্যাহার ঘ. কিছুই করতে পারে না

৭০। কোন পক্ষকে নোটিশ প্রদান না করিয়া আদালত ২৪ ধারা অনুসারে মামলা স্থানান্ড়রের বা প্রত্যাহারের নির্দেশ প্রদান করতে পারেন কখন, যখন উক্ত আদেশ -

* ক. আদালত স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া দেন খ. বাদীর আবেদন ক্রমে

গ. বিবাদীর আবেদন ক্রমে ঘ. পারেন না

৭১। কোন পক্ষকে নোটিশ না করিয়া ২৪ ধারা অনুসারে মামলা স্থানান্ড়রের নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন না কখন যখন উক্ত আদেশ

* ক. যে কোন পক্ষের আবেদনক্রমে দেওয়া হয়

খ. আদালত স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া দেন

গ. বিবাদীর আবেদনক্রমে ঘ. কোনটি নয়

৭২। 'যে আদালত ডিক্রি প্রদান করিয়াছে সেই আদালত অথবা যে আদালতে ইহা জারির জন্য প্রেরিত হইয়াছে সেই আদালত ডিক্রি জারি করিতে পারিবে" উক্ত বিধান কোন ধারায় রয়েছে-

* ক. ক. ৩৮ ধারায় খ. ৪০ ধারায়

গ. ২৮ ধারায় ঘ. ৮৩ ধারায়

৭৩। নাই

৭৪। ডিক্রি প্রদানকারী আদালত ডিক্রি জারির জন্য অন্য আদালতে প্রেরণ করতে পারেন কার আবেদনক্রমে?

*ক. ডিক্রিদার খ. দায়িক

গ. জজমেন্ট ডেটার গ. কোনটি নয়

৭৫। ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে ডিক্রি জারির জন্য অন্য আদালতে প্রেরণ করতে পারেন কোন আদালত?

* ক. ডিক্রি প্রদানকারী আদালত খ. জেলা জজ আদালত

গ. দায়রা আদালত ঘ. মহানগর হাকিম আদালত

৭৬। ডিক্রি জারির জন্য ডিক্রি স্থানান্তরের বিধান কোন ধারায় রয়েছে?

* ক. ৩৯ ধারায় খ. ৩৮ ধারায়

গ. ৩৭ ধারায় ঘ. ৩৬ ধারায়

৭৭। ডিক্রি প্রদানকারী আদালত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া উপযুক্ত এখতিয়ার সম্পন্ন কোন অধস্তন আদালতে ডিক্রি জারির জন্য প্রেরণ করিতে পারেন - উক্ত বিধান কোন ধারায় রয়েছে?

* ক. ধারা ৩৯ এর উপধারা-২ খ. ধারা ৩৯ এর উপধারা- ৫

গ. ধারা ৩৭ এর উপধারা-৩ ঘ. ধারা ৩৯

৭৮। কোন একটি মোকদ্দমায় ক আপনার মক্কেল মামলার বাদী। উক্ত মোকদ্দমায় ক এর পক্ষে ডিক্রি হল। আপনি কি করবেন?

* ক. ডিক্রি জারির জন্য আবেদন খ. উচ্চ আদালতে আপীল

গ. রিভিশন ঘ. রিভিউ

৭৯। ডিক্রি প্রদানকারী আদালতে ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে ডিক্রি জারির জন্য অন্য আদালতে প্রেরণ করতে পারেন, যার বিরূদ্ধে ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে তিনি যদি উক্ত অন্য আদালতের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে-

* ক. ধারা ৩৯ এর উপধারা- ১ খ. ধারা ৩৯ এর উপধারা- ৫

গ. ধারা ৩৭ এর উপধারা-৩ ঘ. ধারা ৩৯

৮০। ডিক্রি প্রদানকারী আদালত ডিক্রিদারের আবেদনক্রমে ডিক্রি জারির জন্য অন্য আদালতে প্রেরণ করতে পারেন, যার বিরূদ্ধে ডিক্রি প্রদান করা হয়েছে তিনি যদি উক্ত অন্য আদালতের স্থানীয় সীমারেখার মধ্যে-

ক. স্বেচ্ছায় বসবাস করেন খ. ব্যবসা পরিচালনা করেন

গ. ব্যক্তিগতভাবে লাভজনক কাজ করেন * ঘ. উপরের সবকয়টি

৮১। যে আদালত ডিক্রি প্রদান করিয়াছেন তাহার এখতিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ডিক্রির দাবী পূরনেন জন্য উক্ত ব্যক্তির পর্যাপ্ত সম্পত্তি না থাকিলে এবং অন্য আদালতের এখতিয়ারের স্থানীয় সীমায় তাহার সম্পত্তি থাকিলে ডিক্রিটি জারির জন্য উক্ত আদালতে প্রেরণ করা হ

যাইবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় রয়েছে?

* ক. ধারা ৩৯ এর উপধারা-১ এর খ. ধারা ৩৯এর উপধারা-৫

গ. ধারা ৩৭ এর উপধারা-৩ ঘ. ধারা ৩৯

৮২। নিষেধাজ্ঞা ব্যতীত অন্য সকল ডিক্রি জারির জন্য আবেদন কতদিনের মধ্যে করিতে হইবে?

* ক. ১২ বৎসর খ. ১০ বৎসর

গ. ২ বৎসর ঘ. কোনটি নয়

৮৩। ডিক্রি প্রদানকারী আদালত যদি অন্য কোন কারণে মনে করেন যে, ডিক্রিটি অন্য আদালতে জারি হওয়া উচিত, তাহলে ধারা ৩৯ এর উপধারা-১ এর (ঘ) ধারা অনুসারে উক্ত আদালত কী করবেন?

ক. কারণ লিপিবদ্ধ করবেন খ. রিভিউ আবেদন করতে বলবেন

গ. কারণ লিপিবদ্ধ করতে হবে না ঘ. কোনটি নয়

৮৪। দেওয়ানী কার্যবিধির ৪৮ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে?

* ক. কতিপয় ক্ষেত্রে ডিক্রি জারি বারিত খ. ডিক্রি স্থানান্তর

গ. আপীল ঘ. কোনটি নয়

৮৫। মূল ডিক্রি হইতে আপীল বা মূল ডিক্রির বিরূদ্ধে আপীল কত ধারায়?

* ক. ৯৬ ধারায় খ. ৬৯ ধারায়

গ. ১০৫ ধারায় ঘ. ১০৭ ধারায়

৮৬। মূল ডিক্রি হইতে আপীল বা ডিক্রির বিরূদ্ধে আপীল কোন আদালতে দায়ের করা যাইবে?

* ক. এখতিয়ার সম্পন্ন উচ্চ আদালতে খ. যে কোন আদালতে

গ. ডিক্রি প্রদানকারী আদালতে ঘ. বিশেষ আদালতে

৮৭। সহকারী জজ আদালতের মূল ডিক্রির বিরূদ্ধে আপীল কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

* ক. জেলা জজ আদালতে খ. সিনিয়র সহকারী জজ আদালত

গ. যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঘ. অতিরিক্ত জেলা জজ আদালত

৮৮। একতরফা মূল ডিক্রির বিরূদ্ধে আপীল কত ধারায়?

* ক. ধারা ৯৬ উপধারা -২ খ. ধারা ৬৯ উপধারা-২

গ. ধারা ১০৫ উপধারা-২ ঘ. ধারা ১০৭

৮৯। নিচের কোন ডিক্রির বির"দ্ধে আপীল চলে না?

* ক. সোলে ডিক্রি খ. ডিক্রি

গ. আদেশ ঘ. চূড়ান্ড় ডিক্রি

৯০। পক্ষগণের সম্মতিতে আদালত কর্তৃক প্রদত্ত ডিক্রিকে কি বলে?

* ক. সোলে ডিক্রি খ. ডিক্রি

গ. আদেশ ঘ. চূড়ান্ড় ডিক্রি

৯১। "সোলে ডিক্রির বিরূদ্ধে আপীল চলে না" উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

*ক. ৯৬ (৩) খ. ৫৭ (৩)

গ. ৯৭ (৪) ঘ. ১৬ (২)

৯২। "প্রত্যেকটি আপীল আপীলকারী বা তাহার কৌসূঁলী দ্বারা স্বাক্ষর করিয়া একটি স্বারকের আকারে আদালতে দায়ের করিতে হইবে" উক্ত বিধান কোন ধারায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৪১ রুল ১ খ. অর্ডার ৪০ রুল ১

গ. ৯৬ (৩) ঘ. কোনটি নয়

৯৩। আপীলের স্মারকলিপি নির্দিষ্ট পদ্ধতি মোতাবেক প্রণীত না হইলে আদালত উহা প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে অথবা আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উহা সংশোধনের জন্য আপীলকারীর নিকট ফেরত দেওয়া যাইবে" উক্ত বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৪১ রুল ৩খ. অর্ডার ৪১ রুল ১

গ. অর্ডার ৪০ রুল ১ ঘ. কোনটি নয়

৯৪। আদালত যদি কোন আপীলের স্মারকলিপি প্রত্যাখ্যান করেন তাহলে আদালত উক্ত প্রত্যাখানের কারন লিপিবদ্ধ করবেন" উক্ত বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৪১ রুল ৩ (২) খ. অর্ডার ৪১ রুল ৩

গ. অর্ডার ৪০ রুল ১ ঘ. ৯৬ (৩)

৯৫। "সকলের জন্য সাধারণ একটি সংগত কারণের উপর আপীল চললে কতিপয় বাদী বা বিবাদীদের কোন একজন সমগ্র ডিক্রিটি বাতিলের আদেশ লাভ করতে পারে" উক্ত বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৪১ রুল ৪খ. অর্ডার ৪০ রুল ১

গ. অর্ডার ৪০ রুল ২ ঘ. অর্ডার ৪১ রুল ৩

৯৬। আপীল আদালত কর্তৃক স্থগিত রাখা বিষয়ে কোথায় বলা রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৪১ রুল ৫খ. অর্ডার ৪১ রুল ৩

গ. অর্ডার ৪১ রুল ৪ ঘ. অর্ডার ৪০ রুল ১

৯৭। আপীলকৃত ডিক্রি জারির আদেশের ক্ষেত্রে জামানত উক্ত বিষয়ের বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৪১ রুল ৬খ. অর্ডার ৪১ রুল ২

গ. অর্ডার ৪১ রুল ১ ঘ. অর্ডার ৪১ রুল ৫

৯৮। প্রাথমিক ডিক্রি হতে আপীল দায়ের না করলে চূড়ান্ড় ডিক্রি হতে আপীল দায়ের বিষয়ে কোথায় বলা রয়েছে?

* ক. ধারা ৯৭ খ. ধারা ৯৬

গ. ধারা ৯৫ ঘ. ধারা ৪০

৯৯। আদেশের বিরূদ্ধে আপীল দায়ের বিষয়ে কোথায় বর্ণনা করা হয়েছে?

* ক. ধারা ১০৪ খ. ধারা ১০৫

গ. ধারা ৯৭ ঘ. ধারা ১০৫(২)

১০০। ১০৪ ধারা নিয়মানুসারে কোন কোন আদেশে বিরূদ্ধে আপীল করা যাইবে তাহা কোথায় বর্ণনা করা হয়েছে?

* ক. অর্ডার ৪৩ খ. অর্ডার ৪০

গ. ধারা ৯৭ ঘ. ধারা ১০৫

১০১। আপীল আদালতের ক্ষমতা কোন ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে?

* ক. ধারা ১০৭ খ. ধারা ১০৫

গ. ধারা ৯৭ ঘ. ধারা ৫৭

১০২। আপীল আদালতের অতিরিক্ত সাক্ষ্য গ্রহণ বা এরূপ সাক্ষ গ্রহণের নির্দেশদানের ক্ষমতা সম্পর্কে বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. ধারা ১০৭ এর ১(ঘ) খ. ধারা ১০৭ এর ১

গ. ধারা ১০৫ ঘ. ধারা ১০৫ এর ১

১০৩। কোন মামলা চূড়ান্ড়ভাবে নিস্পত্তি করার বা পূর্ণ বিচারের জন্য পাঠানো বা বিচার্য বিষয় গঠন এবং সেগুলি বিচারের জন্য প্রেরণ, উক্ত ক্ষমতাগুলি আপীল আদালতের থাকবে" কোন ধারায় বলা হয়েছে?

* ক. ধারা ১০৭ উপধারা ক, খ, গ খ. ধারা ১০৭ এর উপধারা ১

গ. ধারা ১০৮ ঘ. ধারা ৩৬

১০৪। অর্ডার ৭ রুল ১০ অনুসারে আরজি ফেরতের আদেশের বিরূদ্ধে আপীল করা চলিবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় রয়েছে?

ক. অর্ডার ৪১ রুল ৬ খ. অর্ডার ৪১ রুল ২

* গ. অর্ডার ৪১ রুল ১ এর ক ঘ. অর্ডর ৪১ রুল ৫

১০৫। পুর্ণবিবেচনার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া অর্ডার ৪৭ এর বিধি ৪ অনুসারে প্রদত্ত আদেশের বিরূদ্ধে আপীল চলে- উক্ত বিধান কোন ধারায় রয়েছে?

*ক. অর্ডার ৪৩ রুল ১ খ. অর্ডার ৪০

গ. ধারা ৯৭ ঘ. ধারা ১০৫

১০৬। অতিরিক্ত জেলা জজ আদালতের ডিক্রির বিরূদ্ধে আপীল কোথায় দায়ের করিতে হইবে?

ক. জেলা জজ খ. দায়রা জজ

গ. ক ও খ * ঘ. হাইকোর্ট বিভাগ

১০৭। ৬ লক্ষ টাকা মূল্যের স্থাবর সম্পত্তির মামলায় যুগ্ম জেলা জজ আদালতের ডিক্রির বিরূদ্ধে আপীল কোথায় দায়ের করিতে হইবে?

ক. জেলা জজ খ. দায়রা জজ

গ. ক ও খ ⌖ ঘ. হাইকোর্ট বিভাগ

১০৮। রিভিউ বা পুনর্বিবেচনা কত ধারায়?

⌖ ক. ধারা ১১৪ খ. ধারা ১১৫

গ. ধারা ১০৫ঘ. ধারা ১০৭

১০৯। একই ডিক্রি, একই আদলত কর্তৃক পুনরায় বিবেচনা করাকে কি বলে?

⌖ ক. রিভিউ বা পুনর্বিবেচনা খ. আপীল

গ. রিভিশন ঘ. কোনটি নয়

১১০। যে ডিক্রি বা আদেশের বিরূদ্ধে আপীল চলে কিন্তু করা হয় নাই অথবা আপীল চলে না, উক্ত ডিক্রি বা আদেশের বিরূদ্ধে কী করা যায়?

⌖ ক. রিভিউ আবেদন খ. নতুন মামলা

গ. কোন কিছুই নয় ঘ. ১৫১ ধারায় আবেদন

১১১। ক আপনার মক্কেল একটি মামলায় সহকারী জজ আদালতে কর্তৃক ডিক্রি পেয়েছেন। উক্ত ডিক্রির বিরূদ্ধে রিভিউ আবেদন করা যায়। আপনি উক্ত রিভিউ আবেদন কোন আদালতে করিবেন?

⌖ ক. ডিক্রি প্রদানকারী আদালত খ. হাইকোর্ট বিভাগ

গ. জেলা জজ আদালত ঘ. বিশেষ আদালত

১১২। আপনি ক এর আইনজীবী। একটি মামলায় ক এর বিরূদ্ধে ডিক্রি হইয়াছে। এই পর্যায়ে ক আপনার নিকট আসিয়া এমন এক নতুন সাক্ষীর কথা বললেন উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্যর মাধ্যমে ডিক্রি পরিবর্তন হইতে পারে। এমতাবস্থায় আপনি কি করবেন?

⌖ ক. রিভিউ আবেদন খ. আপীল

গ. কোন কিছুই নয় ঘ. নতুন মামলা

১১৩। রিভিউ আবেদন মেয়াদ সংশিণ্টষ্ট ডিক্রি বা আদেশের তারিখ হতে কতদিন?

* ক. ৯০ দিন খ. ৪৫ দিন

গ. ৩০ দিন ঘ. ১ সপ্তাহ

১১৪। দেওয়ানী কার্যবিধির কোন অর্ডারের বিধান অনুযায়ী রিভিউ আবেদন করা যায়?

* ক. অর্ডার ৪৭ খ. অর্ডার ৮৭

গ. অর্ডার ৮৭ঘ. অর্ডার ৭৪

১১৫। রিভিশনের আবেদন কারা যায় দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারা অনুযায়ী?

* ক. ধারা ১১৫ খ. ধারা ১৫৭

গ.ধারা ১২৫ ঘ. ধারা ৩১৫

১১৬। দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ ধারায় কতটি উপধারা রয়েছে?

* ক. ৫টি খ. ৪টি

গ.২টি ঘ. ৩টি

১১৭। রিভিশন আবেদন কোন আদালতে দায়ের করা যায়?

ক. জেলা জজ আদালত খ. হাই কোর্ট বিভাগ

গ. বিশেষ আদালত * ঘ. উপরের ক ও খ

১১৮। জেলা জজের রিভিশন আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন?

* ক. হাই কোর্ট বিভাগে রিভিশন খ. হাই কোর্ট বিভাগে আপীল

গ. রিট আবেদন ঘ. কোনটি নয়

১১৯। হাইকোর্ট বিভাগের দেওয়ানী রিভিশন ক্ষমতা সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারায় বলা হয়েছে?

* ক. ১১৫ ধারার ১ উপধারা খ. ১১৬ ধারার ১ উপধারা

গ. ১১৫ ধারার ৩ উপধারা ঘ. ১১০ ধারার ১ উপধারা

১২০। জেলা জজ আদালতের দেওয়ানী রিভিশন ক্ষমাত সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারায় বলা হয়েছে?

* ক. ১১৫ ধারার ২ উপধারা খ. ১১৫ ধারার ১ উপধারা

গ. ১১৫ ধারার ৩ উপধারা ঘ. ১১৫ ধারার ৪ উপধারা

১২১। নিচের কোন আদালতের রিভিশন এখতিয়ার নেই?

* ক. যুগ্ম জেলা জজ খ. জেলা জজ

গ. হাই কোর্ট বিভাগ ঘ. খ ও গ

১২২। দেওয়ানী কার্যবিধির কোন ধারার বিধানবলে প্রত্যর্পনের দরখাস্ড় দেওয়া যায়?

* ক. ১৪৪ ধারা খ. ১১৪ ধারা

গ. ১৩৪ ধারাঘ. ১২৪ ধারা

১২৩। ১৪৪ ধারা অনুযায়ী প্রত্যর্পনের জন্য আবেদন কোন আদালতে করিতে হয়?

* ক. প্রাথমিক আদালতেখ. উচ্চ আদালতে

গ. বিশেষ আদালতে গ. হাইকোর্ট বিভাগ

১২৪। আদালত অন্ড়র্নিহিত ক্ষমতা বা সহজাত ক্ষমতা কোন ধারার বিধান অনুযায়ী প্রয়োগ করিতে পারে?

* ক. ১৫১ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ৫১১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১২৫। দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারার সহজাত বা অন্ড়র্নিহিত ক্ষমতা আদালত প্রয়োগ করিতে পারে কোন ক্ষেত্রে বা কোন কারণে?

ক. ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিবার জন্য বা ন্যায় বিচারের স্বার্থে

খ. আদালত কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করিবার জন্য

⌖ গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১২৬। দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় বর্ণিত আদালতের ক্ষমতাকে বলা হয়-

⌖ ক. Inherent Powers খ. Special Powers

গ. General Power ঘ. Power

১২৭। দেওয়ানী কার্যবিধির সহজাত ক্ষমতা আদালত কোন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করিতে পারেন না?

ক. ন্যায় বিচার নিশ্চিত করিবার জন্য বা ন্যায় বিচারের স্বার্থে

খ. আদালত কর্তৃক ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করিবার জন্য

গ. ক ও খ ⌖ ঘ. যদি আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান থাকে

১২৮। পিণ্ডডিংস বলতে বুঝায়-

⌖ ক. বাদীর আরজি ও বিবাদীর লিখিত জবাব খ. বাদীর আজি

গ. বিবাদীর আরজি ঘ. বিবাদীর জবাব

১২৯। পিণ্ডডিংস সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বর্ণনা করা হয়েছে?

⌖ ক. অর্ডার ৬ খ. অর্ডার ৬০

গ. অর্ডার ৪১ ঘ. অর্ডার ৫

১৩০। মোকদ্দমার কার্যধারার যে কোন পর্যায়ে ন্যায় সংগত হইতে পারে এমন পদ্ধতিতে বা শর্তে যে কোন পক্ষকে আরজি বা লিখিত জবাব পরিবর্তন বা সংশোধনের আদালতের আদেশকে বলা হয়-

⌖ ক. পিণ্ডডিংস বা আরজি ও জবাব সংশোধন খ. মামলা পরিবর্তন

গ. মামলা সংশোধন ঘ. কোনটি নয়

১৩১। পিণ্ডডিংস সংশোধন সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বলা হয়েছে?

* ক. ৬ আদেশের ১৭ বিধিতে খ. ৬ আদেশের ১৩ বিধিতে

গ. ১১২ ধারায় ঘ. ৬ আদেশের ১২ বিধিতে

১৩২। আপনি ক এর মোকদ্দামার আইনজীবী। ক উক্ত মোমদ্দমার বাদী। শুনানির সময় আরজিতে ভুল ধরা পড়িলে কী করিবে?

* ক. আরজি সংশোধনের আবেদন খ. আপীল

গ. রিভিউ ঘ. নতুন মামলা

১৩৩। কোন আপীল মামলায় আপীল আদালতে শুনানির সময় আরজিতে ভুল ধরা পড়িলে কী করিবে?

* ক. আরজি সংশোধনের আবেদন খ. আপীল

গ. রিভিউ ঘ. নতুন মামলা

১৩৪। আরজি সংশোধনের আবেদন কোন আদালতে করা যায়?

* ক. মামলায় যে কোন পর্যায়ে যে কোন স্তরে অবস্থিত আদালতে

খ. জজ আদালতে গ. আপীল আদালতে ঘ. বিশেষ আদালতে

১৩৫। আদালত কখন আরজি বা জবাব সংশোধনের অনুমতি দিবেন না?

ক. প্রস্তাবিত সংশোধনি পক্ষগণের মধ্যে বিরোধ নিরসনে আবশ্যক

খ. প্রস্তাবিত সংশোধনি দ্বারা অপর পক্ষের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা না থাকিলে

গ. সংশোধনিটি সম্পূর্ণ ভিন্ন নতুন এবং অসংগতিপূর্ণ মোকদ্দমা সূচনা না করিলে

* ঘ. সংশোধনির আবেদন মোকদ্দমা বিলম্বিত করার উদ্দেশ্যে থাকিলে

১৩৬। পিণ্ডিংস সংশোধনের দরখাস্তনা মঞ্জুর হইলে কী করিবেন?

* ক. রিভিশনখ. আপীল

গ. নতুন মামলা ঘ. কিছুই না

১৩৭। আরজির বিষয়বস্তু সম্পর্কে কোথায় বর্ণনা করা রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ খ. অর্ডার ৮

গ. অর্ডার ১৭ ঘ. অর্ডার ৪

১৩৮। নালিশের কারণ এবং উহার প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া এখতিয়ার সম্পনন দেওয়ানী আদালতে দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ৭ অনুসারে বাদী যে আবেদন করেন তাকে কী বলে?

* ক. আরজি খ. লিখিত জবাব

গ. আরজি সংশোধন ঘ. কোনটি নয়

১৩৯। "যে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা হবে আরজিতে উক্ত আদালতের নাম উলেণ্টখ করিতে হবে" উক্ত বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ১ এর (ক) খ. অর্ডার ৮ রুল ১ এর (ক)

গ. অর্ডার ৭ রুল ১ এর (ক) ঘ. অর্ডার ৮ রুল ২ এর (ক)

১৪০। আরজিতে বাদী ও বিবাদী পক্ষের নাম-পরিচয়, ঠিকানা উলেণ্টখ করিতে হইবে" উক্ত বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ১ এর (খ) খ. অর্ডার ৮ রুল ১ এর (ক)

গ. অর্ডার ৭ রুল ২ এর (ক) ঘ. অর্ডার ৮ রুল ২ এর (ক)

১৪১। বাদী বা বিবাদী নাবালক বা মানসিকভাবে অসুস্থ থাকিলে সেই মর্মে আরজিতে বিবৃতি থাকিতে হইবে" উক্ত বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ১ এর (ঘ) খ. অর্ডার ৭ রুল ১ এর (খ) এবং (গ)

গ. অর্ডার ৮ রুল ২ এর (ক) ঘ. অর্ডার ৮ রুল ২ এর (ক)

১৪২। আদালতের এখতিয়ার আছে বলে প্রামণকারী তথ্য সমূহ আরজিতে উলেণ্টখ করিতে হইবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ১ এর (চ) খ. অর্ডার ৭ রুল ১ এর (খ) এবং (গ)

গ. অর্ডার ৮ রুল ২ এর (ক) ঘ. অর্ডার ৮ রুল ২ এর (ক)

১৪৩। দেওয়ানী মামলার আরজিতে উত্থাপিত দাবী সমর্থনকারী দলিলাদি বাদীর দখলে থাকিলে সেইগুলির বিষয়ে বাদী করণীয় কী?

* ক. দলিলের তালিকাসহ দখলকারের নাম দাখিল

খ. দলিলের নকল দাখিল গ. কিছুই করার নাই

ঘ. কোনটি নয়

১৪৪। অর্থের মোকদ্দমায় যখন বাদী অর্থ উদ্ধারের প্রার্থনা করেন, তখন আরজিতে দাবীর যথাযথ পরিমাণ বর্ণনা করিতে হইবে- উক্ত বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ২ খ. অর্ডার ৮ রুল ২ এর (ক)

গ. অর্ডার ৮ রুল ২ এর (ক) ঘ. অর্ডার ৮ রুল ২ এর (ঘ)

১৪৫। স্থাবর সম্পত্তির মোকদ্দমায় আরজিতে উক্ত সম্পত্তির উপযুক্ত বর্ণনা থাকা আবশ্যক তাহা কোথায় বলা হয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ৩ খ. অর্ডার ৭ রুল ১ এর (খ) এবং (গ)

গ. অর্ডার ৭রুল ২ ঘ. অর্ডার ৮ রুল ৩

১৪৬। অন্যদের প্রতিনিধি হিসেবে বাদী যখন মোকদ্দমা করে, তখন আরজিতে শুধু মাত্র ইহা দেখাইলেই চলিবেনা যে মোকদ্দমার বিষয়বস্তুতে তাহার নিজের প্রকৃত স্বার্থও বিদ্যামান রহিয়াছে। তদুপরি ইহাও দেখাইতে হইবে যে, সে যেন সংশিণ্টষ্ট বিষয় নিয়ে মোকদ্দমা দাখিল করিতে পারে তজ্জন্য প্রয়োজন মোতাবেক যাবতীয় ব্যবস্থা সে গ্রহণ করিয়াছে- কোথায় বলা হয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ৪ খ. অর্ডার ৭ রুল ২

গ. অর্ডার ৭ রুল ৫ ঘ. অর্ডার ৭ রুল ৩

১৪৭। নিচের কোন বিষয়টি নির্ধারনের জন্য আরজিতে দেওয়ানী মামলার মূল্যমান দেখানো হয়?

* ক. আদালতের এখতিয়ার খ. সম্পদের সীমা

গ. আয়কর ঘ. কোনটি নয়

১৪৮। তামাদি আইনে উলেণ্টখিত সময়ের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর যদি মামলায় উক্ত বিষয় অব্যাহতি দাবী করা হয় তা আরজিতে উলেণ্টখ করতে হবে- উক্ত বিধান কোথায় উলেণ্টখ রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ৬ খ. অর্ডার ৭ রুল ৩

গ. অর্ডার ৭ রুল ১ এর (খ) এবং (গ) ঘ. কোনটি নয়

১৪৯। বাদী সাধারণভাবে বা বিকল্পভাবে যে প্রতিকার দাবী করে আরজিতে তা সুনির্দিষ্টভাবে বর্ণনা করিতে হবে- উক্ত বিধান কোথায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ৭ খ. অর্ডার ৮ রুল ৩

গ. অর্ডার ৭ রুল ৩ ঘ. অর্ডার ৮ রুল ৮

১৫০। অর্ডার ৭ রুল ৭ কার জন্য প্রযোজ্য?

* ক. বাদী ও বিবাদী উভয় খ. বাদী

গ. বিবাদী ঘ. কোনটি নয়

১৫১। পৃথক বা বিভিন্ন অজুহাতের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিকার সম্পর্কে কোথায় বলা আছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ৮ খ. অর্ডার ৮ রুল ৮

গ. অর্ডার ৮ রুল ৭ ঘ. অর্ডার ৮ রুল ৩

১৫২। আদালত বিপরীতভাবে অনুমতি প্রদান না করিলে আরজি গৃহীত হইলে যতজন বিবাদী রহিয়াছে সাদা কাগজে তৎসংখ্যক কি দাখিল করিতে হইবে?

* ক. নকল খ. ওয়ারেন্ট

গ. সমন ঘ. কোনটি নয়

১৫৩। দেওয়ানী কার্যবিধি অর্ডার ৭ এর রুল ৯ এর ১, ২, ৩ অনুযায়ী তালিকা, বিবৃতি, নকল প্রভৃতি কে পরীক্ষা করবে?

* ক. আদালতের প্রধান কেরাণী খ. জজ

গ.ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. কোনটি নয়

১৫৪। দেওয়ানী কার্যবিধি অর্ডার ৭ এর রুল ৯ এর ১, ২ ,৩ অনুযায়ী তালিকা, বিবৃতি, নকল প্রভৃতি পরীক্ষা পূর্বক যদি দেখিতে পান সঠিক হইয়াছে, তাহলে আদালতের প্রধান কেরাণী কি করিবেন?

* ক. স্বাক্ষর খ. ফেরত দিবেন

গ. কিছুই করবেন না ঘ. কোনটি নয়

১৫৫। আরজি ফেরত কোন ধারার বিধান বলে দেয়া হয়?

*ক. অর্ডার ৭ রুল ১০ খ. অর্ডার ৭ রুল ১৩

গ. অর্ডার ৭ রুল ৬ ঘ. অর্ডার ৭ রুল ৩

১৫৬। দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ৭ রুল ১০ অনুযায়ী আরজি ফেরত প্রদান করেন কে?

* ক. আদালত খ. বাদী

গ. বিবাদী ঘ. আইনজীবী

১৫৭। দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ৭ রুল ১০ অনুযায়ী আরজি ফেরতের আবেদন করেন কে?

* ক. বাদী খ. বিবাদী

গ. কোনটি নয় ঘ. ক ও খ

১৫৮। মোকদ্দমার যে কোন পর্যায়ে আদালত যখন এই মর্মে উদঘাটন করেন যে, মোকদ্দমাটি বিচার করার এখতিয়ার তাহার নাই। উপযুক্ত আদালতে পেশ করিবার জন্য আরজিটি আদালত কী করবেন?

*ক. ফেরত খ. জমা রাখবেন

গ. নাকচ করবেন ঘ. খারিজ করবেন

১৫৯। আরজি ফেরত দেওয়ার সময় আদালত কী করবেন?

ক. দাখিল ও ফেরত দেয়ার তারিখ খ. দাখিলকারী পক্ষের নাম

গ. ফেরত দেয়ার কারণ সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবৃতি লিপিবদ্ধ করবেন

* ঘ. উপরের সবগুলি

১৬০। ক এর একটি মোকদ্দমার আপনি আইনজীবী। আরজিটি দাখিলের পর বুঝিতে পারিলেন উহা ভুল আদালতে দাখিল হয়েছে। আপনি কী করবেন?

*ক. অর্ডার ৭ রুল ১০ অনুসারে আরজি ফেরতের আবেদন

খ. আরজি খারিজের আবেদন

গ. আরজি নাকচের আবেদন ঘ. কোনটি নয়

১৬১। নিচের কোন কারণে দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ৭ রুল ১০ অনুসারে আরজি ফেরত দেয়া হয়?

*ক. সঠিক আদালতে দায়ের করার জন্য

খ. আরজিতে মামলার কারণ না থাকলে

গ. আরজিতে প্রতিকার না চাওয়া হলে ঘ. কোনটি নয়

১৬২। একটি মোকদ্দমায় ক বাদী খ বিবাদী। আপনি খ এর আইনজীবী। মোকদ্দমাটি ভুল আদালতে দায়ের করা হয়েছে। আপনি কী আবেদন করবেন?

* ক. খারিজের খ. ফেরতের

গ. জামিনের ঘ. কোনটি নয়

১৬৩। ভুল আদালতে আরজি দাখিলের ফল কী ?

ক. আরজি ফেরত খ. আরজি খারিজ

গ. আরজি বাতিল ঘ. কোনটি নয়

১৬৪। আরজি খারিজের বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায়?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ১১খ. অর্ডার ৭ রুল ১০

গ. অর্ডার ৭ রুল ১২ ঘ. অর্ডার ৭ রুল ১৩

১৬৫। আরজি নাকচ বা খারিজ করবেন কে?

* ক. আদালত খ. বাদী গ. বিবাদী ঘ. আইনজীবী

১৬৬। অর্ডার ৭ রুল ১১ তে আরজি নাকচের জন্য কয়টি কারণ উলেণ্টখ আছে?

* ক. ৪টি খ. ২টি গ. ৩টি ঘ. ১টি

১৬৭। আরজিতে যদি মোকদ্দমার কালন ব্যক্ত করা না হয় তাহলে কী হবে?

* ক. খারিজ খ. ফেরত গ. আপীল ঘ. কোনটি নয়

১৬৮। "যে ক্ষেত্রে দাবীকৃত প্রতিকারের অবমুল্যায়ন করা হয়েছে এবং আদালতের নির্দশ মোতাবেক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছে উক্ত ক্ষেত্রে আরজি খারিজ হবে" কোথায় বলা আছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ১১ এর (খ) খ. অর্ডার ৭ রুল ১১

গ. অর্ডার ৭ রুল ১১ এর (ঘ) ঘ. অর্ডার ৭ রুল ১৩

১৬৯। দেওয়ানী কার্যবিধি অর্ডার ৭ রুল ১১ তে আরজি খারিজের জন্য চারটি কারণ উলেণ্টখ করা হয়েছে। চারটির মধ্যে তৃতীয় নং অর্থাৎ অর্ডার ৭ রুল ১১ এর (গ)তে কোন ত্রুটির কথা বলা হয়েছে?

* ক. প্রয়োজন অপেক্ষা কম মূল্যের স্ট্যাম্প

খ. মোকদ্দমার কারণ অব্যক্ত গ. আইন দ্বারা বারিত ঘ. খ ও গ

১৭০। যে ক্ষেত্রে আরজির বিবৃতি অনুযায়ী উক্ত মামলা কোন আইন দ্বারা নিষিদ্ধ বলে প্রতীয়মান হলে আরজি খারিজ হবে কোথায় বলা হয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ রুল ১১ এর ৪ খ. অর্ডার ৭ রুল ১১ এর (গ)

গ. অর্ডার ৭ রুল ১১ এর (৩) ঘ. অর্ডার ৭ রুল ১১ এর (ক)

১৭১। মামলার মূল্যমান বা আবশ্যকীয় স্ট্যাম্প কাগজ দাখিল করার জন্য আদালত কর্তৃক নির্ধারিত সময় কোনক্রমেই কতদিনের অধিক হইবে না?

* ক. ২১ দিনখ. ৩০ দিন গ.১৪ দিন ঘ. ৪৫ দিন

১৭২। আরজি খারিজ হইলে উহার বিরূদ্ধে কী প্রতিকার আছে?

* ক. আপীল অথবা নতুন মামলা দায়ের খ. রিভিউ

গ. রিভিশন ঘ. কোনটি নয়

১৭৩। একটি মোকদ্দমায় ক বাদী খ বিবাদী। আপনি ক এর আইনজীবী । মামলাটি আদালত কর্তৃক খারিজ হইয়াছিল। আপনি আপীল করিয়াছিলেন। আদালত আপীল আবেদন খারিজ করিয়া দিলে আপনি কী করিবেন?

* ক. উচ্চ আদালতে রিভিশন খ. রিভিউ

গ. আপীল গ. কোন ব্যবস্থা নাই

১৭৪। ক খ এর বির"দ্ধে একটি মোকদ্দমায় আরজি দাখিল করিয়াছে। খ উক্ত মামলার বিবাদী, খ আপনাকে আইনজীবী নিয়োগ করিল। আপনি দেখিলেন আরজিতে ত্র"টি আছে এবং অর্ডার ৭ র"ল ১১ অনুসারে আরজি খারিজের আবেদন করিলেন। উক্ত দরখাস্ড়না মঞ্জুর হইলে আপনি কী করিবেন?

* ক. রিভিশন আবেদন খ. আপীল

গ. রিভিউ ঘ. কোনটি নয়

১৭৫। কোন আজির নাকচ করা হলে বিচারক উহার কারণ উলেণ্টখ পূর্বক একটি আদেশ লিপিবদ্ধ করবেন- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৭ এর র"ল ১২ খ. অর্ডার ৭ এর র"ল ১১ এবং ১২

গ. অর্ডার ৭ র"ল ১২ ঘ. অর্ডার ৭ এর র"ল ১২ এর ১

১৭৬। আরজি খারিজ বিষয়ে কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৭ র"ল ১১ খ. অর্ডার ৭ র"ল ১০

গ. অর্ডার ৭ র"ল ১২ ঘ. অর্ডার ৭ র"ল ১৩

১৭৭। লিখিত বর্ণনা এবং পাল্টা দাবী সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বর্ণনা করা হয়েছে?

* ক. অর্ডার ৮ খ. অর্ডার ৭

গ. অর্ডার ৯ ঘ. অর্ডার ১১

১৭৮। বিবাদীর বিরূদ্ধে সমনজারী হইবার পর বিবাদী কত কার্যদিবসের মধ্যে আদালতে লিখিত জবাব দাখিল করিতে বাধ্য?

ক. ২ মাস ⁕ খ. ৩০ দিন

গ. ১৪ দিন ঘ. ৪৫ দিন

১৭৮। (ক) আদালতের অনুমতি লয়ে সমনজারী কত দিনের মদ্যে বিবাদী লিখিত জবাব দাখিল করিতে পারে?

⁕ক. ৬০ দিন খ. ৩০ দিন

গ. ১৪ দিন ঘ. কোনটিই নয়

১৭৮। (খ) ২০১২ সালের দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন অনুসারে বিবাদীর বিরুদ্ধে সমনজারী হইবার পর ৬০ কার্যদিবসের মধ্যে বিবাদীকর্তৃক আদালতে লিখিত জবাব দাখিল না করা হলে আদালত কি করিতে পারে?

⁕ ক. এক তরফাভাবে নিস্পত্তি খ. দুই তরফাভাবে নিস্পত্তি

গ. ক ও খ ঘ. কোনটিই নয়

১৭৯। বাদী কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ড় আদালতে দাখিল হইলে বিবাদী কর্তৃক উক্ত দরখাস্ড় প্রতিহত করা হয় যার মাধ্যম - তা হল

⁕ ক. লিখিত জবাব নয় খ. লিখিত জবাব

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৮০। লিখিত জবাব দাখিল করা যায় কিসের মাধ্যমে?

⁕ ক. সত্যপাঠ খ. হলফনামা

গ. এফিডেবিট ঘ. কোনটি নয়

১৮১। দেওয়ানী মামলায় আরজিতে উত্থাপিত বক্তব্য বিবাদীর জবাবে নির্দিষ্টভাবে অস্বীকার করা না হলে তার ফল হবে-

⁕ ক. উক্ত বক্তব্য স্বীকৃত বলে গণ্য খ. বাতিল বলে গণ্য

গ. অস্বীকৃত বলে গণ্য ঘ. কোনটি নয়

১৮২। যে দলিল লিখিত বিবৃতির সহিত যুক্ত করা উচিত ছিল, যদি করা না হইয়া থাকে- উক্ত দলিল মামলার শুনানিকালে কী হবে?

⁕ ক. সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবে না খ. সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবে

গ. অবশ্যই সাক্ষ্য হিসাবে গৃহীত হবে ঘ. কোনটি নয়

১৮৩। দেওয়ানী মামলা লিখিত জবাবে উত্থাপিত দাবী সমর্থনকারী দলিলাদি বিবাদীর দখলে না থাকিলে উক্ত দলিলাদি বিষয়ে বিবাদীর করণীয় কি?

* ক. দলিলের তালিকাসহ দখলকারের নাম দাখিল

খ. কিছুই করণীয় নাই গ. দলিলের তালিকা দাখিল ঘ. দলিলের নকল দাখিল

১৮৪। আপনি খ এর একটি মোকদ্দমার আইনজীবী। লিখিত জবাব প্রস্তুতের সময় খ বলিল, যে সকল কারণে মোকদ্দমা চলিবে না তাহা জবাবে উলেণ্টখ না করিয়া শুনানির সময় উপস্থাপন করিলে ভাল হইবে। উক্ত কার্যটি আইন অনুযায়ী কি হইবে?

* ক. সম্ভব হইবে না খ. সম্ভব হইবে

গ. ভাল হয় ঘ. সম্ভব

১৮৫। বিবাদী যে কোন তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বাদীর মোকদ্দমা প্রতিহত করিতে চায় সেগুলি লিখিত জবাবে কী করিতে হইবে?

* ক. পরিস্কারভাবে উলেণ্টখ খ. গোপন

গ. কোনরকমে উলেণ্টখ ঘ. কোনটি নয়

১৮৬। বিবাদী যে সকল তথ্যের উপর নির্ভর করিয়া বাদীর মোকদ্দমা প্রতিহত করিতে চায় সেগুলি লিখিত জবাবে পরিস্কারভাবে উলেণ্টখ করা বিধান কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৮ রুল ২ খ. অর্ডর ৮ রুল ৩

গ. অর্ডার ৮ রুল ১২ ঘ. অর্ডার ৮ রুল ৮

১৮৭। যে সকল অভিযোগের সত্যতা বিবাদী স্বীকার করে না, সেগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট লিখি জবাব থাকিতে হইবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৮ রুল ৩ খ. অর্ডর ৮ রুল ২

গ. অর্ডার ৮ রুল ১৩ ঘ. অর্ডার ৮ রুল ১

১৮৮। বাদীর আরজিতে উলেণ্টখকৃত কোন তথ্য সংক্রান্ড় অভিযোগ বিবাদী চাতুরপূর্ণভাবে অস্বীকার করিতে পারিবে না, বরং সারমর্ম সহকারে সংশিণ্টষ্ট প্রশ্নের জবাব দিতে হইবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৮ রুল ৪ খ. অর্ডর ৮ রুল ৩

গ. অর্ডার ৮ রুল ২ ঘ. অর্ডার ৮ রুল ১

১৮৯। আরজিতে উলণ্ঢখকৃত তথ্যমূলক অভিযোগের প্রত্যেকটি যদি স্পষ্ট অস্বীকার করা না হয়, তবে অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকলের প্রসংগে তাহা কী হিসাবে গণ্য হইবে?

*ক. স্বীকৃত খ. অস্বীকৃত

গ. স্বীকার্য ঘ. কোনটি নয়

১৯০। আরজিতে উলেণ্ঢখকৃত তথ্যমূলক অভিযোগের প্রত্যেকটি যদি স্পষ্ট অস্বীকার করা না হয়, তবে অক্ষম ব্যক্তি ব্যতীত অপর সকলের প্রসংগে স্বীকৃত হিসাবে গণ্য হবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৮ রুল ৫ খ. অর্ডর ৮ রুল ৪

গ. অর্ডার ৮ রুল ২ ঘ. অর্ডার ৮ রুল ৩

১৯১। সেট অপ সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বর্ণনা করা হয়েছে?

* ক. অর্ডার ৮ রুল ৬ খ. অর্ডর ৮ রুল ২

গ. অর্ডার ৮ রুল ৩ ঘ. অর্ডার ৮ রুল ৪

১৯২। সেট অফের দাবী করেন কে?

* ক. বিবাদী খ. বাদী

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৯৩। সেট অফের দাবী নিম্নলিখিত কোন ক্ষেত্রে করা যায়?

* ক. টাকা আদায়ের মামলায় খ. সম্পত্তি পূনরোদ্ধারের মামলায়

গ. মানহানির মামলায় ঘ.নিষেধাজ্ঞা মামলায়

১৯৪। সেট অফের দাবী কখন করিতে হয়?

* ক. মোকদ্দমা প্রথম শুনারির তারিখে খ. ডিক্রি প্রদানের পূর্বে

গ. রায় প্রদানের পর ঘ. যে কোন পর্যায়ে

১৯৫। বিবাদী আলাদা অজুহাতের উপর ভিত্তি করিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন বা দাবী করিতে চাহিলে উহা লিখিত জবাবে উলেণ্ঢখ করিতে হইবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৮ রুল ৭ খ. অর্ডার ৭ রুল ৮

গ. অর্ডার ২২ ঘ. অর্ডার ২৪

১৯৬। পারস্পরিক দাবী শোধের তাৎপর্য (Effect of Set Off) দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বর্ণিত আছে?

* ক. অর্ডার ৮ রুল ৬ (২) খ. অর্ডার ৭ রুল ৮

গ. অর্ডার ২২ ঘ. অর্ডার ২৪

১৯৭। মোকদ্দমা প্রত্যাহার ও সমন্বয় সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বর্ণনা করা হয়েছে?

* ক. অর্ডার ২৩ খ. অর্ডার ২৩ রুল ৩

গ. অর্ডার ২২ ঘ. অর্ডার ২৪

১৯৮। মোকদ্দমা দায়ের করার পর বাদী সকল বিবদীর বা যে কোন বিবাদীর বিরূদ্ধে মামলা প্রত্যাহার বা আংশিক দাবী প্রত্যাহার করিতে পরিবে- উক্ত বিধান কোথায় বর্ণনা করা হয়েছে?

* ক. অর্ডার ৮ রুল ১ খ. অর্ডার ২৩ রুল ৩

গ. অর্ডার ২৩ রুল ২ ঘ. অর্ডার ২৩ রুল ৭

১৯৯। আদালতের অনুমতি ব্যতীত বাদী মামলা প্রত্যাহার করে বা আংশিক দাবী প্রত্যাহার করে তাহলে আদালতের সিদ্ধান্ড় অনুসারে বাদী কী জন্য দায়ী হবে?

* ক. মামলার খরচ খ. জেলে প্রবেশ

গ. দায়ী হবে না ঘ. মানহানি

২০০। আদালতে অনুমতি ব্যতীত বাদী মালা প্রত্যাহার করে বা আংশিক দাবী প্রত্যাহার করে তাহলে আদালতের সিদ্ধান্ড় অনুসারে বাদী উক্ত বিষয়ের নতুন মামলা দায়েরে কী হবে?

* ক. বাধাগ্রস্থ খ. সহজ হবে

গ. মামলা হবে ঘ. কোনটি নয়

২০১। কোন মোকদ্দমায় কয়েকজন বাদী থাকিলে বাদীগণের মধ্য হইতে একজন বাদী যদি অন্যদের সম্মতি ব্যতীত মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিতে চায়, তাহলে কোন আইন দ্বারা বারিত হবে?

* ক. অর্ডার ২৩ রুল ১ এর ৪ খ. অর্ডার ২৩ রুল ১

গ. অর্ডার ২৩ রুল ২ ঘ. অর্ডার ২৩ রুল ১ এর ৩

২০২। অর্ডার ২৩ রুল ১ অনুসারে মামলা প্রত্যাহার কিংবা দাবীর আংশিক পরিত্যাগ করিতে পরিবেন কখন?

*ক. মামলা রুজু হইবার যেকোন সময় খ. মামলা রুজু হইবার পূর্বে

গ. রায় এর পরে ঘ. কখনো না

২০৩। প্রথম মোকদ্দমা দ্বারা তামাদি আইন প্রভাবিত হয় না - উক্ত বিধান কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ২৩ রুল ২ খ. অর্ডার ২৩ রুল ২১

গ. অর্ডার ২৩ রুল ২ এর ৩ ঘ. অর্ডার ২১ রুল ২

২০৪। ক এবং খ এর একটি মোকদ্দমায় ক বাদী খ বিবাদী। ক পূর্বে মামলাটি আদালতের অনুমতিক্রমে প্রত্যাহার করিয়া নতুন করে দায়ের করে। আপনি খ এর আইনজীবী। আপনি দেখিলেন পূর্বে দায়েরকৃত অবস্থায় তামাদিতে বারিত ছিল না, কিন্তু পরবর্তীতে তামাদিতে বারিত। মামলাটি খারিজের জন্য কোন অজুহাত গ্রহণ করিবেন?

*ক. তামাদি আইন খ. ১১ ধারা

গ. ১০ ধারা ঘ. ৯ ধারা

২০৫। দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ২৩ রুল ৩ অনুসারে আদালত যে ডিক্রি প্রদান করেন তাকে কী বলে?

*ক. সোলে ডিক্রি খ. একতরফা ডিক্রি

গ. চূড়ান্ড় ডিক্রি ঘ. রায়

২০৬। দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ২৮ এ কোন বিষয় বলা হয়েছে?

* ক. রায়ের পূর্বে গ্রেফতার এবং ক্রোক খ. রায়ের পূর্বে গ্রেফতার

গ. জামিন ঘ. কোনটি নয়

২০৭। রায়ের পূর্বে ক্রোক সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বলা হয়েছে?

*ক. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১ খ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ৬

গ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১ ঘ. অর্ডার ২১ এর রুল ৫

২০৮। ক এবং খ এর মধ্যে আদালতে মোকদ্দমা চলমান। আপনি বাদী ক এর আইনজীবী। ক আপনাকে জানাল যে, খ বিবাদী তার সমস্ড় সম্পত্তি হস্ড়ান্ড়রের চেষ্টা করিতেছে। উক্ত অবস্থায় আপনি কী করবেন?

*ক. রায়ের পূর্বে ক্রোকের আবেদন খ. বিবাদীকে গ্রেফতারের আবেদন

গ. বাদীর দখলে সম্পত্তি হস্ড়ান্ড়রের আবেদন ঘ. কোন কিছুই করার নাই

২০৯। রায়ের পূর্বে ক্রোকি সম্পত্তিতে আপত্তির তদন্ড় সম্পর্কে কোথায় বলা হয়েছে?

*ক. অর্ডার ৩৮ এর রুল ৮ খ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১০

গ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১ ঘ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ২

২১০। রায়ের পূর্বে কোন আদেশ প্রদান করার পর বিবাদী জামানত প্রদান করলে বা মোকদ্দমা খারিজ হইলে, ক্রোক আদেশ প্রত্যাহার হইবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

*ক. অর্ডার ৩৮ এর রুল ৯ খ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১

গ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১০ ঘ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ৫

২১১। রায়ের পূর্বে ক্রোককৃত সম্পত্তি ডিক্রি জারিতে পুনরায় ক্রোক করা যাইবে না- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

*ক. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১১ খ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১০

গ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১২ ঘ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ৯

২১২। কৃষিজ দ্রব্য রায়ের পূর্বে ক্রোক যোগ্য নহে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

*ক. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১২ খ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১০

গ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ১১ ঘ. অর্ডার ৩৮ এর রুল ৯

২১৩। রায়ের পূর্বে ক্রোক আদেশ প্রদানের জন্য আদালত কোন বিষয়গুলি বিবেচনায় নিবেন?

ক. বিবাদী তার সম্পত্তি হস্তান্তর বা বিক্রয় করিতে চায়

খ. সংশিণ্টষ্ট আদালতের অধিক্ষেত্র হতে অপসারন করিতে চায়

গ. বিবাদীর উদ্দেশ্য ডিক্রি জারিকরন বিলম্বিত বা বাধাঁগ্রস্থ করা

* ঘ. সব কয়টি

২১৪। স্থানীয় তদন্ত (Local Investigation) দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায়?

*ক. অর্ডার ২৬ রুল ৯ খ. অর্ডার ৩৬

গ. অর্ডার ৪০ ঘ. অর্ডার ৩২

২১৫। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা এবং অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ সম্পর্কে বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

*ক. অর্ডার ৩৯ খ. অর্ডার ৩৬

গ. অর্ডার ৪০ ঘ. অর্ডার ৩২

২১৬। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা কদদিনের জন্য মঞ্জুর করা হয়?

*ক. একটি নির্দিষ্ট সময় বা পরবর্তী আদেশ না দেওয়া পর্যন্ত

খ. ছয় মাস গ. এক বছর ঘ. তিন মাস

২১৭। কোন ব্যক্তি বা পক্ষকে কোন নির্দিষ্ট কার্য করিবার কিংবা কোন নির্দিষ্ট কার্য করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য আদালত কর্তৃক যে আদেশ বা নির্দেষ প্রদান করা হয় তাকে কি বলে?

* ক. নিষেধাজ্ঞা খ. নিষেধ গ. আদেশ ঘ. নিষিদ্ধ

২১৮। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন মোকদ্দমার কোন পর্যায়ে করা যায়?

* ক. যে কোন পর্যায়ে খ. মোকদ্দমা দায়েরের সময়

গ. নির্দিষ্ট সময়ে ঘ. মাঝামাঝি পর্যায়ে

২১৯। কোন মোকদ্দমায় বিরোধভূক্ত কোন সম্পত্তি মোকদ্দমার কোন পক্ষ নিচের কোন কার্য করিতে চাইলে আদালত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করেন?

ক. ধ্বংস খ. হস্থান্ড়রিত গ. ক্ষতি * ঘ. সবকয়টি

২২০। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন কিসের মাধ্যমে করিতে হয়?

* ক. দরখাস্ড় খ. আরজি

গ. লিখিত জবাব ঘ. রায়

২২১। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন দরখাস্ড়ের মাধ্যমে করিতে হইলে নিচের কোন বিষয়টি প্রয়োজন?

* ক. এফিডিবিট বা হলফনামা খ. ভেরিফিকেশন

গ. কোনটি নয় ঘ. সত্যপাঠ

২২২। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ড় কিভাবে মঞ্জুর করা হয়?

*ক. আদেশের মাধ্যমে খ. ডিক্রির মাধ্যমে

গ. রায়ের মাধ্যমে ঘ. কোনটি নয়

২২৩। মোকদ্দমা চলাকালীন সময় আপনার মক্কেল আপনাকে বলিল যে সম্পত্তি হইতে বেদখল হওয়ার আশংকা আছে। আপনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন?

* ক. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন খ. স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন

গ.মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির আবেদন ঘ. কিছুই করার নাই

২২৪। কোন মোকদ্দমা ব্যতীত সম্পত্তি হতে বেদখল হওয়ার আশংকা থাকিলে কী করা যায়?

* ক. স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন খ. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার মোকদ্দমা

গ. মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির আবেদন ঘ. কিছুই করার নাই

২২৫। মোকদ্দমা চালাকালীন সময় আপনার মক্কেল আপনাকে বলিল যে সম্পত্তি হইতে উচ্ছেদ হওয়ার আশংকা আছে। আপনি কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন?

* ক. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন খ. স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন

গ. মোকদ্দমা দ্রুত নিষ্পত্তির আবেদন ঘ. কিছুই করার নাই

২২৬। নিষেধাজ্ঞা প্রদানের পূর্বে আদালত অপরপক্ষকে নোটিশ প্রদানের নির্দেশ দিবেন- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৩৯ রুল ৩ খ. অর্ডার ৩৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৩৯ রুল ১ ঘ. অর্ডার ৩৯ রুল ৩

২২৭। আরজি দাখিলের সাথে সাথেই অপরপক্ষের প্রতি কোন নোটিশ জারি ব্যতীতই বাদী পক্ষের আবেদনক্রমে যে নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা হয় তাকে কী বলে?

* ক. অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা খ. স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

গ. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ঘ. নিষেধাজ্ঞা

২২৮। অর্ডার ৩৯ রুল ৪ অনুসারে অসন্তুষ্ট পক্ষের আবেদনক্রমে আদালত কর্তৃক নিষেধাজ্ঞার আদেশ কী হইতে পারে?

ক. মুক্ত খ. পরিবর্তন গ. বাতিল * ঘ. উপরের সবকয়টি

২২৯। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদানের পূর্বে আদালতের বিবেচ্য বিষয়গুলি কী কী?

ক. প্রাইমাফেসি কেইস খ. অনুরনীয় ক্ষতির সম্ভাবনা

গ. সুবিধা-অসুবিধার ভারসাম্য * ঘ. উপরের সবকয়টি

২৩০। ক এবং খ এর মোকদ্দমায় খ বিবাদী। আপন খ এর আইনজীবী। ক এর পক্ষে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর হইল। আপনি খ এর পক্ষে কী করবেন?

* ক. ১০৪ ধারা অনুযায়ী আপীল খ. ৯৬ ধারা অনুযায়ী আপীল

গ. ৮৬ ধারা অনুযায়ী আপীল ঘ. ১৪০ ধারা অনুযায়ী আপীল

২৩১। বাদী পক্ষে স্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন মঞ্জুর হইলে বিবাদী পক্ষের করণীয় কী?

* ক. ৯৬ ধারা অনুযায়ী আপীল খ. ১০৪ ধারা অনুযায়ী আপীল

গ. ৮৬ ধারা অনুযায়ী আপীল ঘ. ১৪০ ধারা অনুযায়ী আপীল

২৩২। ক এবং খ এর মোকদ্দমায় ক বাদী খ বিবাদী। আপনি ক এর আইনজীবী। খ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ অমান্য করিতেছে। আপনি কী করবেন?

* ক. ভায়োলেশন মিসকেস খ. আপীল

গ. রিভিশন ঘ. নতুন মোকদ্দমা

২৩৩। ভায়োলেশন মিসকেস এর ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ শাস্তির পরিমান কী হতে পারে?

* ক. ৬ মাস পর্যন্ত দেওয়ানী কারাগারে আটক

খ. এক বছর পর্যন্ত দেওয়ানী কারাগারে আটক

গ. ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা

ঘ. কোনটি নয়

২৩৪। যদি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ কোন ব্যক্তি অমান্য করে তাহলে আদালত কী করতে পারে?

ক. ৬ মাস পর্যন্ত দেওয়ানী কারাগারে আটক

খ. সম্পত্তি ক্রোক করার নির্দেশ

* গ. ক ও খ

ঘ. কোনটি নয়

২৩৫। দেওয়ানী কার্যবিধি অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ লঙ্ঘনের জন্য যদি সম্পত্তি ক্রোক নির্দেশ দেওয়া হয়, উক্ত নির্দেশ কতদিনের বেশী বলবৎ থাকিবে না?

* ক. এক বছর খ. ছয় মাস

গ. তিন বছর ঘ. পাঁচ বছর

২৩৬। অন্তর্বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা (Ad-interim Injuction) কত সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকে?

ক. এক বছর খ. ছয় মাস

গ. তিন বছর *ঘ. প্রতি পক্ষের উপস্থিতির পর শুনানি ও আদেশ দানের পূর্ব পর্যন্ত

২৩৭। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার (ভ্যাকেট) হইলে কী করা যায়?

*ক. রিভিশন খ. আপীল

গ. রিভিউ ঘ. কোনটি নয়

২৩৮। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বাতিল হইলে কী করা যায়?

*ক. রিভিশন খ. আপীল গ. রিভিউ ঘ. কোনটি নয়

২৩৯। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন নামঞ্জুর হইলে কী করা যায়?

*ক. আপীল খ. রিভিশন

গ. রিভিউ ঘ. কোনটি নয়

২৪০। রিসিভার বা তত্ত্বাবধায়ক সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

*ক. অর্ডার ৪০ খ. অর্ডার ৩৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৩৯ রুল ১ ঘ. অর্ডার ২৯ রুল ৩

২৪১। আদালতের নিকট কি প্রতীয়মান হইলে আদালত রিসিভার নিয়োগের আদেশ প্রদান করিবেন?

ক. ন্যায় সঙ্গত খ. সুবিধাজনক * গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৪২। আদালত কর্তৃক রিসিভার নিয়োগের সিদ্ধান্ত কী?

ক. ডিক্রি খ. প্রাথমিক ডিক্রি

গ. চূড়ান্ড় ডিক্রি ⌖ ঘ. আদেশ

২৪৩। আদালত রিসিভার নিয়োগের আদেশ কখন দিতে পারেন?

⌖ ক. ডিক্রির পূর্বে বা পরে খ. ডিক্রির পূর্বে

গ. ডিক্রির পরে ঘ. কোনটি নয়

২৪৪। আদালত ডিক্রির পূর্বে বা পরে রিসিভার নিয়োগ করিতে পারেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

⌖ ক. অর্ডার ৪০ রুল ১খ. অর্ডার ৩৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৩৯ রুল ১ ঘ. অর্ডার ২৯ রুল ৩

২৪৫। কোন ব্যক্তিকে সম্পত্তির দখল বা তত্ত্ববধান হইতে অপসারণ করিয়া উক্ত দখল বা তত্ত্ববাধন দায়িত্ব রিসিভারের নিকট আদালত অর্পণ করিতে পারেন- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

⌖ ক. অর্ডার ৪০ বিধি ১(খ) খ. অর্ডার ৩৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৩৯ রুল ১ ঘ. অর্ডার ২৯ রুল ৩

২৪৬। রিসিভার নিয়োগ নিচের কোন আইন অনুযায়ী করা যায়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ এর অর্ডার ৪০

খ. ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ ধারা ৪৬

গ. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন ১৮৭৭ ধারা ৪৪

⌖ ঘ. সবগুলো

২৪৭। রিসিভারের পারিশ্রমিক দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ৪০ বিধি -২ অনুসারে কে নির্ধারণ করেন?

⌖ ক. আদালত খ. বাদী গ. বিবাদী ঘ. যে কেউ

২৪৮। দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ৪০ রুল ৫ মোতাবেক কাকে রিসিভার নিয়োগ করা যায়?

ক. কালেক্টর খ. স্থানীয় চেয়ারম্যান গ. বাদীকেঘ. কাউন্সিলর

অতিরিক্ত প্রশ্নসমূহ (দেওয়ানী কার্যবিধি)

১। কত সালে দেওয়ানী কার্যবিধির ১১৫ নং ধারা সংশোনক্রমে জেলা জজকে সিভিল রিভিশনের ক্ষমতা দেওয়া হয়?

*ক. ২০০৩ সালে খ. ২০০৬ সালে

গ. ২০০১ সালে ঘ. ২০০২ সালে

২। Mediation in Appeal - আপীল মধ্যস্থতা ধারা ৮৯(গ) কত সালে দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন করে উক্ত ধারাটি সন্নিবেশ করা হয়?

ক. ২০০৩ সালে * খ. ২০০৬ সালে

গ. ২০০১ সালে ঘ. ২০০২ সালে

৩। "মুন্সেস" শব্দটি পরিবর্তে "সহকারী জজ" শব্দটি ব্যবহার শুর" হয়েছে কত সালে?

ক. ১৯৮৬ সালে * খ. ১৯৮৭ সালে

গ. ২০০১ সালে ঘ. ১৯৭৮ সালে

৪। "মুন্সেস" শব্দটি পরিবর্তে "সহকারী জজ" শব্দটি ব্যবহার শুর" হয়েছে কোন আইন সংশোধনের মাধ্যমে?

* ক.১৯৮৬ সালের সিভিল কোর্ট সংশোধন আইন

খ. দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন আইন ২০০৩

গ. ২০০১ সালের সিভিল কোর্ট সংশোধন আইন

ঘ. দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন আইন ২০০৫

৫। 'সাব জজ' শব্দটি পরিবর্তে "যুগ্ম জেলা জজ" শব্দটি ব্যবহার শুর" হয়েছে কত সালে?

ক. ১৯৮৬ সালে খ. ২০০৩ সালে

*গ. ২০০১ সালে ঘ. ১৯৭৮ সালে

৬। 'সাব জজ' শব্দটি পরিবর্তে "যুগ্ম জেলা জজ" শব্দটি ব্যবহার শুর" হয়েছে কোন আইন সংশোধনের মাধ্যমে?

ক.১৯৮৬ সালের সিভিল কোর্ট সংশোধন আইন

খ. দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন আইন ২০০৩

*গ. ২০০১ সালের সিভিল কোর্ট সংশোধন আইন

ঘ. দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন আইন ২০০৫

৭। দেওয়ানী আদালত আইন ১৮৭৭ এর ৩ ধারা (দেওয়ানী আদালত সংশোধন আইন ২০০১) অনুসারে বর্তমানে বাংলাদেশে কত প্রকার দেওয়ানী আদালত আছে?

* ক. ৫ প্রকার খ. ২ প্রকার

গ. ৩ প্রকার ঘ. ৪ প্রকার

৮। জেল জজের আপীল এখতিযার কত টাকা পর্যন্ড়?

*ক. ৫ লক্ষ টাকা খ. ৭ লক্ষ টাকা

গ. ২ লক্ষ টাকা ঘ. কোনটি নয়

৯। অর্থঋণ আদালত আইন কত সালের অর্থঋণ আদালত আইন নামে অভিহিত?

*ক. ২০০৩ সাল খ. ২০০৬ সাল

গ. ২০০১ সাল ঘ. ২০০২ সাল

১০। অর্থঋণ আদালতের ডিক্রির ক্ষেত্রে জেলা জজের আপীল এখতিয়ার কত টাকা পর্যন্ড়?

*ক. ৫০ লক্ষ টাকা খ. ৭ লক্ষ টাকা

গ. ৫ লক্ষ টাকা ঘ. কোনটি নয়

১১। অতিরিক্ত জেলা জজ আদালাত (Additonal District Judge Court) এর কোন এখতিয়ার নেই?

ক. মূল মোকদ্দমা সরাসরি বিচারের জন্য গ্রহণ খ. আপীল

*গ. ক ওখ ঘ. জেলা জজ কর্তৃক মোকদ্দমার বিচার

১২। যুগ্ম জেলা জজ () আদালতের কোন একতিয়ার নেই?

ক. মামলা গ্রহণ খ. মোকদ্দমার বিচার

গ. ডিক্রি প্রদান ⁕ঘ. আপীল

১৩। যুগ্ম জেলা জজ আদালতের আর্থিক এখতিয়ার (Peceuniary Jorisdiction)) কত টাকা হইতে কত টাকা পর্যন্ড়?

⁕ ক. ৪ লক্ষ টাকা হইতে অসীম খ. ১ লক্ষ হতে ৪ লক্ষ

গ. ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ড় ঘ. কোনটি নয়

১৪। সিনিয়র সহকারী জজ আদালতের আর্থিক এখতিয়ার (Peceuniary Jorisdiction) কত টাকা হইতে কত টাকা পর্যন্ড়?

ক. ৪ লক্ষ টাকা হইতে অসীম ⁕ খ. ৪ লক্ষ ১ টাকা হতে ৪ লক্ষ

গ. ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ড় ঘ. কোনটি নয়

১৫। সহকারী জজ আদালতের আর্থিক এখতিয়ার (Peceuniary Jorisdiction) কত টাকা পর্যন্ড়?

ক. ৪ লক্ষ টাকা হইতে অসীম খ. ৪ লক্ষ হতে ৪ লক্ষ

⁕ গ. ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ড় ঘ. কোনটি নয়

১৬। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার কত প্রকার?

ক. ৫ প্রকার খ. ২ প্রকার

⁕ গ. ৩ প্রকার ঘ. ১ প্রকার

১৭। দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার তিন প্রকার - কী কী ?

ক. আঞ্চলিক অধিক্ষেত্র (Local Jorisdiction)

খ. আর্থিক অধিক্ষেত্র (Peceuniary Jorisdiction)

গ. বিষয়বস্তু অধিক্ষেত্র (Subject matter Jorisdiction)

* ঘ. সবগুলো

১৮। মামলা গ্রহণের দিক থেকে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার কত প্রকার?

ক. ৫ প্রকার *খ. ২ প্রকার

গ. ৩ প্রকার ঘ. ১ প্রকার

১৯। মামলা গ্রহণের দিক থেকে দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার দুই প্রকার - কী কী ?

ক. মূল মোকদ্দমা গ্রহণ খ. আপীল গ্রহণ

* গ. ক ও খ ঘ. ১ প্রকার

২০। সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে দেওয়ানী আদালত সমূহের স্থানীয় অধিক্ষেত্র নির্ধারন করেন কোন আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

* ক. দেওয়ানী আদালত আইন ১৮৮৭ এর ১৩ ধারা

খ. দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮

গ. দ"বিধি ১৮৬০ ঘ. কোনটি নয়

২১। ফিস্কল ল' কী?

* ক. রাজস্ব সংক্রান্ড় আইন খ. দ"মূলক আইন

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২২। দেওয়ানী আদালতের আর্থিক এখতিয়ার সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

* ক. ৬ ধারা খ. ৯ ধারা

গ. ১২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

২৩। অতিরিক্ত মামলা দায়েরে বাধা সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধি কত ধারায় বর্ণিত আছে?

ক. ৬ ধারা খ. ৯ ধারা

*গ. ১২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

২৪। প্রত্যেক মামলা আরজি উপস্থাপনের মাধ্যমে কিংবা নির্ধারিত হইতে পারে এরকম অন্য কোন পদ্ধতিতে রুজু করিতে হইবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

*ক. ২৬ ধারা খ. ৯ ধারা

গ. ১২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

২৫। মোকদ্দমা আরজি দাখিলের মাধ্যমে দায়ের করিতে হইবে- উক্ত বিধান কোন অর্ডারে আছে?

* ক. অর্ডার ৪ রুল ১ খ. অর্ডার ৪ রুল ৫

গ. অর্ডার ৪ রুল ২ ঘ. অর্ডার ৪ রুল ৩

২৬। মোকদ্দমা সঠিকভাবে রুজু হইলে বিবাদীকে সমন দেওয়া যাইতে পারে- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

*ক. ২৭ ধারা খ. ৯ ধারা

গ. ১২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

২৭। বিবাদীর প্রতি সমন প্রদান বা জারি করার উদ্দেশ্য কী?

ক. বিবাদীকে উপস্থিত করা খ.বাদীর দাবীর উত্তর প্রদানের সুযোগ দেওয়া

*গ. ক ও খ গ. কোনটি নয়

২৮। সাক্ষীর প্রতি সমন বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

*ক. ৩১ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ১২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

২৯। সমন অমান্যের দণ্ডের বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

*ক. ৩২ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ২৩ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৩০। সমন জারি করা যায় কার প্রতি?

ক. বাদী খ. বিবাদী

গ. সাক্ষী ⌖ ঘ. সবগুলো

৩১। বাদীর মোকদ্দমার আরজি আদালত কর্তৃক গৃহীত এবং রেজিস্ট্রিকৃত হওয়ার পর আদালত কী করেন?

ক. ডিক্রি প্রদান খ. আদেশ প্রদান

গ. ক ও খ ⌖ ঘ. সমন জারি

৩২। একাধিক বিবাদী থাকিলে সমন দিতে হইবে-

⌖ ক. সকলকে খ. ১নং কে

গ. ২নং কে ঘ. কোনটি নয়

৩৩। বিবাদী কারাগারে থাকিলে অর্ডার ৫ রুল ২৪ অনুসারে সমন কার নিকট দিতে হইবে?

⌖ ক. কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট

খ. নিকট আত্মীয়ের নিকট

গ. বিবাদীর নিকট ঘ. কোনটি নয়

৩৪। বিবাদী সরকারী কর্মচারী হইলে সমন কার নিকট পাঠানো বা প্রেরণ করিতে হইবে?

⌖ক. বিবাদীর অফিসের প্রধানের নিকট

খ. বাদীর নিকট খ. ক ও খঘ. কোনটি নয়

৩৫। বিকল্পভাবে সমন জারির বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধি কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৫ রুল ২০ খ. অর্ডার ৪ রুল ৫

গ. অর্ডার ৫ রুল ২ ঘ. অর্ডার ৪ রুল ৩

৩৬। মামলা শুনানির পর আদালত রায় ঘোষণা করিবে এবং এরূপ রায়ের ভিত্তিতে ডিক্রি প্রদত্ত হইবে- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. ৩৩ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ২৩ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৩৭। আদালতের কমিশন ইস্যুতে ক্ষমতা বা কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা, স্থানীয় তদন্ড, হিসাবে পরীক্ষা ও সমন্বয়, বাটোয়ারা করার জন্য আদালত কমিশন ইস্যু করিতে পরিবেন- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক.৭৫ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ৭৪ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৩৮। সরকার কর্তৃক বা সরকারের বিরূদ্ধে দায়েরকৃত মামলায় বাদী বা বিবাদীর নাম কর্তৃপক্ষ ক্ষেত্র বিশেষ বাংলাদেশে হইবে- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক.৭৯ ধারা খ. ৯৭ ধারা

গ. ৭৪ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৩৯। স্ত্রী লোকের ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হইতে অব্যাহতি বিষয়ে বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক.১৩২ ধারা খ. ৯৭ ধারা

গ. ১৩৯ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৪০। অধঃস্ড়ন আদালতের ভাষা সম্পর্কে বিষয়ে বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক.১৩৭ ধারা খ. ১৯৭ ধারা

গ. ১৩৯ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৪১। রায়ের, ডিক্রির বা আদেশের করণিক বা গাণিতিক ভুল যে কোন সময় আদালত নিজ উদ্যোগে অথবা কোন পক্ষের আবেদনক্রমে শুদ্ধ করিতে পারিবেন- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক.১৫২ ধারা খ. ১৯৭ ধারা

গ. ১৩৯ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৪২। কাহারা মোকদ্দমার বাদী হইতে পারে বিষয়ে বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ১ রুল ১ খ. অর্ডার ৪ রুল ৫

গ. অর্ডার ৫ রুল ২ ঘ. অর্ডার ৪ রুল ৩

৪৩। কাহাদের মোকদ্দমার বিবাদী হিসাবে শামিল করা যাইতে পারে বিষয়ে বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ১ রুল ৩ খ. অর্ডার ৪ রুল ৫

গ. অর্ডার ১ রুল ২ ঘ. অর্ডার ৪ রুল ৩

৪৪। কাহাকেও ভ্রান্ড়ভাবে মোকদ্দমার পক্ষ করা হইয়া থাকিলে অথবা পকষ হইতে বাদ দেওয়া হইয়া থাকিলে তজ্জন্য মোকদ্দমার কোন ক্ষতি হইবে না- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ১ রুল ৯ খ. অর্ডার ৪ রুল ৫

গ. অর্ডার ১ রুল ২ ঘ. অর্ডার ৪ রুল ৩

৪৫। (Misjoinder and Nonjoinder) বিষয়ে বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ১ রুল ৯ খ. অর্ডার ৪ রুল ৫

গ. অর্ডার ১ রুল ২ ঘ. অর্ডার ৪ রুল ৩

৪৬। আপনি ক এর আইনজীবী। ক মোকদ্দমার বাদী। ভুল করে উক্ত মোকদ্দমায় গ কে পক্ষ করা হয়েছে। মোকদ্দমাটি কী হইবে?

ক. খারিজ খ. বাতিল

গ. ডিক্রি বিপক্ষে যাইবে ⌖ ঘ. কোন ক্ষতি হইবে না

৪৭। বিবাদী সংযোজিত হইলে আরজি সংশোধন করিতে হয়- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

⌖ ক. অর্ডার ১ রুল ১০(৪) খ. অর্ডার ৪ রুল ৫

গ. অর্ডার ১ রুল ১০ (৫) ঘ. অর্ডার ৪ রুল ৩

৪৮। আরজি বা জবাব পক্ষগণ কর্তৃক সত্যতা প্রতিপাদনকৃত (Verification) হইতে হইবে- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

⌖ ক. অর্ডার ৬ রুল ১৫ খ. অর্ডার ৪ রুল ৫

গ. অর্ডার ৬ রুল ১০ (৫) ঘ. অর্ডার ৪ রুল ৩

৪৯। বাদীর আরজি দাখিল করিতে হয় কিসের মাধ্যমে?

⌖ ক. সত্যতা প্রতিপাদন খ. হলফনামা

গ. এফিডেবিট ঘ. কোনটি নয়

৫০। বর্তমানে প্রচলিত কোন আইনে ভিন্নতর বিধান না থাকিলে প্রত্যেক আরজি বা জবাবের নিম্নে পক্ষ বা পক্ষগণের একজন অথবা অপর কোন ব্যক্তি যিনি মোকদ্দমার ঘটনাবলীর সাথে পরিচিত বলে আদালতের সন্তুষ্টিতে প্রমাণিত তৎকর্তৃক আরজি জবাবের সত্যতা প্রতিপাদন করতে হবে- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় রয়েছে?

⌖ ক. অর্ডার ৬ রুল ১৫খ. অর্ডার ৬ রুল ৫

গ. অর্ডার ৬ রুল ১০ (৫) ঘ. অর্ডার ৪ রুল ৩

৫১। প্রত্যেক আজির জবাব মোকদ্দমার পক্ষ এবং তার এডভোকেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত হতে হবে - উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় রয়েছে?

⌖ ক. অর্ডার ৬ রুল ১৪খ. অর্ডার ৬ রুল ৫

গ. অর্ডার ৬ রুল ১০ (৫)　　ঘ. অর্ডার ৬ রুল ৩

৫২। বিবাদীর লিখিত জবাব দাখিল করিতে হয় কিসের মাধ্যমে?

* ক. সত্যতা প্রতিপাদন　　খ. হলফনামা

গ. এফিডেবিট　　ঘ. কোনটি নয়

৫৩। আরজি বা জবাবে অপ্রয়োজনীয় বা কুৎসাজনক বিষয় উলেণ্টখ করিলে অর্ডার ৬ রুল ১৬ অনুসারে আদালত কী করবেন?

ক. খারিজ　　খ. বাতিল

গ. নাকচ　　* ঘ. সংশোধনের আদেশ

৫৪। দেওয়ানী কার্যবিধির অর্ডার ৬ রুল ১৮ অনুসারে আরজি বা সমন সংশোধনের ক্ষেত্রে সময় আদালত আদেশে নির্ধারন না করিলে সর্বোচ্চ কতদিন?

ক. ১৪ দিন　　খ. ২১ দিন

গ. ৭ দিন　　ঘ. ৩০ দিন　(ভাইয়া উত্তর টিক চিহ্ন দেওয়া নাই বইয়ে)

৫৫। বিবাদীর হাজিরা ও জবাব দানের জন্য সমনে নির্ধারিত তারিখে পক্ষগণের হাজিরা হইতে হবে - উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৯ রুল ১　　খ. অর্ডার ৬ রুল ৫

গ. অর্ডার ৬ রুল ১　　ঘ. অর্ডার ৬ রুল ৩

৫৬। বাদী খরচ প্রদান না করার দরুণ সমন জারী না হইয়া থাকিলে মোকদ্দমা খারিজ করা যায়- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৯ রুল ২　　খ. অর্ডার ৬ রুল ৫

গ. অর্ডার ৯ রুল ১　　ঘ. অর্ডার ৬ রুল ৩

৫৭। বাদী ও বিবাদী কোন পক্ষই নির্ধারিত দিনে আদালতে হাজির না হইলে আদালত মামলা খারিজের আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৯ রুল ৩ খ. অর্ডার ৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৯ রুল ১ ঘ. অর্ডার ৬ রুল ৩

৫৮। অনুপস্থিতির কারণে কোন মোকদ্দমা খারিজ বা একতরফা ডিক্রি হইলে একই আদালতে উক্ত মোকদ্দমা পূর্ণবহালের আবেদনকে কী বলে?

* ক. ছানী মোকদ্দমা(Miscellaneous) খ. আপীল মোকদ্দমা

গ. রিভিশন ঘ. কোনটি নয়

৫৯। বাদী-বিবাদী হাজির না হওয়ার কারণে অর্ডার ৯ রুল ৩ অনুসারে আদালত কর্তৃক মামলা খারিজের আদেশের বিরুদ্ধে ছানী মোকদ্দমা (Miscellaneous) দেওয়ানী কার্যবিধির কোন বিধান অনুসারে করিতে হইবে?

* ক. অর্ডার ৯ রুল ৪ খ. অর্ডার ৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৯ রুল ৩ ঘ. অর্ডার ৬ রুল ৩

৬০। আপনি বাদী পক্ষের আইনজীবী। বিনা জারিতে সমন ফেরত আসিয়াছে। কত দিনের মধ্যে নতুন করিয়া সমন দেওয়ার আবেদন না করিলে মামলা খারিজ হইবে?

ক. ১৪দিন খ. ২১দিন

* গ. ৩ মাস ঘ. ৩০ দিন

৬১। যদি প্রমাণিত হয় যে, সমন যথারীতি জারি হইয়াছে। শুনানির দিনে বাদী উপস্থিত, বিবাদী অনুপস্থিত। আদালত একতরফাভাবে মামলাটি নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৯ রুল ৬ খ. অর্ডার ৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৯ রুল ৩ ঘ. অর্ডার ৬ রুল ৯

৬২। বিবাদীর বিরুদ্ধে একতরফা ডিক্রি হইলে, ডিক্রি প্রদানকারীর আদালতে উক্ত ডিক্রি রদ করার বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ৯ রুল ১৩খ. অর্ডার ৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৯ রুল ৩ ঘ. অর্ডার ৬ রুল ৯

৬৩। বিবাদীর বিরূদ্ধে একতরফা ডিক্রি হইলে, ডিক্রি প্রদানকারী আদালতে উক্ত ডিক্রি রদ করার সময়সীমা কতদিন?

ক. ১৪ দিন খ. ২১ দিন

গ. ১ মাস ⁕ ঘ. ৯০ দিন

৬৪। মামলা শুনানী জন্য ডাক পড়িলে বিবাদী উপস্থিত, বাদী অনুপস্থিত থাকিলে আদালত মামলা খারিজ করিবেন- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

⁕ ক. অর্ডার ৯ রুল ৮ খ. অর্ডার ৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৯ রুল ৬ ঘ. অর্ডার ৬ রুল ৯

৬৫। একতরফা ডিক্রি () অপরপক্ষকে নোটিশ প্রদান ব্যতীত রদ করা যাইবেনা - উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

⁕ ক. অর্ডার ৯ রুল ১৪খ. অর্ডার ৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ৯ রুল ১২ ঘ. অর্ডার ৯ রুল ৯

৬৬। বাদী প্রতারণামূলকভাবে সমন গোপন করিয়া একতরফা ডিক্রি হাসিল করিয়াছে। আপনি বিবাদী পক্ষের আইনজীবী। আপনার করণীয় কী?

⁕ ক. ডিক্রি রদের মোকদ্দমা দায়ের খ. কিছুই করার নাই

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৬৭। বাদী প্রতারণামূলকভাবে সমন গোপন করিয়া একতরফা ডিক্রি হাসিল করিয়াছে।

আপনি বিবাদী পক্ষের আইনজীবী। বিবাদীর পক্ষে ডিক্রি রদের মোকদ্দমা দায়েরের সময়সীমা কত?

⁕ ক. ৩ বৎসর খ. ২১ দিন

গ. ১ মাস ঘ. ৯১ দিন

৬৮। ঘটনা কিংবা আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে একপক্ষ দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করে এবং অপর পক্ষ অস্বীকার করে। তখনই বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হয়- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

⁕ ক. অর্ডার ১৪ রুল ১খ. অর্ডার ৯ রুল ৫

গ. অর্ডার ১৪ রুল ১২ ঘ. অর্ডার ৯ রুল ৯

৬৯। বিচার্য বিষয় (Issue) কত প্রকার?

* ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৭০। বিচার্য বিষয় (Issue) ২ প্রকার, কী কী?

ক. তথ্যগত খ. আইনগত

*গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭১। পক্ষগণের মধ্যে বিচার্য বিষয় না থাকিলে মামলার প্রথম শুনানিতে আদালত মামলার রায় ঘোষণা করিতে পারেন- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ১৫ রুল ১খ. অর্ডার ১৫ রুল ৫

গ. অর্ডার ১৪ রুল ১২ ঘ. অর্ডার ৯ রুল ৯

৭২। মোকদ্দমা শুনানির সময় মঞ্জুর এবং মুলতবি রাখা বিষয়ে বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ১৭ খ. অর্ডার ১৫ রুল ৫

গ. অর্ডার ১৪ রুল ১২ ঘ. অর্ডার ৯ রুল ৯

৭৩। মোকদ্দমা করিবার অধিকার উদ্ভব হইয়া থাকিলে পক্ষের মৃত্যুতে মোকদ্দমা বিলুপ সাধন হয় না- উক্ত বিধান দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. অর্ডার ২২ রুল ১খ. অর্ডার ১৫ রুল ৫

গ. অর্ডার ১৪ রুল ১২ ঘ. অর্ডার ২২ রুল ৯

৭৪। দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী বা বিবাদী মৃত্যুবরণ করিলে তাহার বৈধ প্রতিনিধিকে মোকদ্দমায় পক্ষভূক্ত হইবার বা করিবার আবেদন করিতে হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত আবেদন না করিলে উক্ত মোকদ্দমায় বাদী বা বিবাদীর অধিকার কী হয়?

* ক. অচল (Abate) খ. খারিজ

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৫। নিঃস্ব ব্যক্তি কর্তৃক মোকদ্দমা (Suits by Paupers) সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

* ক. অর্ডার ৩৩ খ. অর্ডার ১৫ রুল ৫

গ. অর্ডার ২২ রুল ১২ ঘ. অর্ডার ২২ রুল ৯

৭৬। কোর্ট ফি ব্যতীত দেওয়ানী মোকদ্দমা রুজু করিতে পারেন কে?

ক. ধনী ব্যক্তি খ. শিক্ষক

গ. আইনজীবী *ঘ. নিঃস্ব ব্যক্তি

৭৭। দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ সর্বশেষ সংশোধনী হয়েছে কত সালে।

ক. ২০০৯ সালে * খ. ২০১২ সালে গ. ২০১০ সালে ঘ. ২০১১ সালে

দেওয়ানী কার্যবিধি-১৯০৮

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE-1908

সিলেবাস অনুযায়ী দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ও আদেশসমূহ ঃ

ধারা-২ (১) ঃ বিধি (**Code**)

ধারা-২ (২) ঃ ডিক্রি **(Decree)**

ধারা-২ (৩) ঃ ডিক্রিদার **(Decree holder)**

ধারা-২ (৪) ঃ জেলা **(District)**

ধারা-২ (৫) ঃ বিদেশী আদালত **(Foreign Court)**

ধারা-২ (৬) ঃ বিদেশী রায় **(Foreign Judment)**

ধারা-২ (৭) ঃ সরকারী উকিল **(Government Pleader)**

ধারা-২ (৮) ঃ বিচারক **(Judge)**

ধারা-২ (৯) ঃ রায় **(Judgment)**

ধারা-২ (১০) ঃ সাব্যস্ড় দেনাদার **(Judgment Debtor)**

ধারা-২ (১১) ঃ বৈধ প্রতিনিধি **(Legal Representative)**

ধারা-২ (১২) ঃ অন্ড়র্বর্তীকালীন মুনাফা **(Mesne Profit)**

ধারা-২ (১৩) ঃ অস্থাবর সম্পত্তি **(Movable Property)**

ধারা-২ (১৪) ঃ আদেশ **(Order)**

ধারা-২ (১৫) ঃ উকিল **(Pleadre)**

ধারা-২ (১৬) ঃ নির্ধারিত **(Prescribed)**

ধারা-২ (১৭) ঃ সরকারী কর্মকর্তা **(Pubilc Officer)**

ধারা-২ (১৮) ঃ নিয়মাবলী **(Rules)**

ধারা-২ (১৯) ঃ কর্পোরেশনের শেয়ার **(Share in a corporation)**

ধারা-২ (২০) ঃ স্বাক্ষরিত **(Signed)**

ধারা- ৯ ঃ নিষেধ না থাকলে আদালত সকল প্রকার দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করবেন।

ধারা-১০ ঃমোদ্দমা স্থগিত। **(Stay of suit or Res-Subjudice)**

ধারা-১১ ঃপূর্ব সিদ্ধান্ড়। **(Res Judicata)**

ধারা-১২ ঃপূনরায় মোকদ্দমা করার বাধা।

ধারা-১৫ ঃবিচার করার ক্ষমতা সম্পন্ন সর্বনিম্ন আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।

ধারা-১৬ ঃযেখানে বিষয়বস্তু অবস্থিত, সেখানে মোকদ্দমা দায়ের করতে হবে।

ধারা- ১৭ঃবিভিন্ন আদালতের এখতিয়ারে অবস্থিত সম্পত্তির জন্য মোকদ্দমা।

ধারা– ১৮ঃ একাধিক আদালতের এখতিযঅর অনির্দিষ্ট হলে।

ধারা– ১৯ঃব্যক্তি বা অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতিপূরণের মোকদ্দমা।

ধারা– ২০ঃ যেখানে বিবাদী বাস করে কিংবা নালিশের কারণ উদ্ভব হয় সেখানে অন্যান্য মোকদ্দমা দাখিলকরণ।

ধারা– ২২ঃ যে কোকদ্দমা একাধিক আদালতে নালিশের দায়ের করা যায় সেই মোকদ্দমা স্থানান্ড়রের ক্ষমতা।

ধারা–২৩ঃ কোন আদালতে আবেদন করতে হবে।

ধারা–২৪ঃ মোকদ্দমা স্থানান্ড়র ও প্রত্যাহারের সাধারণ ক্ষমতা।

ধারা– ৩৮ঃ ডিক্রি জারীকারক আদালত।

ধারা– ৩৯ঃ ডিক্রি স্থানান্ড়রকরণ।

ধারা– ৪৮ঃ ডিক্রি জারীর শেষ সময়সীমা।

ধারা– ৯৬ঃ মূল ডিক্রির বির“দ্ধে আপীল।

ধারা– ৯৭ঃ যে ক্ষেত্রে প্রাথমিক ডিক্রির ক্ষেত্রে আপিল হয়নি, সে ক্ষেত্রে চূড়ান্ড় ডিক্রির বির“দ্ধে আপীল।

ধারা– ১০৪ঃ যে সকল ক্ষেত্রে আদেশের বির“দ্ধে আপিল চলবে।

ধারা– ১০৫ঃ অন্যান্য আদেশ।

ধারা– ১০৭ঃ আপিল আদালতের ক্ষমাতা।

ধারা– ১১৪ঃ পুনরীক্ষণ ()

ধারা– ১১৫ঃ রিভিশন

ধারা– ১৪৪ প্রত্যাপণের দরখাস্ড়।

ধারা– ১৫১ঃ আদালতের অন্ড়নিহিত ক্ষমতা। ()

<u>আদেশ ও নিয়মসমূহ ঃ</u>

আদেশ–৬, নিয়ম– ১৭ ঃ আরজি ও জবাব সংশোধন।

আদেশ–৭, নিয়ম– ০১ ঃ যে সকল বিষয়সমূহ আরজিতে উলেণ্টখ করতে হবে।

আদেশ–৭, নিয়ম– ০২ ঃ অর্থের মোকদ্দমা।

আদেশ–৭, নিয়ম– ০৩ ঃ যে ক্ষেত্রে স্থাবর সম্পত্তি মোকদ্দমার বিষয়বস্তু হয়।

আদেশ–৭, নিয়ম– ০৪ ঃ প্রতিনিধি হিসাবে বাদী যখন মামলা করে।

আদেশ–৭, নিয়ম– ০৫ ঃ বিবাদীর স্বার্থ ও দায়িত্ব দেখাইতে হইবে।

আদেশ–৭, নিয়ম–০৬ ঃ তামাদি আইন হইতে অব্যাহিত লাভের কারণসমূহ।

আদেশ–৭, নিয়ম–০৭ ঃ প্রতিকার স্পষ্টভাবে বর্ণনা করিতে হবে।

আদেশ–৭, নিয়ম–০৮ ঃ বিভিন্ন অজুহাতের উপর প্রতিষ্ঠিত প্রতিকার।

আদেশ–৭, নিয়ম–০৯ ঃ আরজি গ্রহণের প্রণালী।

আদেশ–৭, নিয়ম–১০ ঃ আরিজ ফেরত।

আদেশ–৭, নিয়ম–১১ ঃ আরজি প্রত্যাখান বা আরজি খারিজ।

আদেশ–৭, নিয়ম–১২ ঃ আরজি প্রত্যাখ্যানের পদ্ধতি।

আদেশ–৭, নিয়ম–১৩ ঃ যে ক্ষেত্রে আরজি প্রত্যাখা হলে নতুন আরজি দাখিল করা যাবে।

আদেশ–৭, নিয়ম–১৪ ঃ বাদী যেসব দালিলের উপর ভিত্তি করিয়া মামলা দায়ের করে, তা দাখিলকরণ।

আদেশ–৭, নিয়ম–১৫ ঃ বাদীর দখলে বা আয়ত্বে কোন দলিল না থাকিলে সেক্ষেত্রে বিবৃতি।

আদেশ–৮, নিয়ম–০১ ঃ লিখিত বর্ণনা।

আদেশ–৮, নিয়ম–০২ ঃ নতুন ঘটনা অবশ্যই স্পষ্টভাবে উলেণ্টখ করতে হবে।

আদেশ–৮, নিয়ম–০৩ ঃ অস্বীকৃতি সুনির্দিষ্ট হতে হবে।

আদেশ–৮, নিয়ম–০৪ ঃ এড়িয়ে যাবার জন্য অস্বীকার।

আদেশ–৮, নিয়ম–০৫ ঃ সুস্পষ্ট অস্বীকার।

আদেশ–৮, নিয়ম–০৬ ঃ লিখিত জবাবে পারস্পরিক দায় শোধের বিবরণ দিতে হবে।

আদেশ–৮, নিয়ম–০৭ ঃ পৃথক দাবীর ভিত্তিতে পারস্পরিক দায় সমন্বয়।

আদেশ–৮, নিয়ম–০৮ ঃ আত্মপক্ষ সমর্থনের নতুন অজুহাত।

আদেশ–২৩, নিয়ম–০১ ঃ মোকদ্দমা প্রত্যাহার বা দাবীর আংশিক পরিত্যাগ।

আদেশ–২৩, নিয়ম–০২ ঃ প্রথম মোকদ্দমা দ্বারা তামাদি আইন প্রভাবিত হয়না।

আদেশ–২৩, নিয়ম–০৩ ঃ মোকদ্দমায় আপোষ।

আদেশ–৩৮, নিয়ম–০৫ ঃ রায় ঘোষণার পূর্বে ক্রোক।

আদেশ–৩৮, নিয়ম–০৬ ঃ কারণ না দর্শাইলে বা জামানত প্রদান না করিলে ক্রোক।

আদেশ–৩৮, নিয়ম–০৭ ঃ ক্রোক করিবার পদ্ধতি।

আদেশ–৩৮, নিয়ম–০৮ ঃ বায়ের পূর্বে ক্রৌকী সম্পত্তিতে দাবীর তদন্ড়।

আদেশ–৩৮, নিয়ম–০৯ ঃ জামানত প্রদান করা করা হইলে অথবা মামলা খারিজ করা হইলে ক্রোক অপসারণ

আদেশ–৩৮, নিয়ম–১০ ঃ রায়ের পূর্বে ক্রোক আগান্ড়কের স্বত্ব ক্ষুন্ন করেনা বা ডিক্রিদারকে বিক্রয়ের জন্য আবেদন করিতে বারিত করে না।

আদেশ–৩৮, নিয়ম–১১ ঃ রায়ের পূর্বে ক্রোক কৃত সম্পত্তি ডিক্রি জারিতে পূনরায় ক্রোক করিতে হয় না।

আদেশ–৩৮, নিয়ম–১২ ঃ কৃষিজাত পণ্য রায়ের পূর্বে ক্রোকযোগ্য নহে।

আদেশ–৩৯, নিয়ম–০১ ঃ যে সকল ক্ষেত্রে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যাবে।

আদেশ–৩৯, নিয়ম–০২ ঃ লংঘনের পূনরাবৃত্তি বা ধারাবাহিকতা রোধ নিষেধাজ্ঞা।

আদেশ–৩৯, নিয়ম–০৩ ঃ নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করিবার পূর্বে আদালত অপর পক্ষকে নোটিশ দিবেন।

আদেশ–৩৯, নিয়ম–০৪ ঃ নিষেধাজ্ঞার আদেশ অবসান, পরিবর্তন বা বাতিল হতে পারে।

আদেশ–৪০, নিয়ম–০১ ঃ তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ।

আদেশ–৪১, নিয়ম–০১ ঃ আপিলের আকার, স্মারকলিপিতে কি থাকিবে।

আদেশ–৪১, নিয়ম–০২ ঃ আপিলে যে কারণসমূহ গ্রহণ করা যাইতে পারে ।

আদেশ–৪১, নিয়ম–০৩ ঃ স্মারকলিপি অগ্রাহ্য বা সংশোধন।

আদেশ–৪১, নিয়ম–০৪ ঃ সকলের নিকট একই কারণ নির্ভর আপীল চলিলে কতিপয় বাদী ও বিবাদীদের কোন একজন সমগ্র ডিক্রি পরিবর্তনের আদেশ লাভ করিতে পারে।

আদেশ–৪১, নিয়ম–০৫ ঃ আপীল আদালত কর্তৃক স্থগিত করা।

আদেশ–৪১, নিয়ম–০৬ ঃ আপীলকৃত ডিক্রি জারির জন্য আদেশের ক্ষেত্রে জামানত।

আদেশ–৪৩, নিয়ম–০১ ঃ আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।

আদেশ–৪৭, নিয়ম–০১ ঃ রিভিউ বা পূনর্বিবেচনার জন্য আবেদন।

সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন-১৮৭৭

THE SPECIFIC RELIEF ACT-1877

০১। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কত সালের?

* ক. ১৮৭৭ খ. ১৯৭৭ সাল

গ. ১৮৮৭ সাল ঘ. ১৮৭০ সাল

০২। সনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কত সালের কত নং আইন?

* ক. ১৮৭৭ সালের ১নং খ. ১৯৭৭ সালের ১নং

গ. ১৮৮৭ সালের ২নং ঘ. ১৮৭০ সালের ২নং

০৩। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কত সালের সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন নামে অভিহিত হইবে?

* ক. ১৮৭৭ সালের ১নং খ. ১৯৭৭ সালের ১নং

গ. ১৮৮৭ সালের ২নং ঘ. ১৮৭০ সালের ২নং

০৪। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কত সালের কত তাখি প্রকাশিত হয়?

* ক. ১৮৭৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী খ. ১৯৭৭ সালের ১লা মে

গ. ১৮৮৭ সালের ৭ই জুন ঘ. ১৮৭৭ সালের ১লামে

০৫। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কত সালের কত তারিখে হইতে বলবৎ বা কার্যকর?

* ক. ১৮৭৭ সালের ১লা মে খ. ১৯৭৭ সালের ১লা মে

গ. ১৮৮৭ সালের ৭ই জুন ঘ. ১৮৭৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী

০৬। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন মোট কতটি ধারা আছে?

*ক. ৫৭ টি খ. ৬৭ টি

গ. ৫০টি ঘ. ৪৭ টি

০৭। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন অনুযায়ী কত প্রকার প্রতিকার দেওয়া যায়?

* ক. ৫ প্রকার খ. ৬ প্রকার

গ. ৭ প্রকার ঘ. ৪ প্রকার

০৮। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় প্রতিকার দেওয়ার পদ্ধতি বিষয়ে বলা আছে?

*ক. ৫ ধারায় খ. ১০ ধারায়

গ. ৩ ধারায় ঘ. ১৫ ধারায়

০৯। নিচের কোনটি সঠিক?

* ক. The Specific Relief Act 1877

খ. The Specific Relieve Act 1877

গ. The Specific Relief Act 1977

ঘ. The Specific Relief Act 1870

১০। নিচের কোনটি পদ্ধতি বিষয়ক আইন নয়?

* ক. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন খ. দেওয়ানী কার্যবিধি

গ. ফৌজাদারী কার্যবিধি ঘ. কোনটি নয়

১১। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন কী ?

* ক. যে আইনের মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণিত আছে

খ. যে আইনের মধ্যে ক্ষতিপূরণের প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে

গ. যে আইনের মধ্যে দন্ডমূলক প্রতিকার সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে

ঘ. যে আইনের মধ্যে দন্ডের পদ্ধতি সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে

১২। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন অনুযায়ী কিভাবে প্রতিকার প্রদান করা যায়?

ক. নির্দিষ্ট কোন সম্পত্তির দখল গ্রহণ এবং দাবীদারকে অর্পনের মাধ্যমে

খ. যে কাজ করিতে কোন পক্ষের বাধ্যবাধকতা সেই কাজ সম্পাদনের আদেশ প্রদানের মাধ্যমে

গ. কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার আদেশ প্রদানের মাধ্যমে

* ঘ. সবগুলো

১৩। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আনই অনুযায়ী কোন ধরনের প্রতিকার দেওয়া যায় না?

* ক. চুক্তি বাস্ড়বায়ন খ. নিষেধাজ্ঞা

গ. স্বত্ব ঘোষণা ঘ. আর্থিক ক্ষতিপূরণ

১৪। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন অনুযায়ী কোন ধরনের প্রতিকার দেওয়া যায় না?

ক. চুক্তি বাস্ড়বায়ন খ. নিষেধাজ্ঞা

গ. স্বত্ব ঘোষণা * ঘ. দ ন্ডমূলক ক্ষতিপূরণ

১৫। কোন ব্যক্তিকে যদি যথাযথ আইনগত পন্থা ব্যতীত বা সম্মতি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তি হইতে দখলজচ্যুত করা হয় তবে সে বা তাহার মাধ্যমে দাবীদার কোন ব্যক্তি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী উক্ত দখল পূনরোদ্ধারের মামলা দায়ের করিতে পারে?

ক. ৯ ধারা খ. ২২ ধারা

গ. ১০ ধারা ঘ. ১১ ধারা

১৫। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন অনুযায়ী ৯ ধারার দখল পূনরোদ্ধারের মোকদ্দমা কোন ক্ষেত্রে করা যায়?

* ক. স্থাবর সম্পত্তি হতে বেআইনিভাবে বেদখল হলে

খ. অস্থাবর সম্পত্তি হতে বেআইনিভাবে বেদখল হলে

গ. সম্পত্তি হতে বেআইনিভাবে বেদখল হলে

ঘ. কোনটি নয়

১৬। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারা অনুসারে জমির দখল পূনরোদ্ধারের জন্য কোন বিষয়গুলি প্রমাণ করিতে হইবে?

ক. স্বত্ব ও দখল খ. সীমানা

গ. স্বত্ব * ঘ. দখল ও বেদখল

১৭। ৯ ধারায় দখল পূনরোদ্ধারের মোকদ্দমা করা যায় না যদি বেদখল-

ক. সম্মতিতে হয় খ. আইনগত পন্থায় হয়

*গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৮। ৯ ধারায় দখল পূনরোদ্ধারের মোকদ্দমা কত দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হয়?

* ক. ৬ মাস খ. ৩ মাস

গ. ৪ মাস ঘ. ১ মাস

১৯। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারার মামলা ৬ মাসের মধ্যে করিতে হইবে উক্ত সময় নির্ধারিত হয় কোন আইন অনুযায়ী?

* ক. তামাদি আইন ১৯০৮ খ. দ"বিধি

গ. দেওয়ানী কার্যবিধি ঘ. কোনটি নয়

২০। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারা অনুযায়ী দখল পূনরোদ্ধারের মামলা করা যায়না কার বির"দ্ধে?

ক. ক্ষমতাবান ব্যক্তি খ. বেদখলকারী ব্যক্তি

গ. ক ও খ * ঘ. সরকার

২১। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারার মামলা করিতে পারেন কে?

* ক. দখলচ্যূত ব্যক্তি নিজে বা তার মাধ্যমে দাবীদার কোন ব্যক্তি

খ. দখলচ্যূত ব্যক্তি

গ. দাবীদার কোন ব্যক্তি

ঘ. প্রভাবশীল ব্যক্তি

২২। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারার দখল পূনরোদ্ধারের মামলা ইনকোয়ারী পরিসর কেমন?

* ক. খুবই সীমিত খ. বিস্ড়ৃত

গ. ব্যপক ঘ. কোনটি নয়

২৩। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারার দখল পূনরোদ্ধারের মামলা করিতে হয় কিসের মাধ্যমে?

* ক. আরজি খ. দরখাস্ড়

গ. মৌলিকভাবে ঘ. কোনটি নয়

২৪। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারার মামলায় কোর্ট ফি কত?

* ক. এডভ্যালেরেম কোর্ট ফি এর অর্ধেক

খ. এডভ্যালেরেম কোর্ট ফি এর সমান

গ. পিক্সাড ঘ. ২০০ টাকা

২৫। ক দুই লক্ষ টাকা মুল্যমানের সম্পত্তি দখল পূনরোদ্ধারের মোকদ্দমার জন্য আপনাকে আইনজীবী নিয়োগ করিল। উক্ত মোকদ্দমাটি আপনি কোন আদালতে দায়ের করিবেন?

* ক. সহকারী জজ আদালত খ. সিনিয়র সহকারী জজ আদালত

গ. যুগ্ম জেলা জজ আদালত ঘ. জেলা জজ আদালত

২৬। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারার মামলা কোন আদালতে দায়ের করিতে হয়?

* ক. দেওয়ানী আদালত খ. ফৌজদারী আদালত

গ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঘ. কোনটি নয়

২৭। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারার মামলার ডিক্রি কার্যকরী হয় কিভাবে?

* ক. ডিক্রি জারির মাধ্যমে খ. আপনা আপনি

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৮। আপনি ক এর আইনজীবী। ক ৯ ধারা অনুসারে ডিক্রি লাভ করিয়াছে। ডিক্রিটি জারির জন্য আপনি কোন আইনের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন?

* ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ২১ আদেশের ৩৫ বিধি

খ. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন

গ. তামাদি আইন ঘ. কোনটি নয়

২৯। ৯ ধারার মামলার জন্য বাদীকে কোন কাজটি করিতে হইবে?

*ক. সত্যপাঠ খ. হলফনামা

গ. জি ডি ঘ. কোনটি নয়

৩০। স্থাবর সম্পত্তি দখল পুনরোদ্ধারের জন্য মামলা সরকারের বিরূদ্ধে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী করিতে হইবে?

ক. ৮ ধারা খ. ১২ ধারা

গ. ১০ ধারা ঘ. ৬ ধারা

৩১। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারার মামলার বিচার্য বিষয় কী?

ক. বিরোধীয় সম্পত্তি বাদীর দখলে ছিল কিনা

খ. বাদীকে তাহার সম্মতি ব্যতীত বেদখল করা হয়েছে কিনা

গ. আইনগত পন্থায় বেদখল করা হয়েছি কিনা

* ঘ. সবগুলো

৩২। ৯ ধারার মামলার ডিক্রি বা আদেশের বির"দ্ধে কোনটি করা যায় না?

ক. আপীল খ. রিভিউ

*গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৩৩। নাই ৩৪। নাই ৩৫। নাই

৩৬। অস্থাবর সম্পত্তি দখল পূনরোদ্ধারের মোকদ্দমা করিতে হয় কত ধারা অনুযায়ী?

* ক. ১০ ধারা খ. ৯ ধারা

গ. ৮ ধারা ঘ. ৭ ধারা

৩৭। যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকর করা যায় না তা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে?

* ক. ১২ ধারা খ. ৯ ধারা

গ. ৮ ধারা ঘ. ৭ ধারা

৩৮। যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদনের আদেশ দেয়া যায় সেই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে একটি হল-

* ক. যে কাজ করার জন্য সম্মত হইয়াছে তাহা পুরোপুরি বা অংশত একটি জিম্মার অন্তর্ভূত

খ. কাজটি এমন কার্কাজের যা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন করা যায় না

গ. সম্মতিভূক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন

ঘ. কোনটি নয়

৩৯। যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদনের আদেশ দেয়া যায় সেই ক্ষেত্র গুলোর মধ্যে একটি হল–

* ক. যখন সম্মতিভূক্ত কার্য সম্পাদন না করা হইলে যে ক্ষতি হইবে তাহা নির্ণয় করিবার আদালতের কোন অস্তিত্ব থাকে না

খ. কাজটি এমন কার্কাজের যা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন করা যায় না

গ. সম্পতিভূক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন

ঘ. কোনটি নয়

৪০। যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদনের আদেশ দেয়া যায় সেই ক্ষেত্র গুলোর মধ্যে একটি হল–

* ক. যখন আর্থিক ক্ষতিপূরন মাধ্যমে পর্যাপ্ত প্রতিকার দেওয়া সম্ভব নয়

খ. কাজটি এমন কার্কাজের যা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন করা যায় না

গ. সম্পতিভূক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন

ঘ. কোনটি নয়

৪১। যে সকল ক্ষেত্রে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদনের আদেশ দেয়া যায় সেই ক্ষেত্র গুলোর মধ্যে একটি হল–

* ক. যখন আর্থিক ক্ষতিপূরন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না

খ. কাজটি এমন কার্কাজের যা অন্য ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদন করা যায় না

গ. সম্পতিভূক্ত কাজ সম্পাদনের জন্য বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন

ঘ. কোনটি নয়

৪২। খ কিছু পণ্যসামগ্রী ক এর নিকট জিম্মাদার হিসাবে মজুদ রাখে। ক উক্ত পণ্যসামগ্রী অন্যায়ভাবে হস্ড়ান্ড়র করে। খ উক্ত পণ্যসামগ্রী ফেরত পাওয়ার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী মামলা দায়ের করিতে পারেন?

* ক. ১২ ধারা খ. ৯ ধারা

গ. ৮ ধারা ঘ. ৭ ধারা

৪৩। এজন মৃত চিত্রকরের চিত্রকর্ম খ এর মালিকানায় আসে। সে উহা ক এর নিকট বিক্রয়ের চুক্তিবদ্ধ হয়। পরবর্তীতে খ চুক্তিটি বাস্ড়বায়নে অস্বীকৃতি জানায়। ক সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী উক্ত চুক্তি বাস্ড়বায়নের দাবী করিতে পারে?

* ক. ১২ ধারা খ. ৯ ধারা

গ. ৮ ধারা ঘ. ৭ ধারা

৪৪। বিপরীত কিছু প্রমাণিত না হইলে আদালত ইহা অবশ্যই ধরে নিবেন যে, স্থাবর সম্পত্তি হস্থান্ড়রের চুক্তি ভঙ্গের পর্যাপ্ত প্রতিকার আর্থিক ক্ষতিপূরন প্রদানের মাধ্যমে সম্ভব নয়- উক্ত বিধান সুনির্দিষ্ট আইনের কত ধারায় আছে?

ক. ১২ ধারার ব্যাখ্যা খ. ৯ ধারার ব্যাখ্যা

গ. ৮ ধারায় ঘ. ৭ ধারার ব্যাখ্যা

৪৫। খ ক এর নিকট একটি বাড়ী ২০,০০,০০০ টাকা বিক্রয়ের চুক্তিবদ্ধ হয়। চুক্তির দুই দিন পর প্রাকৃতিক কারণে বাড়িটি বিধ্বস্ড় হইয়া যায়। এমতাবস্থায় খ চুক্তি মোতাবেক কার্যসম্পাদনে ক কে বাধ্য করিতে পারে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

* ক. ১৩ ধারা খ. ৯ ধারা

গ. ১২ ধারা ঘ. ৭ ধারা

৪৬। চুক্তির বৃহৎ অংশ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদনের এবং বাকী অংশের জন্য আর্থিকভাবে ক্ষতিপূরনের বিধান সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় আছে?

* ক. ১৪ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ১২ ধারা ঘ. ৭ ধারা

৪৭। চুক্তির বড় অংশ কার্য সম্পাদনে অযোগ্য হইলে সম্পাদনের অযোগ্য অংশের দাবী পরিত্যাগ করিলে উক্ত চুক্তির অংশ বিশেষ সম্পাদনের আদেশ সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী দেওয়া যায়?

* ক. ১৫ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ১২ ধারা ঘ. ১১ ধারা

৪৮। যখন চুক্তির বিষয়বস্তুর একাংশ সম্পাদন করা যায় কিন্তু অন্য অংশ সম্পাদন করা উচিত নয় তাহলে যে অংশ সম্পাদনের যোগ্য সেই অংশ সম্পর্কে চুক্তি প্রবলের আদেশ দেওয়া যায়- উক্ত বিধান সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় আছে?

* ক. ১৬ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ১২ ধারা ঘ. ১১ ধারা

৪৯। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী আদালতকে চুক্তিভঙ্গের জন্য ক্ষতিপূরন মঞ্জুরের ক্ষমতা প্রদান করা হয়েছে?

* ক. ১৯ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ১৬ ধারা ঘ. ১১ ধারা

৫০। যে চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকারী করা যায় না, তাহা সম্পর্কে বিধান সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় আছে?

* ক. ২১ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১১ ধারা

৫১। নিচের কোন চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকরীকরন যোগ্য নয়?

ক. যে চুক্তির কার্য সম্পাদন না করিলে আর্থিক ক্ষতিপুরনে পর্যাপ্ত প্রতিকার হয়

খ. যে চুক্তি তার প্রকৃতির কারনেই বাতিল যোগ্য

গ. যে চুক্তির শর্তাবলী আদালত যুক্তি সংগত নিশ্চয়তার সাথে নির্ণয় করতে পারে না

* ঘ. সবগুলো

৫২। জিম্মাদারগন কর্তৃক কৃত চুক্তি যা হয় তাদের ক্ষমতা লংঘন করে কারা হয়েছে অথবা তাদের জিম্মাদারীর চুক্তি ভঙ্গ করা হয়েছে। উক্ত ধরনের চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যায় না। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

* ক. ২১ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১১ ধারা

৫৩। যে চুক্তির কার্য সম্পাদনে ৩ বৎসরের অধিক সময় পর্যন্ড় ক্রমাগতভাবে কাজ করিয়া যাইতে হবে। উক্ত ধরনের চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যায় না। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

* ক. ২১ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১১ ধারা

৫৪। যে চুক্তির বিষয়বস্তুর উলেণ্ঢখযোগ্য অংশ উভয় পক্ষ বর্তমান ধরে নিলেও চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পূর্বেই বিলুপ্ত ঘটেছে। উক্ত ধরনের চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যায় না। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

* ক. ২১ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১১ ধারা

৫৫। যে চুক্তি সুক্ষ্ম এবং জটিল বিবরন দ্বারা আচ্ছন্ন বা ব্যক্তিগত যোগ্যতার উপর নির্ভরশীল। উক্ত ধরনের চুক্তির সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন করা যায় না। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

* ক. ২১ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১১ ধারা

৫৬। কোন চুক্তিটি আদালতের মাধ্যমে বাস্ড়বায়নযোগ্য নয়?

ক. জমি বিক্রয়ের চুক্তি খ. রাস্ড়া নিমার্ণের চুক্তি

গ. পরিবহন চুক্তি * ঘ. চলচ্চিত্রে অভিনয়ের চুক্তি

৫৭। সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ব্যাপারে ডিক্রি প্রদানের এখতিয়ার হল আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা- উক্ত বিধান সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় আছে?

* ক. ২২ ধারা খ. ১৩ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১১ ধারা

৫৮। দলিল বাতিলের মামলা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী দায়ের করা যায়?

* ক. ৩৯ ধারা খ. ৯৩ ধারা

গ. ৪২ ধারা ঘ. ৪৯ ধারা

৫৯। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৩৯ ধারা অনুযায়ী কোন দলিল বাতিলের জন্য কী প্রমাণ করিতে হইবে?

ক. দলিলটি বাতিল খ. দলিলটি বাতিল যোগ্য

গ. দলিলটির বাতিল না হইলে বাদীর গুর"তর বা অপূরণীয় ক্ষতি হইবে

* ঘ. সবগুলো

৬০। সুনির্দিস্ট প্রতিকার আইনের ৩৯ ধারায় কত প্রকার দলিলের কথা বলা হয়েছে?

* ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৬১। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৩৯ ধারায় ২ প্রকার দলিলের কথা বলা হয়েছে। কী কী?

ক. বাতিল দলিল খ. বাতিল যোগ্য দলিল

* গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৬২। ক আপনার নিকট আসিয়া বলিল, খ তার বাড়ীর একটি ভূয়া রেজিস্ট্রি দলিল করেছে। আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন?

* ক. ৩৯ ধারা খ. ৯৩ ধারা

গ. ৪২ ধারা ঘ. ৪৯ ধারা

৬৩। ক আপনার নিকট আসিয়া বলিল, খ তার বাড়ীর একটি ভূয়া অরেজিস্ট্রি দলিল করেছে। আপনি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন?

* ক. ৪২ ধারা খ. ৯৩ ধারা

গ. ৩৯ ধারা ঘ. ৪৯ ধারা

৬৪। রেজিস্ট্রেশন আইন অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত কোন দলিল বাতিলের ডিক্রি হইলে উক্ত ডিক্রির একটি কপি আদালত সংশিণ্টষ্ট রেজিস্ট্রেশন অফিসে প্রেরণ করিবেন- উক্ত বিধান সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় আছে?

* ক. ৩৯ ধারা খ. ৯৩ ধারা

গ. ৪২ ধারা ঘ. ৪৯ ধারা

৬৫। দলিল বাতিলের মোকদ্দমা সময়সীমা কত?

ক. ৩ বৎসর খ. ১ বৎসর

গ. ২ বৎসর ঘ. ৬ বৎসর

৬৬। দলিলের অংশ বিশেষ বাতিল করা যায় সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

* ক. ৪০ ধারা খ. ৯৩ ধারা

গ. ৪২ ধারা ঘ. ৪৯ ধারা

৬৭। স্বত্বের ঘোষণামূলক মামলা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

* ক. ৪২ ধারা খ. ৯৩ ধারা

গ. ৪০ ধারা ঘ. ৪৯ ধারা

৬৮। ঘোষণামূলক মামলা কোন ব্যক্তি কোন ক্ষেত্রে করিতে পারেন?

ক. বিবাদী বাদীর আইনগত পরিচয় অস্বীকার করিলে

খ. বিবাদী বাদীর সম্পত্তিতে স্বত্বের অধিকার অস্বীকার করিলে

* গ. ক ও খ ঘ. সম্পত্তি হতে বেদখল হলে

৬৯। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৪২ ধারায় মোকদ্দমাকে কী মোকদ্দমা বলা হয়?

* ক. ঘোষণামূলক মোকদ্দমা খ. ক্ষতিপূরন মোকদ্দমা

গ. নিষেধাজ্ঞা ঘ. কোনটি নয়

৭০। ক বৈধভাবে একটি নির্দিষ্ট জমি দখল করেছে। পাশ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা উক্ত জমির মাঝ দিয়া যাতায়াতের অধিকার দাবী করল। তারা তাদের দাবীকৃত অধিকারের অধিকারী নয়। এই মর্মে ঘোষণার জন্য ক কত ধারার মামলা করিতে পারে?

* ক. ৪২ ধারা খ. ২৪ ধারা

গ. ৪০ ধারা ঘ. ৪৯ ধারা

৭১। স্রেফ বা শুধু ঘোষণামূলক মামলার ডিক্রি সম্পাদনের জন্য কোনটির প্রয়োজন নেই?

* ক. জারির মামলা খ. জারির মামলা প্রয়োজন

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭২। যদি ঘোষণামূলক মামলায় আনুসাঙ্গিক প্রতিকার চাওয়া হয় তাহলে ডিক্রিটি সম্পাদনের জন্য কোনটি প্রয়োজন?

* ক. জারির মামলা প্রয়োজন খ. জারির মামলা প্রয়োজন নাই

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৩। ঘোষণামূলক মামলা কোন ধরনের কোর্ট ফি দিতে হয়?

* ক. ফিক্সড খ. এডভ্যালেরম কোর্ট ফি

গ. এডভ্যালেরেম কোর্ট ফি এর অর্ধেক

ঘ. ২০০ টাকা

৭৪। ঘোষণামূলক মামলায় প্রতি ঘোষণায় জন্য ফিক্সড কোর্ট ফি কত ?

⌖ ক. ৩০০ টাকা খ. ২০০ টাকা

গ. ১০০ টাকা ঘ. কোনটি নয়

৭৫। নালিশের কারন সৃষ্টির কতদিনের মধ্যে ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করা যায়?

⌖ ক. ৬ বৎসর খ. ১ বৎসর

গ. ২ বৎসর ঘ. ৩ বৎসর

৭৬। ঘোষণামূলক মামলায় যদি আনুসংগিত প্রতিকার প্রার্থনার প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও না করা হয়, তবে আদালত কী করিবেন?

⌖ ক. ঘোষণা দিবেন না খ. ঘোষণা দিবেন

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৭। নিরোধক প্রতিকার মঞ্জুর করা হয় আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতাবলে অস্থায়ী বা চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা (Injunction) জারির দ্বারা- উক্ত বিধান সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় আছে?

⌖ ক. ৫২ ধারা খ. ২৫ ধারা

গ. ৪০ ধারা ঘ. ৪২ ধারা

৭৮। নিরোধক প্রতিকার মঞ্জুর করা আদালতের কোন ধরনের ক্ষমতা?

⌖ ক. ইচ্ছাধীন খ. বাধ্যতামূলক

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৯। নিরোধক প্রতিকার কিভাবে মঞ্জুর করা হয়?

* ক. নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে খ. চুক্তি প্রবলের মাধ্যমে

গ. ক্ষতিপূরনের মাধ্যমে ঘ. কোনটি নয়

৮০। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

* ক. ৫৩ ধারা খ. ২৫ ধারা

গ. ৪০ ধারা ঘ. ৪২ ধারা

৮১। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ কত দিন কার্যকর থাকে?

ক. একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় খ.আদালত পরবর্তী দির্দেষ না দেয়া পর্যন্ড়

* গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৮২। অস্থীয় নিষেধাজ্ঞা মোকদ্দমার কোন পর্যায়ে মঞ্জুর করা যায়?

ক. যে কোন পর্যায়ে খ. ডিক্রির পূর্বে

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৮৩। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে- উক্ত বিধান সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় আছে?

* ক. ৫৩ ধারা খ. ২৫ ধারা

গ. ৪০ ধারা ঘ. ৪২ ধারা

৮৪। চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

* ক. ৫৪ ধারা খ. ২৫ ধারা

গ. ৪০ ধারা ঘ. ৪২ ধারা

৮৫। শুনানির পর মামলার গুনাগুনের উপর ভিত্তি করিয়া প্রদত্ত ডিক্রি দ্বারা যে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা হয় তাকে বলা হয়-

⌖ ক. চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞাখ. অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা

গ.অন্ড়বর্তীকালীন নিষেধাজ্ঞা ঘ. কোনটি নয়

৮৬। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৪ ধারায় চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুরের জন্য কয়টি ক্ষেত্র উলেণ্ঢখ আছে?

⌖ ক. ৫টি খ. ৩টি

গ. ২টি ঘ. ৪টি

৮৭। বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা (Mandatory Injunction) সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

⌖ ক. ৫৫ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৪৫ ধারা ঘ. ৪২ ধারা

৮৮। আদেশমূলক নিষেধাজ্ঞা প্রদান করা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

⌖ ক. ৫৫ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৪৫ ধারা ঘ. ৪২ ধারা

৮৯। কোন কোন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যাবে না তাহা সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

⌖ ক. ৫৬ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৫৫ ধারা ঘ. ৪২ ধারা

৯০। কো ফৌজদারী বিষয়ক কার্যধারা স্থগিত রাখার জন্য নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর করা যাইবে না- উক্ত বিধান সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কত ধারায় আছে?

⌖ ক. ৫৬ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৫৫ ধারা ঘ. ৪২ ধারা

সিলেবাস অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ধারাসমূহ

ধারা-৯ ঃ স্থাবর সম্পত্তি দখলচ্যুত ব্যক্তি কর্তৃক মামলা।

ধারা-১২ ঃযে সব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন বলবৎ যোগ্য।

ধারা-১৩ ঃযে চুক্তির বিষয়বস্তু আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয়েছে।

ধারা-১৪ ঃচুক্তির অংশ বিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন, যেখানে অস্পাদিত অংশ হইতেছেক্ষদ্র

ধারা-১৫ ঃচুক্তির অংশ বিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদন যেখানে, অস্পাদিত অংশ বড়।

ধারা-১৬ ঃচুক্তির স্বতন্ত্র অংশের সুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদন।

ধারা-১৭ ঃঅন্যান্য ক্ষেত্রে চুক্তির অংশ বিশেষ সুনির্দিষ্টভাবে সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা।

ধারা-২১ ঃযে চুক্তিসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকরযোগ্য নহে।

ধারা-২২ ঃসুনির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের ডিক্রি প্রদান সম্পর্কে বিবেচনামূলক ক্ষমতা।

ধারা-৩৯ ঃযখন দলিল বাতিলের আদেশ প্রদান করা যাইতে পারে।

ধারা-৪০ ঃযে দলিলসমূহ আংশিক বিলুপ্ত করা যাইতে পারে।

ধারা-৪২ ঃ মর্যাদা বা অধিকার সম্পর্কে আদালতে বিবেচনামূলক ক্ষমতা ঐ রূপ ঘোষণা ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা।

ধারা-৪৫ ঃঅত্র আইনের ৪৫-৫১ ধারা ১৯৭৩ সালের ৮ নং আইন দ্বারা বাদ দেওয়া হয়েছে।

ধারা-৫২ ঃনিরোধক প্রতিকার যেভাবে মঞ্জুর করা হয়।

ধারা-৫৩ ঃঅস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা।

ধারা-৫৪ ঃচিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা যখন মঞ্জুর করা হয়।

ধারা-৫৫ ঃবাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা।

ধারা-৫৬ ঃনিষেধাজ্ঞা যখন প্রত্যাখ্যান করা হয়।

ধারা-৫৭ ঃনেতিবাচক চুক্তি সম্পাদনের জন্য নিষেধাজ্ঞা।

ফৌজদারী কার্যবিধি-১৮৯৮

THE CRIMINAL PROCEDURE-1898

১। ফৌজদারী কার্যবিধি কত সালের কত নং আইন?

⌖ ক. ১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন খ. ১৭৯৮ সালের ৫ নং আইন

খ. ১৮৮৮ সালের ৫ নং আইন ঘ. ১৮৯৮ সালের ১৫ নং আইন

২। ফৌজদারী কার্যবিধি কত সালের কত তারিখে প্রকাশিত হয়?

⌖ ক. ১৮৯৮ সালের ২২শে মার্চ খ. ১৭৯৮ সালের ২০শে মার্চ

খ. ১৮৮৮ সালের ২২শে মার্চ ঘ. ১৮৯৮ সালের ২রা মার্চ

৩। ফৌজদারী কার্যবিধি কত সালের কত তারিখ হতে কার্যকর বা বলবৎ হয়েছে?

⌖ ক. ১৮৯৮ সালের ১লা জুলাই খ. ১৭৯৮ সালের ১লা জুলাই

খ. ১৮৮৮ সালের ১লা জুলাই ঘ. ১৮৯৮ সালের ১লা জুলাই

৪। ফৌজদারী কার্যবিধিতে মোট কতটি ধারা ও তফসিল আছে?

* ক. ৫৬৫ টি ধারা ও ৫টি তফসিল

খ. ৫৬৫ টি ধারা ও ১৫টি তফসিল

গ. ৫৫৫ টি ধারা ও ১৫টি তফসিল

ঘ. ৬৬৫ টি ধারা ও ১৫টি তফসিল

৫। ফৌজদারী কার্যবিধি কোন ধরনের আইন?

* ক. পদ্ধতি বিষয়ক খ. মৌলিখ আইন

গ. বিশেষ আইন ঘ. কোনটি নয়

৬। ফৌজদারী কার্যবিধিকে ইংরেজীতে কী বলে?

ক. The code of criminal procedure-1898

খ. The criminal precedure

গ. The court procedure

ঘ. কোনটি নয়

৭। The code of criminal procedure-1898এর সংক্ষিপ্ত রূপ কী

ক. CrPC খ. CPC গ.PRC ঘ. কোনটি নয়

৮। ফৌজদারী কার্যবিধিতে এ্যাডভোকেটের সংজ্ঞা কান ধারায় দেওয়া আছে?

* ক. ৪ (১) (ক) ধারায় খ. ৪ (১) (খ) ধারায়

গ.৬ (১) (ক) ধারায় ঘ. ৪ (২) (ক) ধারায়

৯। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪ ধারায় ১ এর খ তে কোন বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া আছে?

* ক. জামিন যোগ্য অপরাধ ও জামিন অযোগ্য অপরাধ

খ. নালিশ গ. তদন্ড় ঘ. কোনটি নয়

১০। ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারায় আমলযোগ্য অপরাধের সংজ্ঞা দেওয়া আছে?

* ক. ৪ (১) (চ) ধারায় খ. ৪ (১) (খ) ধারায়

গ. ৬ (১) (ক) ধারায় ঘ. ৪ (২) (ক) ধারায়

১১। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪ (১) (জ) তে কোন বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া আছে?

* ক. নালিশ খ. তদন্ড়

গ. জামিন ঘ. আরজি

১২। নালিশ কার বরাবর করিতে হইবে?

* ক. ম্যাজিস্ট্রেট খ. পুলিশ

গ. থানা ঘ. কোনটি নয়

১৩। নালিশি কিভাবে করা যায়?

* ক. মৌলিখ বা লিখিতভাবে খ. মৌলিক

গ. লিখিত ঘ. কোনটি নয়

১৪। কোনটি নালিশের অন্ড়র্ভূক্ত নয়?

* ক. পুলিশ রিপোর্ট বা প্রতিবেদন খ. মৌখিক অভিযোগ

গ.লিখিত অভিযোগ ঘ. কোনটি নয়

১৫। নালিশ কে পেশ করিতে পারেন?

ক. আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি খ. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি

গ. যে কোন ব্যক্তি ⁕ ঘ. অপরাধ সম্পর্কে জ্ঞাত যে কোন ব্যক্তি

১৬। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪ (১) (ট) অনুযায়ী বিচার ব্যতীত ম্যাজিস্ট্রেট অথবা আদালত কর্তৃক পরিচালিত আইন মোতাবেক কার্যক্রমকে কী বলে?

⁕ ক. অনুসন্ধান খ. তদন্ড়

গ. নালিশ ঘ. কোনটি নয়

১৭। ফৌজদারী কার্যবিধির আওতায় পরিচালিত সাক্ষ্য সংগ্রহের জন্য পুলিশ কর্তৃক কার্যক্রমকে কী বলে?

⁕ ক. তদন্ড় খ. অনুসন্ধান

গ. নালিশ ঘ. কোনটি নয়

১৮। ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয় সমূহের গঠন এবং ক্ষমতা সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ভাগে বলা হয়েছে?

⁕ ক. দ্বিতীয় খ. চতুর্থ

গ. তৃতীয় ঘ. প্রথম

১৯। ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারায় আদালতের শ্রেণি বিভাগ সম্পর্কে বলা আছে?

⁕ ক. ধারা ৬ খ. ধারা ৫

গ. ধারা ৭ ঘ. ধারা ৮

২০। ফৌজদারী কার্যবিধির ৬ ধারা অনুসারে বাংলাদেশ প্রধানত কত প্রকার ফৌজদারী আদালত আছে?

⁕ ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২১। পুলিশ কর্তৃক জবানবন্দি গ্রহণ কিসের অন্তর্ভূক্ত?

* . তদন্ড় খ. অনুসন্ধান

গ. নালিশ ঘ. কোনটি নয়

২২। প্রধানত কত প্রকার ম্যাজিস্ট্রেট আছে?

* ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২৩। ফৌজদারী আদালতে দুই শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে– উক্ত বিধান কোথায় আছে?

* ক. ধারা ৬ উপধারা ২ খ. ধারা ৬ উপধারা ৩

গ. ধারা ৫ উপধারা ২ ঘ. ধারা ৬ উপধারা ৪

২৪। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬ উপধারা ২ অনুযায়ী দুই শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কী কী?
* ক. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

খ. নির্বাহি ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট

গ. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট

ঘ. কোনটি নয়

২৫। জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কত প্রকার ?

* ক. চার প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. দুই প্রকার ঘ. পাঁচ প্রকার

২৬। চার শ্রেণির জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

* ক. ধারা ৬ উপধারা ৩ খ. ধারা ৬ উপধারা ৪

গ. ধারা ৫ উপধারা ২ ঘ. ধারা ৬ উপধারা ৪

২৭। ধারা ৬ উপধারা ৩ অনুসারে চার শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কী কী ?

ক. চীফ মেট্রোপলিটন বা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

খ. প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

গ. দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এবং তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

⌖ ঘ. উপরের সব কয়টি

২৮। ফৌজদারী কার্যবিধি ধারা ৬ উপধারা ৩ অনুযায়ী মহানগর এলাকা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রধানকে কী বলা হয়?

⌖ ক. চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

খ. প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

গ. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

ঘ. কনটি নয়

২৯। ফৌজদারী কার্যবিধি ধারা ৬ উপধারা ৩ অনুযায়ী মহানগর এলাকা ব্যতীত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট প্রধানকে কী বলা হয়?

⌖ ক. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

খ. প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

গ. চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

ঘ. কনটি নয়

৩০। ফৌজদারী কার্যবিধি ধারা ৬ উপধারা ৩ এর (খ) অনুযায়ী মহানগর এলাকায় প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে আখ্যায়িত হইবেন?

ক. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

খ. প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

⌖ গ. মহানগর বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

ঘ. কনটি নয়

৩১। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শব্দগুলি বলিতে যথাক্রমে অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটকে বুঝাইবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

⌖ ক. ৬ ধারার ব্যাখ্যায় খ. ৪ ধারার ব্যাখ্যায়

গ ১৬ ধারার ব্যাখ্যায় ঘ. ৫ ধারার ব্যাখ্যায়

৩২। ফৌজদারী কার্যবিধির ৭ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

⌖ক. দায়রা বিভাগ ও জেলা খ. দায়রা আদালত

খ. জেলা জজ আদালত ঘ. কোনটি নয়

৩৩। ফৌজদারী কার্যবিধির ৯ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. দায়রা বিভাগ ও জেলা ⌖খ. দায়রা আদালত

খ. জেলা জজ আদালত ঘ. কোনটি নয়

৩৪। দায়রা জজ কত প্রকার ?

⌖ক. ৩ প্রকার খ. ৪ প্রকার

গ. ২ প্রকার ঘ. ৬ প্রকার

৩৫। দায়রা জজ (Session Judge) ৩ প্রকার কী কী?

ক. দায়রা জজ খ. অতিরিক্ত দায়রা জজ

গ. যুগ্ম দায়রা জজ ⌖ ঘ. সবগুলো

৩৬। ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে?

⌖ ক. ধারা ১০ খ. ধারা ৬

গ. ধারা ১৪ ঘ. ধারা ৪

৩৭। ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে বর্ণিত রয়েছে?

⌖ ক. ধারা ১১ খ. ধারা ১০

গ. ধারা ১৪ ঘ. ধারা ৪

৩৮। ফৌজদারী কার্যবিধি ১২ ধারায় কোন বিষয় বর্ণিত রয়েছে?

⌖ক. বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট খ. অতিরিক্ত দায়রা জজ

গ. যুগ্ম দায়রা জজ ঘ.সবগুলো

৩৯। Metropolitan Court of Session মহানগর দায়রা আদালত কত প্রকার?

⌖ ক. ৩ প্রকার খ. ৪ প্রকার

গ. ২ প্রকার ঘ. ৬ প্রকার

৪০। কীভাবে গ্রেফতার করিতে হয়- উক্ত বিধান ফৌজদারী কার্যবিধির কোথায় আছে?

⌖ ক. ধারা ৪৬ খ. ধারা ৬

গ. ধারা ৬৪ ঘ. ধারা ৪

৪১। নারীর দেহ তলণ্ঢাশীর ক্ষেত্রে অন্য কোন নারী দিয়ে কঠোরভাবে শালীনতা বজায় রাখিয়া করিতে হইবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

⌖ ক. ধারা ৫২ খ. ধারা ৬

গ. ধারা ৬৪ ঘ. ধারা ৪

৪২। বিনা ওয়ারেন্ট বা পরোয়ানায়, পুলিশ কত ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার করিতে পারে?

⌖ ক. ধারা ৫৪ খ. ধারা ৬

গ. ধারা ৬৪ ঘ. ধারা ৪

৪৩। পুলিশ ৫৪ ধারা অনুযায়ী গ্রেফতার করিতে পারে কয়টি ক্ষেত্রে?

⌖ক. ৯টি খ. ১০টি

গ. ১১টি ঘ. ৮টি

৪৪। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হাজির করিতে হইবে- উক্ত বিধান ফৌজদারী কার্যবিধির কোথায় আছে?

⌖ ক. ধারা ৬১ খ. ধারা ৬৫

গ. ধারা ৬৪ ঘ. ধারা ৪

৪৫। সমন কিভাবে জারি করিতে হইবে উক্ত বিধান ফৌজদারী কার্যবিধির কোথায় আছে?

* ক. ধারা ৬৯ খ. ধারা ৬৫

গ. ধারা ৬৪ ঘ. ধারা ৪

৪৬। ফৌজদারী কার্যবিধির ৭৫ ধারায় কোন বিষয়ে বলা হয়েছে?

* ক. গ্রেফতারি ওয়ারেন্টখ. সমন

গ. সমন জারি ঘ. কোনটি নয়

৪৭। পলাতক ব্যক্তির জন্য হুলিয়া/ ঘোষণাপত্র জারি ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারা অনুযায়ী?

* ক. ধারা ৮৭ খ. ধারা ৬৫

গ. ধারা ৭৪ ঘ. ধারা ৪

৪৮। ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৮ ধারায় কোন বিষয়ে বলা হয়েছে?

* ক. পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক খ. হুলিয়া

গ. সমন ঘ. পরোয়ানা

৪৯। ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৬ ধারায় কোন বিষয়ে বলা হয়েছে?

* ক. কখন তলণ্ঢাশি ওয়ারেন্ট জারি হইতে পারে খ. হুলিয়া

গ. সমন ঘ. পরোয়ানা

৫০। স্বাক্ষীর উপস্থিতিতে তলণ্ঢাশী কার্য্য চালাইতে হবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

* ক. ধারা ১০৩ খ. ধারা ৬৫

গ. ধারা ৭৮ ঘ. ধারা ৪৪

৫১। শান্ড়ি রক্ষায় মুচলেকা কোন ধারায়?

* ক. ধারা ১০৩ খ. ধারা ৬৫

গ. ধারা ৭০ ঘ. ধারা ৪৪

৫২। শান্ড়ি রক্ষায় মুললেকার নির্দেশ দিতে পারেন কোন ম্যাজিস্ট্রেট?

* ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খ. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্টেট

গ. ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. কোনটি নয়

৫৩। ১০৭ ধারা অনুযায়ী শান্ড়ি রক্ষায় মুচলেকা কত দিনের জন্য নেওয়া যায়?

* ক. ১ বৎসরের বেশী নয় খ. ১ বৎসরের বেশী

গ. ২ মাসের জন্য ঘ. কোনটি নয়

৫৪। ১০৭ ধারায় অনুযায়ী শান্ড়ি রক্ষায় মুচলেকার আদেশ দিতে পারেন কে?

* ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

খ. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

গ. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. কোনটি নয়

৫৫। রাষ্ট্রদ্রোহিতা মূলক বিষয় প্রচারকারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে সদাচরণের মুচলেকা সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বলা হয়েছে?

* ক. ধারা ১০৮ খ. ধারা ৬৫

গ. ধারা ১৭০ ঘ. ধারা ১০৯

৫৬। ভবঘুরে ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের কাছ থেকে সদাচরণের মুচলেকা সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বলা হয়েছে?

* ক. ধারা ১০৯ খ. ধারা ৬৫

গ. ধারা ১৭০ ঘ. ধারা ১১০

৫৭। স্বভাবজাত অপরাধীদের কাছ থেকে সদাচরণেন মুচলেকা সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বলা হয়েছে?

* ক. ধারা ১১০ খ. ধারা ৬৫

গ. ধারা ১৭০ ঘ. ধারা ১০১

৫৮। ১১০ ধারা অনুসারে কোন ধরনের স্বভাবজাত অপরাধীর মুচলেকা নেওয়া যায়?

ক. দস্যু বা চোর বা জালিয়াত খ. গৃহ ভঙ্গকারী

গ. চোরদের আশ্রয় দেয় ও চোরাইমাল লুকাইতে বা পাচার করিতে সাহায্যে করে

* ঘ. উপরের সব কয়টি

৫৯। ১১০ ধারা অনুযায়ী সদাচরণের মুচলেকা কত দিনের জন্য নেওয়া যায়?

* ক. তিন বছরের বেশী নয় খ. ছয় মাসের বেশী নয়

গ. এক বছরের বেশী নয়ঘ. পাঁচ বছর

৬০। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৭, ১০৮, ১০৯ অনুসারে মুচলেকা সর্বোচ্চ কত দিনের জন্য নেওয়া যায়?

* ক. এক বছরের বেশী নয় খ. ছয় মাসের বেশী নয়

গ. এক বছরের বেশী ঘ. পাঁচ বছর

৬১। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১০৭, ১০৮, ১০৯ অনুসারে শান্ড়ি রক্ষা বা সদাচরণের মুচলেকার নির্দেশ দিতে পারেন কোন ম্যাজিস্ট্রেট?

* ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

খ. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

গ. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. কোনটি নয়

৬২। ডাকাতদের নিকট হতে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট শান্তি রাক্ষার মুচলেকা নিতে পারেন কত ধারা অনুযায়ী?

* ক. ধারা ১১০ খ. ধারা ৬৫

গ. ধারা ১৭০ ঘ. ধারা ১০১

৬৩। উপদ্রব বা বিপদ আশংকার জন্য জরুরি ক্ষেত্র সমুহে তাৎক্ষণিক কার্য্যকর আদেশ জারির ক্ষমতা কোন ধারায়?

* ক. ১৪৪ ধারা খ. ১৪২ ধারা

গ. ১৪০ ধারা ঘ. ৫৪ ধারা

৬৪। কোন দাঙ্গা-হাঙ্গামা প্রতিরোধের জন্য ১৪৪ ধারা মোতাবেক সমাবেশ নিষিদ্ধ করিয়া আদেশ জারির ক্ষমতা কে প্রয়োগ করতে পারে?

●ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

খ. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট গ. জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. কোনিট নয়

৬৫। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ব্যতীত অন্য কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারার আদেশ প্রদানের জন্য কার মাধ্যমে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হলে ১৪৪ ধারার আদেশ প্রদান করতে পারেন না?

ক. সরকার খ. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

●গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৬৬। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৪৪ ধারার আদেশ কত ধারায় আওতায় জারি করা হইবে?

● ক. ধারা ১৪৪ খ. ধারা ১৩০

গ. ধারা ১৩৫ ঘ. ধারা ১৩২

৬৭। কোন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৪ ধারার আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে কোন বিষয়গুলি প্রতিরোধ হয় কিনা তা লক্ষ করবেন?

ক. বিরক্তি বা আঘাত খ. মানুষের জীবন-স্বাস্থ্ বা নিরাপত্তার প্রতি বিপদ

গ. দাঙ্গ-হাঙ্গামা ●ঘ. উপরের সবগুলি

৬৮। ১৪৪ ধারার আদেশের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেট কোন ব্যাক্তির প্রতি কী নির্দেশ দিতে পারেন?

●ক. কোন কার্য্য থেকে বিরত থাকিবার বা তার দখলীয় কোন সম্পত্তির ব্যপারে ব্যবস্থা গ্রহনের

খ. পাঁচ বছর ঘর থেকে বের হতে নিষেধ

গ. দেশ ত্যাগ ঘ. কোনটি নয়

৬৯। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারায় মোট কতটি উপধারা আছে?

●ক. ৭টি খ. ৫টি

গ. ১৭টি ঘ. ৬টি

৭০। ১৪৪ ধারা একতরফাভাবে জারি করা যায় কত ধারা অনুসারে?

● ক. ধারা ১৪৪ উপধারা ২ খ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৩

গ. ধারা ১৪০ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ২

৭১। জরুরি ক্ষেত্রসমূহে বা যে পরিস্থিতিতে সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তির উপর যথাসময়ে নোটিশ দিতে সুযোগ না পাওয়া যায় সে ক্ষেত্রে ১৪৪ ধারা জারির আদেশ একতরফাভাবে দেওয়া যাবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ১৪৪ উপধারা ২ খ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৩

গ. ধারা ১৪০ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ২

৭২। ১৪৪ ধারার আদেশ কার বিরুদ্ধে বা কার প্রতি দেওয়া যাইবে?

ক. বিশেষ একজন ব্যক্তি খ. বিশেষ অঞ্চলে বসবাসকারী ব্যক্তিদের

গ. বিশেষ একটি স্থান বা অঞ্চলে ঘন ঘন যাতায়াত বা আগমনকারী সর্বসাধারণ

●ঘ. উপরের সবগুলো

৭৩। ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বা কোন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তির আবেদনক্রমে ১৪৪ ধারার ৪ উপধারা অনুসারে ১৪৪ ধারা আদেশ কী করিতে পারেন?

●ক. বাতিল বা পরিবর্তন খ. চিরস্থায়ী

গ. ক ও খ ঘ. কোনিটি নয়

৭৪। ১৪৪ ধারার ৪ উপধারা অনুসারে কার আবেদনে ১৪৪ ধারার আদেশ বাতিল বা পরিবর্তন করতে পারে?

● ক. ম্যাজিস্ট্রেট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া খ. ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৫। ১৪৪ ধারার আদেশ বাতিল আবেদন পাইয়া ম্যাজিস্ট্রেট আবেদনকারীকে ব্যক্তিগতভাবে বা উকিল মারফত তাহার কাছে উপস্থিত হওয়অর ও আদেশের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর সুযোগ দিবেন- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ১৪৪ উপধারা ৫ খ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৩

গ. ধারা ১৪০ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ২

৭৬। সরকার সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অন্যরূপ নির্দেশ না দিলে ১৪৪ ধারার আদেশ ২ মাসের বেশি কার্য্যকর থাকিবে না- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ১৪৪ উপধারা ৬ খ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৩

গ. ধারা ১৪০ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ৪

৭৭। ১৪৪ ধারার আদেশ কোন এলাকায় জারি করা যায় না?

●ক. মহানগর এলাকা খ. হাওড় এলাকা

গ. পাহাড়ী এলাকা ঘ. শিল্প এলাকা

৭৮। ১৪৪ ধারার বিধানাদি মহানগরী এলাকায় প্রযোজ্য হইবে না- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ১৪৪ উপধারা ৭ খ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৬

গ. ধারা ১৪০ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ৪

৭৯। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা ক্ষমাতপ্রাপ্ত অন্য কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ১৪৪ ধারার আদেশ কীরূপ হইবে?

● ক. লিখিত খ. অলিখিত

গ. মৌখিক ঘ. প্রত্রিকায় প্রকাশিত

৮০। কোন ব্যক্তি ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করিলে তার শাস্তি কোন আইনের কোন ধারা অনযায়ী?

● ক. ১৮৬০ সালের দণ্ডবিধি ১৮৮ ধারা

খ. ১৮৫০ সালের দ"বিধি ১৮৮ ধারা

গ. ১৮০৬ সালের দ"বিধি ১৮৮ ধারা

ঘ. ১৮৬০ সালের দ"বিধি ৩০২ ধারা

৮১। ১৪৪ ধারার আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির প্রতিকার কী?

●ক. রিভিশন খ. আপীল

গ. রিভিউ ঘ. আরজি

৮২। ১৪৪ ধারার আদেশে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি কোন আদালতে রিভিশন করতে পারবেন?

● ক. দায়রা জজ খ. জেলা জজ

গ. ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. কোনটি নয়

৮৩। ১৪৪ ধারা আদেশের বিরূদ্ধে রিভিশন কত ধারা অনুযায়ী?

● ক. ধারা ৪৩৫ এবং ৪৩৯ খ. ধারা ১৪০ উপধারা ৪

খ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৪ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ৫

৮৪। ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য বা ভঙ্গকারীর বির"দ্ধে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারা অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে?

● ক. ধারা ১৯৫ এবং ৪৭৬ খ. ধারা ১৪০ উপধারা ৪

খ. ধারা ১৯৫ এবং ৪৭৮ ঘ. ধারা ১০৫ এবং ৪৭৬

৮৫। রাজনৈতিক সমাবেশের মাধ্যমে মহানগর এলাকা ব্যতীত অন্য এলাকায় গণ উপদ্রবের আশংকা থাকিলে উক্ত গণ উৎপাত প্রতিরোধের পদক্ষেপ গ্রহন করিবার দায়িত্ব করা?

● ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খ. পুলিশ কমিশনার

গ. পুলিশ প্রধান ঘ. কোনটি নয়

৮৬। রাজনৈতিক সমাবেশের মাধ্যমে মহানগর এলকায় গণ উপদ্রবের আশংকা থাকিলে উক্ত গণ উৎপাত প্রতিরোধের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার দায়িত্ব কার?

ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ● খ. পুলিশ কমিশনার

গ. পুলিশ প্রধান ঘ. কোনটি নয়

৮৭। ১৪৪ ধারা মহানগর এলকায় জারি করা যাইবে না- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ১৪৪ উপধারা ৭ খ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৬

গ. ধারা ১৪০ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ৪

৮৮। জমি, জলাশয় বা উহার সীমানা সংক্রান্ড় বিরোধের কারণে বা ফলে শান্ড়ি ভঙ্গের আশংকা থাকেলে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা মোতাবেক মামলা করা যায়?

● ক. ১৪৫ ধারা খ. ১৯৫ ধারা

গ. ১৫৪ ধারা ঘ. ১৪৪ ধারা

৮৯। জমি, জলাশয় বা উহার সীমানা সংক্রান্ড় বিরোধের কারণে বা ফলে শান্ড়ি ভঙ্গের আশংকা থাকেলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারা অনুসারে মামলা কোন আদালতে করিতে হয়?

ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

খ. সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাবান যে কোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

● গ. ক ও খ ঘ. দায়রা জজ

৯০। ১৪৫ ধারার মামলা জন্য কোন বিষয় নিয়ে বিরোধ থাকিতে হইবে?

ক. জমি খ. জলাশয়

গ. জমি বা জলাশযের সীমানা ● ঘ. উপরের সবগুলো

৯১। ১৪৫ ধারার মামলার ক্ষেত্রে জমি বা জলাশয় বলিতে কী কী অন্ড়র্ভূক্ত হইবে উক্ত ব্যাখ্যা কোথায় দেওয়া আছে?

● ক. ধারা ১৪৫ উপধারা ২ খ. ধারা ১৪৫ উপধারা ১

খ. ধারা ১৪৪ উপধারা ২ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ২

৯২। ১৪৫ ধারা মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ১৪৫ উপধারা ১ অনুসারে যে আদেশ দেয় উক্ত আদেশের কী আদেশ বলা হয়?

● ক. প্রাথমিক খ. চূড়ান্ড়

গ. শেষ ঘ. মধ্যবর্তী

৯৩। ১৪৫ ধারার মামলার ক্ষেত্রে ধারা ১৪৫ উপধারা ২ অনুযায়ী জমি, জলাশয় বলিতে কী কী বুঝাইবে?

ক. অট্টালিকা/ দালান, বাজার

খ. মাছের ভেড়ী, শস্য বা জমির অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্যাদি

গ. উক্ত সম্পত্তির ভাড়া বা মুনাফা ● ঘ. উপরের সবগুলো

৯৪। ম্যাজিস্ট্রেট কোন উৎস হইতে বা কোন ভাবে সংবাদ পাইলে ১৪৫ ধারর আদেশ প্রদান করতে পারেন?

ক. পুলিশ প্রতিবেদন খ. কোন ব্যক্তির মাধ্যম

গ. যে কোন ভাবে ● ঘ. উপরের সবগুলো

৯৫। ১৪৫ ধারার মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট নিচের কোন বিষয় বিবেচনা করিবেন?

ক. জমি বা জলাশয় নিয়ে বিরোধখ. শান্ড়ি ভঙ্গের আশংকা

●গ. ক ও খ ঘ. জমির স্বত্ত্ব

৯৬। ম্যাজিস্ট্রেট কখন ১৪৫ ধারা আদেশ প্রদান করতে পারেন না?

ক. জমি বা জলাশয় নিয়ে বিরোধখ. শান্ড়ি ভঙ্গের আশংকা

গ. স্থাবর সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ ● ঘ. অস্থাবর সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ

৯৭। ১৪৫ ধারার মামলা কিভাবে দায়ের করিতে হয়?

● ক. নালিশের মাধ্যমে খ. এজাহারের মাধ্যমে

গ. আরজির মাধ্যমে ঘ. এফ আই আর FIR

৯৮। ১৪৫ ধারার মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট কোন ভাবে পক্ষগণকে তাহার আদালতে হাজির হওয়ার নির্দেশ প্রদান করতে পারেন?

● ক. ব্যক্তিগতভাবে বা এ্যাডভোকেটের মাধ্যমে

খ. ব্যক্তিগতভাবে

গ. এ্যাডভোকেটের মাধ্যমে ঘ.কোনটি নয়

৯৯। ১৪৫ ধারার মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট পক্ষগণকে আদালতে হাজির হয়ে তাহাদের কোন বিষয়ে স্ব স্ব দাবী পেশ করার আদেশ দিবেন?

● ক. প্রকৃত দখল খ. প্রকৃত মালিকানা

গ. প্রকৃত মূল্য ঘ. কোনটি নয়

১০০। ১৪৫ ধারার মামলার আদেশের নকল কোন পদ্ধতিতে জারি করিতে হইবে?

● ক. সমন জারির পদ্ধতি খ. নির্দিষ্ট

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১০১। ১৪৫ ধারার মামলায় আদেশের একটি নকল সমন জারির পদ্ধতিতে জারি করিতে হইবে এবং অন্ড়ত একটি নকল বিবাদীর বস্তুর বা তার কাছাকাছির প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া দিয়ে সর্বসাধারনে প্রকাশ করিতে হইবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ১৪৫ উপধারা ৩ খ. ধারা ১৪৫ উপধারা ২

ধারা ১৪৪ উপধারা ৩ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ৩

১০২। ১৪৫ ধারার মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ১৪৫ ধারার উপধারা ৪ অনুযায়ী কী করেন?

● ক. দখল সম্বন্ধে অনুসন্ধান খ. রিসিভার নিয়োগ

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১০৩। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারার বিরোধীয় জমিতে কে দখলকার আছে ম্যাজিস্ট্রেট তাহা স্থির না করিতে পারিলে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন?

● ক. বিরোধীয় বিষয়বস্তু ক্রোকের আদেশ দিবেন

খ. দরখাস্ড় খারিজ করিবেন

গ. উচ্চ আদালতে যেতে বলবেন

ঘ. সমান ভাবে ভাগ করিয়া দিবেন

১০৪। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারার মামলা কতদিন পর্যন্ড় বলপূর্বক বেদখল দখলদার বলিয়া গণ্য হইবে?

● ক. দুই মাস খ. ছয় মাস

গ. চার মাস ঘ. এক বছর

১০৫। নিম্নোক্ত কোন পরিস্থিতি হইতে শান্ড়ি ভঙ্গের আশংকা থাকিলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারা ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে?

ক. গণ উৎপাত খ. শ্রমিক অসন্ড়োষ

● গ. জমির দখল জনিত বিরোধ ঘ. পরীক্ষা কেন্দ্রে অসুদপায়

১০৬। ১৮৯৮ সালের ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তির দখল পুনরোদ্ধার করা যায়?

● ক. ধারা ১৪৫ খ. ধারা ১৪৬ উপধারা ২

গ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৩ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ৩

১০৭। স্থাবর সম্পত্তি দখল পুনরোদ্ধারের ১৪৫ ধারার মামলা কত দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে?

● ক. দুই মাস খ. ছয় মাস

গ. চার মাস ঘ. এক বছর

১০৮। ১৪৫ ধারার মামলায় জমিতে কোন পক্ষের দখল না থাকিলে আদালত কী করিবেন?

● ক. আদালত উক্ত জমি ক্রোক করিবেন

খ. যে কোন পক্ষকে দখল বুঝাইয়া দিবেন

গ. কিছুই করিবেন না ঘ. বিক্রয় করিবেন

১০৯। ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুসারে আদালত স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিতে পারেন?

ক. ধারা ১৪৫ ● খ. ধারা ১৪৬ উপধারা ১

গ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৩ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ৩

১১০। ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুসারে আদালত রিসিভার নিয়োগ করিতে পারেন?

ক. ধারা ১৪৫ ● খ. ধারা ১৪৬ উপধারা ২

গ. ধারা ১৪৪ উপধারা ৩ ঘ. ধারা ১৪০ উপধারা ৩

১১১। পুলিশকে সংবাদ দেওয়া এবং তদন্ড় করিতে পুলিশের ক্ষমতা সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ভাগে বলা আছে?

● ক. পঞ্চম খ. দ্বিতীয়

গ. তৃতীয় ঘ. চতুর্থ

১১২। FIR বা এজাহার ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারা অনুযায়ী করিতে হয়?

● ক. ১৫৪ ধারা খ. ১৪৫ ধারা

গ. ১৪০ ধারা ঘ. ১৪৪ ধারা

১১৩। আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ কোথায় দিতে হয়?

● ক. থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা খ. উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা

গ. ক ও খ ঘ. দায়রা জজ

১১৪। আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ থানায় দেওয়াকে এজাহার বা FIR হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারায়?

ক. ১৫৪ ধারায় খ. ১৫৫ ধারায়

গ. ১৫৩ ধারায় ● ঘ. কোন ধারায় নয়

১১৫। আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ থানায় দেওয়াকে এজাহার বা FIR হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে কোথায়?

● ক. পুলিশ রেগুলেশন (PRB) নিয়ম ২৪৩

১১৬। এজাহার দায়ের করতে পানে কে?

ক. স্থানীয় চেয়ারম্যান খ. শুধু আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি

গ. যে কোন ব্যক্তি ● ঘ. ঘটনা সর্ম্পকে অবগত যে কোন ব্যক্তি

১১৭। আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ থানায় কিভাবে দেওয়া যায়?

● ক. মৌখিক বা লিখিত খ. মৌখিক

গ. লিখিত ঘ. কোনটি নয়

১১৮। আমলযোগ্য অপরাধের সংবাদ মৌখিকভাবে দেওয়া হলে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার করণীয় কী?

ক. লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করবেন ও সংবাদদাতাকে পড়ে শুনাবেন

খ. সংবাদদাতার স্বাক্ষর গ্রহণ করবেন

গ. সারমর্ম সরকারের নির্ধারিত ফরম অনুসারে রক্ষিত একটি বইয়ে লিপিবদ্ধ করবেন

● ঘ. সবগুলো

১১৯। আমরে অপরাধের সংবাদ মৌলিভাবে দেওয়া হলে থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কী করবেন?

● ক. লিখিত আকারে রূপান্ড়র করবেন

খ. সংবাদদাতাকে লিখিয়া আনিতে বলিবেন

গ. সংবাদদাতাকে টাইপ করিয়া আনতে বলবেন

ঘ. কোনটি নয়

১২০। আমলযোগ্য আপরাধের সংবাদ লিখিত আকারে লিপিবদ্ধ করার পর উহার সারমর্ম পুলিশ অফিসার কর্তৃক কোথায় লিপিবদ্ধ করতে হবে?

● ক. সরকারের নির্ধারিত ফরম অনুসারে রক্ষিত একটি বইয়ে

খ. যে কোন একটি বইয়ে

গ. ব্যক্তিগত ডায়েরীতে ঘ. কোনটি নয়

১২১। আমরযোগ্য অপরাধের দায়ের করার ক্ষেত্রে এজাহর লিপিবদ্ধ করার পূর্বে ডাক্তারী পরীক্ষা ফলাফলের অপেক্ষা করা যাবে না- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

●ক. পুলিশ রেগুলেশন (PRB) নিয়ম ২৪৩ এর (চ)

খ. CrPC ধারা ১৫৪

গ. CrPC ধারা ১৫০

ঘ. কোনটি নয়

১২২। এজাহারদাতাকে এজাহারের সাদা কাগজে তৃতীয় কপি বিনা খরচে প্রদান করতে হবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

●ক. পুলিশ রেগুলেশন (PRB) নিয়ম ২৪৬

খ. CrPC ধারা ১৫৪

গ. CrPC ধারা ১৫০

ঘ. কোনটি নয়

১২৩। একটি অপরাধ সংঘটন সম্পর্কে পৃথকভাবে দুই স্থানে দুইজন ব্যক্তি পুলিশের কাছে এজাহার দেয়, উক্ত ক্ষেত্রে কী হবে?

● ক. সময়ের দিক থেকে যেটি প্রথম সেটি এজাহার হিসাবে স্বীকৃত হবে

খ. যে কোন একটি গ. দ্বিতীয়টি ঘ. দুইটিই

১২৪। অপরাধ সংঘটনের সংবাদ পুলিশ টেলিফোনে পাবার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে সংবাদদাতার বিররণ লিপিবদ্ধ করে ও তার কাছে থেকে স্বাক্ষর গ্রহণ করে। এক্ষেত্রে কোনটি এজাহার হিসাবে গণ্য হবে?

ক. টেলিফোনের বার্তাখ. টেলিফোনের সংবাদ

গ. ক ও খ ● ঘ. স্বাক্ষরিত বিবৃতি

১২৫। একবার লিপিবদ্ধকৃত এজাহার থানা কর্মকর্তা কর্তৃক বাতিল করা যাবে না- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. পুলিশ রেগুলেশন (PRB) নিয়ম ২৪৩ এর (জ)

খ. CrPC ধারা ১৫৪

গ. CrPC ধারা ১৫০

ঘ. কোনটি নয়

১২৬। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারা দখর পুনরোদ্ধারের মামলা কোথায় দায়ের করিতে হইবে?

ক. সহকারী জজ আদালত খ. জেলা জজ আদালত

গ. ক ও খ ● ঘ. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট

১২৭। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমলের অযোগ্য অপরাধের সংবাদ পাইলে ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারার বিধান মোতাবেক তাহা লিপিবদ্ধ করবেন?

● ক. ১৫৫ ধারা খ. ধারা ১৫৪

গ. ১৪৫ ধারা ঘ. কেনটি নয়

১২৮। থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আমলের অযোগ্য অপরাধের সংবাদ পাওয়ার পর কী করিবেন?

● ক. সংবাদদাতাকে ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন

খ. আসামি গ্রেফতার করতে যাইবেন গ. তদন্ড়শুর্ু করিবেন

ঘ. কোনটি নয়

১২৯। কোন পুলিশ কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেট এর আদেশ ব্যতীত আমলের অযোগ্য মামলার তদন্ড় করিতে পারিবেন না- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ১৫৫ উপধারা ২ খ. ধারা ১৫৫ উপধারা ৪

গ. ধারা ১৪৫ উপধার ২ ঘ. ধারা ১৫৫ উপধারা ৬

১৩০। এজাহারের মূল কপি থানা কর্তৃপক্ষ কার নিকট প্রেরণ করবেন?

ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খ. এস.পি

গ. পুলিশ প্রধান ঘ. কোনটি নয়

১৩১। এজাহারের কপি জি.আর.ও এর নিকট কত ঘন্টার মধ্যে পাঠাইতে হবে?

● ক. ২৪ ঘন্টা খ. ১২ ঘন্টা

গ. ৩৬ ঘন্টা ঘ. ৭২ ঘন্টা

১৩২। পুলিশ ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী স্বাক্ষীর পরীক্ষা বা জবানবন্দি গ্রহণ করেন?

● ক. ধারা ১৬১ খ. ধারা ১৬৪

গ. ধারা ১৬২ ঘ. ধারা ১৬৩

১৩৩। পুলিশ ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী আসামির পরীক্ষা বা জবানবন্দি গ্রহণ করেন?

● ক. ধারা ১৬১ খ. ধারা ১৬৪

গ. ধারা ১৬২ ঘ. ধারা ১৬৩

১৩৪। ১৬১ ধারা অনুযায়ী পুলিশ কোন মামলার স্বাক্ষী বা আসামীর জবানবন্দি গ্রহণ করেন?

ক. খুনের খ. ডাকাতির

গ. ধর্ষণের ● ঘ. যে কোন

১৩৫। ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী আসামীর পরীক্ষা বা জবানবন্দি গ্রহণ করেন?

● ক. ধারা ১৬৪ খ. ধারা ১৬১

গ. ধারা ১৬২ ঘ. ধারা ১৬৩

১৩৬। ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী আসামীর পরীক্ষা বা জবানবন্দি গ্রহণ করেন?

● ক. ধারা ১৬৪ খ. ধারা ১৬১

গ. ধারা ১৬২ ঘ. ধারা ১৬৩

১৩৭। ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৪ ধারায় জবানবন্দি দেওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট কী করবেন?

ক. প্রদানকারীকে পড়িয়া শুনাইবেন

খ. ম্যজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন

গ. প্রদানকারীর স্বাক্ষর গ্রহণ করিবেন

● ঘ. সবগুলো

১৩৮। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৬৭ ধারায় কোন বিষয়ে বলা আছে?

● ক. পুলিশ রিমান্ড খ. পুলিশের নিকট জবানবন্দি

গ. ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট জবানবন্দি

ঘ. কোনটি নয়

১৩৯। একটি অপরাধে অভিযুক্ত ক কে পুলিশ রিমান্ড আবেদনসহ আদালতে হাজির করিলে আপনি ক আইনজীবী হিসাবে কী করবেন?

● ক. রিমান্ড বাতিল পূর্বক জামিনের আবেদন

খ. জামিনের আবেদন গ. কিছুই করার নাই

ঘ. রিমান্ড বাতিলের আবেদন

১৪০। তদন্ড়কারী প্রত্যেক পুলিশ কর্মকর্তা ফৌজদারী কার্যবিধির ১৭২ ধারা অনুযায়ী তদন্ড়ে অগ্রগতি বিষয়ে দিনলিপি বা ডায়েরী লিখিবেন। উক্ত ডায়েরীতে কোন বিষয় অন্ড়র্ভূক্ত করবেন?

ক. কখন সংবাদ পেয়েছিলেন, কখন তদন্ড় আরম্ভ ও শেষ করেছিলেন

খ. যে স্থান বা স্থানগুলি পরিদর্শন করেছিলেন

গ. তদন্ড়ের মাধ্যমে নির্ধারন করা পরিস্থিতির একটি বিবৃতি

● ঘ. সবগুলো

১৪১। ১৭২ ধারা অনুযায়ী তদন্ড়কারী পুলিশক কর্মকর্তা যে ডায়েরী বা দিনলিপি লিখেন উক্ত ডায়েরী বা দিনলিপি দেখতে বা চইতে পারেন কে?

ক. অভিযুক্ত ব্যক্তি খ. অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিনিধি

গ. ক ও খ ● ঘ. ফৌজদারী আদালত

১৪২। পুলিশ ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুসারে পুলিশ রিপোর্ট বা প্রতিবেদন আদালতে দাখিল করেন?

● ক. ধারা ১৭৩ খ. ধারা ১৭২

গ. ধারা ১৭৪ ঘ. ধারা ১৬৪

১৪৩। কোন মামলা তদন্ড় করার পর পুলিশ ১৭৩ ধারা অনুসারে যে রিপোর্ট আদালতে দাখিল করেন ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে উক্ত বিষয়টিকে কী বলা হয়?

ক. চার্জশীট খ. অভিযোগপত্র

গ. পুলিশ তদন্ড় ● ঘ. পুলিশ রিপোর্ট বা প্রতিবেদন।

১৪৪। ১৭৩ ধারার রিপোর্টকে চার্জশীট বা অভিযোগপত্র নামে উলেণ্টখ করা হয়েছে কোথায়

●ক. পুলিশ রেগুলেশন (PRB) নিয়ম ২৭২

খ. CrPC ধারা ১৫৪

গ. CrPC ধারা ১৪৪

ঘ. কোনটি নয়

১৪৫। ১৭৩ ধারা অনুযায়ী পুলিশ রিপোর্ট প্রধানত কত প্রকার?

● ক. দুই প্রকার খ. চার প্রকার

গ. তিন প্রকার ঘ. ছয় প্রকার

১৪৬। ১৭৩ ধারা অনুযায়ী পুলিশ রিপোর্ট দুই প্রকার। কী কী?

● ক. অভিযোগপত্র ও চূড়ান্ড়প্রতিবেদন

খ. অভিযোগপত্র ও চার্জশীট গ. পুলিশ রিপোর্ট বা এজাহার

ঘ. ফাইনাল রিপোর্ট ও চূড়ান্ড়প্রতিবেদন

১৪৭। PRB নিয়ম ২৭৫ মোতাবেক চূড়ান্ড়প্রতিবেদন কত প্রকার?

● ক. পাঁচ প্রকার খ. চার প্রকার

ঘ. তিন প্রকার ঘ. ছয় প্রকার

১৪৮। PRB নিয়ম ২৭৫ মোতাবেক চূড়ান্ড়প্রতিবেদন প্রতিবেদন ৫ প্রকার। কী কী?

ক. চূড়ান্ড়রিপোর্ট সত্য ও চূড়ান্ড়রিপোর্ট মিথ্যা

খ. চূড়ান্ড়রিপোর্ট তথ্যের ভূল ও চূড়ান্ড়রিপোর্ট আইনের ভূল

গ. চূড়ান্ড়রিপোর্ট বিচারের অযোগ্য ● ঘ. সবগুলো

১৪৯। নিচের কোন শব্দগুলি ১৭৩ ধারা অনুযায়ী পুলিশের চূড়ান্ড় প্রতিবেদনের সাথে সম্পর্কিত?

ক. FRT, FRF খ. FRML, FRMF

গ. FR Non-cong ● ঘ. সবগুলো

১৫০। পুলিশ কর্মকর্তা যখন কোন মামলার তদন্ড় করে রিপোর্ট প্রদান করেন যে, কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় নি এবং মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে। PRB নিয়ম ২৭৫ (২) অনুযায়ী আদালতের চলতি ভাষায় উক্ত রিপোর্টকে কী বলা হয়?

●ক. FRT খ. FRML

গ. FR Non-cong ঘ. কোনটি নয়

১৫১। ১৭৩ ধারায় পুলিশ প্রতি তদন্ড়ে সময়সীমা সম্পর্কে কী নির্দেশ দেয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি তদন্ড় শেষ করিতে হইবে-

ক. এক বৎসরের মধ্যে খ. ছয় মাসের মধ্যে

গ. ইচ্ছা অনুযায়ী ● ঘ. অযথা বিলম্ব না করিয়া

১৫২। অভিযুক্ত ব্যক্তি আবেদন করলে তাহাকে পুলিশ প্রতিবেদনের অনুলিপি সরবরাহ করতে হবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ১৭৩ উপধারা ৪ খ. ধারা ১৭৩ উপধারা ২

গ. ধারা ১৭৩ উপধারা ১ ঘ. ধারা ১৭২ উপধারা ৪

১৫৩। পুলিশকে আত্মহত্যা ইত্যাদির অনুসন্ধান করিতে হইবে এবং তাহার প্রতিবেদন দিতে হইবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ১৭৪ খ. ধারা ১৭৩ উপধারা ২

গ. ধারা ১৭৩ উপধারা ১ ঘ. ধারা ১৭২ উপধারা ৪

১৫৪। আত্মহত্যা প্রভৃত সম্পর্কে অনুসন্ধানের সময় পুলিশ কোন ধারা বলে কাউকে সমন দিতে বা তলব করতে পারে?

● ক. ধারা ১৭৫ খ. ধারা ১৭৩ উপধারা ২

গ. ধারা ১৮০ ঘ. ধারা ১৭২ উপধারা ৪

১৫৫। তদন্ড় কার্যক্রমে সংশিণ্টষ্ট অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত না হইলে উক্ত মামলা হইতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের অব্যাহতির প্রস্ড়াব করিয়া তদন্ড় কর্মকর্তা যে প্রতিবেদন দাখিল করে তাকে কী বলা হয়?

● ক. চূড়ান্ড় প্রতিবেদন বা ফাইনাল রিপোর্ট (FR)

খ. চার্জশীট গ. অভিযোগ পত্র

ঘ. কোনটি নয়

১৫৬। আপনি অভিযোগকারী পক্ষের আইনজীবী। তদন্ড় কর্মকর্তা দাখিল করলে আপনি কী FR করবেন?

ক. আপীল খ. রিভিশন

গ. কিছুই করার নাই ● ঘ. না-রাজীব আবেদন

১৫৭। না-রাজীব আবেদন কত ধারা অনুযায়ী করিতে হইবে?

● ক. ধারা ২০০ খ. ধারা ২০৫

গ. ধারা ১৮০ ঘ. ধারা ১৭২ উপধারা ৪

১৫৮। না-রাজীর আবেদন করিতে পারেন কে?

ক. আসামী খ. অভিযুক্ত ব্যক্তি

গ. অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিনিধি ● ঘ. অভিযোগকারী

১৫৯। না-রাজীর আবেদন কিভাবে নিষ্পত্তি হয়?

ক. আবেদন সরাসরি আমলে গ্রহণ করে বা অধিকতর তদন্ড় করার নির্দেশ প্রদান

খ. বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধানের আদেশ

গ. আবেদনটি সরাসরি খারিজ করে ● ঘ. উপরের সবগুলো

১৬০। আপনি একটি মামলায় অভিযোগকারী পক্ষের আইনজীবী। তদন্ড়কারী কর্মকর্তা চূড়ান্ড় রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। আপনি না-রাজীর আবেদন করেছিলেন। উক্ত আবেদন খারিজ হয়েছে। আপনি কী করবেন?

ক. কিছুই করার নাই খ. আপীল

গ. অন্য থানায় নতুন মামলা ●ঘ. রিভিশন

১৬১। না-রাজীর আবেদন নামঞ্জুর হইলে প্রতিকার কী?

ক. কিছুই করার নাই খ. আপীল

গ. অন্য থানায় নতুন মামলা ● ঘ. রিভিশন

১৬২। মামলা আমলে গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা বিধান মোতাবেক বাদীর জবানবন্দি গ্রহণ করেন?

● ক. ধারা ২০০ খ. ধারা ১৬৪

গ. ধারা ১৬১ ঘ. ধারা ১৭৪

১৬৩। নালিশের ভিত্তিতে অপরাধ আমলে গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট কত ধারা অনুযায়ী যত জন স্বাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করা প্রয়োজন তত জন স্বাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণ করিতে পারেন।

● ক. ধারা ২০০ খ. ধারা ১৬৪

গ. ধারা ১৬১ ঘ. ধারা ১৭৪

১৬৪। ২০০ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট ফরিয়াদী বা অভিযোগকারীর এবং স্বাক্ষীর জবানবন্দি গ্রহণের পর কী করবেন?

ক. জবানবন্দি সারাংশ লিপিবদ্ধ করবেন

খ. ফরিয়াদী বা স্বাক্ষীর স্বাক্ষর গ্রহণ

গ. ম্যাজিস্ট্রেট স্বাক্ষর করবেন ● ঘ. সবগুলো

১৬৫। আমলে লইবার ক্ষমতা না থাকিলে ম্যাজিস্ট্রেট মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া নালিশটি বাদীকে ফেরৎ দিবেন– উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ২০১ খ. ধারা ২০২

গ. ধারা ২০৩ ঘ. ধারা ২০৪

১৬৬। নালিশ লিখিতভাবে করা হইলে, ম্যাজিস্ট্রেট উহা আমলে লইবার যোগ্যতা সম্পন্ন না হইলে বাদীকে উপযুক্ত আদালতে যাইবার নির্দেশ দিবেন– উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ২০১ খ. ধারা ২০২

গ. ধারা ২০৩ ঘ. ধারা ২০৪

১৬৭। আমলে গ্রহণ করার ক্ষমতা বিহীন ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট যদি অলিখিতভাবে নালিশ দায়ের করা হয তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট কী করিবেন?

ক. লিখিয়া আনিতে বলিবেন

খ. অভিযোগ লিখিত আকারে আনিতে বলিবেন

গ. কোন দায়িত্ব নেই

● ঘ. উপযুক্ত আদালতে যাইবার নির্দেশ দিবেন

১৬৮। কোন ধারার বিধান মোতাবেক অপরাধ আমলে লইবার ক্ষমতা সম্পন্ন ম্যাজিস্ট্রেট পরোয়ানাদান স্থগিত রাখতে পারেন?

● ক. ধারা ২০২ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০৩ ঘ. ধারা ২০৪

১৬৯। পুলিশ চূড়ান্ড় রিপোর্ট দাখিল করিলে ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপ রিপোর্ট গ্রহণ করিতে এবং তদানুযায়ী আসামী খালাস দিতে পারেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

●ক. ধারা ২০২ এর ২ এর খ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০৩ ঘ. ধারা ২০৪

১৭০। পুলিশ চূড়ান্ড় রিপোর্ট দাখিল করিলে ম্যাজিস্ট্রেট এইরূপ রিপোর্ট গ্রহণ করিতে এবং তদানুযায়ী আসামীকে কী করিতে পারেন?

ক. শাস্ড়িপ্রদান খ. জামিন

গ. অব্যাহতি ● ঘ. খালাস

১৭১। ম্যাজিস্ট্রেট কোন ধারায় বিধান মোতাবেক নিজেই মামলা তদন্ড় করিতে পারেন?

● ক. ধারা ২০২ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০৩ ঘ. ধারা ২০৪

১৭২। ২০২ ধারার বিধান মোতাবেক তদন্ড় সম্পন্ন হওয়ার পর ম্যাজিস্ট্রেট কোন ধারার বিধান মোতাবেক নালিশ খারিজ করতে পারেন?

● ক. ধারা ২০৩ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২০৪

১৭৩। ২০৩ ধারা অনুযায়ী নালিশ খারিজ করিলে ম্যাজিস্ট্রেট উক্ত বিষয়ে কী করিবেন?

● ক. সংক্ষেপে নালিশ খারিজের কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন

খ. আসামীকে শাস্ড়ি দিবেন খ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৭৪। অপরাধ আমলে গ্রহণকারী ম্যাজিস্ট্রেট আসাসীকে হাজির হইবার পরোয়ানা বা সমন দিবেন কোন ধারা অনুযায়ী?

● ক. ধারা ২০৩ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২০৪

১৭৫। ফরিয়াদী পক্ষের স্বাক্ষীদের তালিকা দাখিল করা না হইলে আসামীর বিরূদ্ধে সমন বা পরোয়ানা ইস্যু করা যাইবেনা- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

ক. ধারা ২০৩ খ. ধারা ২০৬ এর উপধারা ১

গ. ধারা ২০২ ●ঘ. ধারা ২০৪ এর উপধারা ১ (ক)

১৭৬। ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী আসামীর ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে রেহাই দিতে পারেন?

ক. ধারা ২০৩ ●খ. ধারা ২০৫ এর উপধারা ১

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২০৪ এর উপধারা ১ (ক)

১৭৭। ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২০৫ এর উপধারা ১ অনুযায়ী আসামীর ব্যক্তিগত হাজিরা হইতে রেহাই দিয়ে কার মাধ্যমে হাজির হওয়ার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন?

● ক. কৌসুলি খ. নিকট আত্মীয়

গ. যে কোন ব্যক্তি ঘ. প্রতিনিধি

১৭৮। দায়রা আদালতে বিচার্য মামলা, ম্যাজিস্ট্রেট কত ধারা অনুযায়ী দায়রা আদালতে প্রেরণ করিবেন?

ক. ধারা ২০৩ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০২ ● ঘ. ধারা ২০৫ এর গ

১৭৯। ম্যাজিস্ট্রেট ধারা ২০৫ এর গ অনুযায়ী দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য মামলা দায়রা আদালত প্রেরণ সম্পর্কে কাকে নোটিশ দিবেন?

● ক. সরকারী কৌসুলি খ. দায়রা জজ

গ. আসামী ঘ. কোনটি নয়

১৮০। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৪১ হইতে ২৪৯ পর্যন্ড় কোন বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে?

● ক. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত বিচার পদ্ধতি

খ. দায়রা আদালতে বিচার পদ্ধতি

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৮১। ২৪১ এর ক ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে কী প্রদান করেন?

ক. শাস্ড়ি খ. খালাস

গ. ক ও খ ● ঘ. অব্যাহতি

১৮২। আসামী ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট হাজিরা হওয়ার পর মামলার নথি ও তৎসহ দাখিলি সমস্ড় কাগজপত্র বা দলিলাদি বিবেচনা করিয়া এবং প্রয়োজন মনে করিলে আসামীর জবানবন্দি গ্রহণ ও অভিযোগকারীর ব্যক্তব্য শ্রবণ করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট যদি মনে করেন অভিযোগ ভিত্তিহীন, তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে কী প্রদান করবেন?

ক. শাস্ড়ি খ. খালাস

গ. ক ও খ ● ঘ. অব্যাহতি

১৮৩। ম্যাজিস্ট্রেট আদালত কত ধারা অনুযায়ী চার্জ বা অভিযোগ গঠন করেন?

● ক. ধারা ২৪২ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২০৫ এর গ

১৮৪। চার্জ গঠনের পর আসামী উক্ত অপরাধ স্বীকার করেন কিনা, তাহা কোন ধারা মোতাবেক জিজ্ঞাসা করেন?

● ক. ধারা ২৪২ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২০৫ এর গ

১৮৫। ২৪২ ধারা অনুসারে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করিয়া ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে কোন বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিবেন?

● ক. আসামী অপরাধ স্বীকর করেন কিনা

খ. আসামী অপরাধ কেন করেছিল

গ. অপরাধ কিভাবে করেছিল ঘ. কোনটি নয়

১৮৬। ২৪২ ধার অনুসারে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পর আসামী যদি স্বীকার করেন, যে অপরাধের জন্য তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে উক্ত অপরাধ সে করিয়াছে। তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারার পদক্ষেপ নিবেন?

● ক. ধারা ২৪৩ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২০৫ এর গ

১৮৭। ২৪২ ধারা অনুসারে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের পর আসামী যদি স্বীকার করেন, যে অপরাধের জন্য তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে উক্ত অপরাধ সে করিয়াছে। তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট কোন ভাষায় উক্ত স্বীকৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন?

● ক. যথাসম্ভব আসামীর ব্যবহৃত শব্দে

খ. বাংলা ভাষায় গ. চলিত ভাষায়

ঘ. আদালতের ভাষায়

১৮৮। আসামী যদি অপরাধ স্বীকার করে তাহলে ম্যাজিস্ট্রেট তাকে দন্ড দানের পূর্বে কোন সুযোগটি দিবেন?

● ক. কেন সে দন্ডিত হইবেনা সেই সম্পর্কে কারণ দর্শানোর

খ. বাদীর সাথে আপস করার

গ. সুযোগ দিবেন না ঘ. কোনটি নয়

১৮৯। আসামী যদি অভিযোগ স্বীকার করে সেক্ষেত্রে কেন সে দন্ডিত হইবেনা সেই সম্পর্কে কারণ দর্শানোর সুযোগ দেওয়া সত্ত্বেও কারণ না দর্শাইলে ম্যাজিস্ট্রেট তাহাকে দন্ডিত করতে পারেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ২৪৩ খ. ধারা ২০৬

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২০৫ এর গ

১৯০। ২৪২ ধারা অনুসারে অভিযোগ গঠনের পর আসামী অপরাধ স্বীকার না করলে ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারার পদক্ষেপ নিবেন ?

ক. ধারা ২৪৩ ●খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২০৫ এর গ

১৯১। কোন ধারার বিধান মোতাবেক ম্যাজিস্ট্রেট কোন মামলার সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করেন?

ক. ধারা ২৪৩ ●খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২০৫ এর গ

১৯২। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৪৪ অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কঅ করেন?

ক. অভিযোগকারীর ব্যক্তব্য এবং সকল সাক্ষ্য গ্রহণ

খ. আসামীর ব্যক্তব্য

গ. আত্মপক্ষ সমর্থনে আসামীর সাক্ষ্য প্রমাণ গ্রহণ

● ঘ. সবগুলো

১৯৩। ২৪৪ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া আসামীকে নির্দোষ সাব্যস্ড় করেন তবে আসামীকে খালাস দিবেন - উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

ক. ধারা ২৪৩ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ●ঘ. ধারা ২৪৫ এর ১

১৯৪। ২৪৪ ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষ্য প্রমাণাদি গ্রহণ করিয়া আসামীকে দোষী সাব্যস্ড় করেন তবে আসামীকে দন্ডাদেশ দিবেন - উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

ক. ধারা ২৪৩ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ●ঘ. ধারা ২৪৫ এর ২

১৯৫। ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আসামীকে খালাস বা শাস্ড়িপ্রদান করেন ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী?

●ক. ধারা ২৪৫ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৫ এর ২

১৯৬। নালিশি মামলা প্রত্যাহার কত ধারায়?

ক. ধারা ২৪৫ ●খ. ধারা ২৪৮

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৫ এর ২

১৯৭। ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আসামীকে অব্যাহতি দেন কত ধারা অনুযায়ী?

● ক. ধারা ২৪১ এর ক খ. ধারা ২৪৮

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৫ এর ২

১৯৮। ফরিয়াদীর আবেদনক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট যদি ২৪৮ ধারা অনুসারে নালিশ প্রত্যাহারের আদেশ দেন, তাহলে আসামীকে কী প্রদান করেন?

ক. শাস্তি ● খ. খালাস

গ. ক ও খ ঘ. অব্যাহতি

১৯৯। ফরিয়াদী না থাকিলে ম্যাজিস্ট্রেট মামলার যে কোন পর্যায়ে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া খালাস বা দন্ডের রায় ঘোষণা না করিয়াই মামলার কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারেন- উক্ত বিধানা কোন ধারায় আছে?

ক. ধারা ২৪৩ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ● ঘ. ধারা ২৪৯

২০০। ২৪৯ ধারা অনুযায়ী ফরিয়াদী না থাকার কারণে ম্যাজিস্ট্রেট যদি মামলার কার্যক্রম বন্ধ করেন তাহলে আসামীকে কী প্রদান করেন?

ক. শাস্তি খ. খালাস

গ. ক ও খ ●ঘ. অব্যাহতি

২০১। ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬০ ধারায় কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

● ক. সংক্ষিপ্ত বিচারের ক্ষমতা খ. চার্জ গঠন

গ. অভিযোগ গঠন ঘ. কোনটি নয়

২০২। ১৮৬০ সালের দন্ডবিধির ধারা ৩৭৯, ৩৮০, বা ৩৮১ এর অধীন চুরির অপরাধের বিচার কোন ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ২৬০ ধারায় অধীন সংক্ষিপ্ত করা যাবে?

● ক. চোরাই মালের মূল্য ১০,০০০ টাকার অধিক না হলে

খ. চোরাই মালের মূল্য ২০,০০০ টাকার অধিক না হলে

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২০৩। সংক্ষিপ্ত বিচারের পদ্ধতিতে কোন বিচার করিলে উক্ত বিচারের সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কত দিন দিতে পারিবেন?

● ক. ২ বৎসর খ. ৩ বৎসর

গ. ৪ বৎসর ঘ. ৫ বৎসর

২০৪। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২৬৫ এর ক অনুযায়ী দায়রা আদালতের প্রত্যেকটি বিচরে অভিযোগকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করবেন কে?

● ক. সরকারী কৌসলি খ. বারের সভাপতি

গ. CSI ঘ. কোনটি নয়

২০৫। ২৬৫ এর ঘ অনুসারে দায়রা আদালত কী করেন?

● ক. অভিযোগ গঠন খ. মামলা খারিজ

গ. ক ও খ গ. কোনটি নয়

২০৬। ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারা অনুযায়ী দায়রা আদালত আসামীকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারে?

● ক. ধারা ২৬৫ এর গ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২০৭। দায়রা আদালত অভিযোগ গঠন করেন কত ধারা অনুসারে?

● ক. ধারা ২৬৫ এর ঘ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২০৮। দায়রা আদালতের যুক্তি-তর্ক ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ২৬৫ এর ঞ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২০৯। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৮৭ ও ধারা ৮৮ এর বিধান পালন করিবার পর আসামীকে আদালতে উপস্থিত করা সম্ভব না হইলে দুইটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র প্রকাশিত আদেশ নির্ধারিত সময়ে আদালতে হাজির না হলে আসামীর অনুপস্থিতিতে বিচার করা যাইবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৩৯ এর খ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২১০। আসামীর উপস্থিতিতে সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে হইবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৫৩ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২১১। দায়রা আদালত যখন মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন তখন হাইকোর্ট বিভাগের নিকট কার্য্যক্রম পেশ করিবেন এবং হাইকোর্ট বিভাগ উহা অনুমোদন না করা পর্যন্ত উক্ত দন্ড কার্য্যকরী হইবে না- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৭৪ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২১২। গর্ভবতী স্ত্রীলোকের মৃত্যুদন্ড স্থগিতকরণ এবং হইকোর্ট বিভাগ উপযুক্ত মনে করলে দন্ড হ্রাস করিয়া যাবজ্জীবন কারাদন্ড দিতে পারিবেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৮২ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২১৩। সর্বনিম্ন কত বছর বয়সের ব্যক্তিকে দন্ড দিয়ে আদালত অপরাধীকে সংশোধনাগারে আটক রাখিবার নির্দেশ দিবেন?

● ক. ১৫ বছরের কম খ. ১২ বছরের কম

গ. ১২-১৫ বছর ঘ. কোনটি নয়

২১৪। অপরাধের আপস নিষ্পত্তি সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৪৫ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২১৫। ফৌজদারী কার্যবিধি বা বর্তমানে বলবৎ অপর কোন আইনের বিধান অনুসারে না হইলে অন্যকোনভাবে কোন ফৌজদারী আদালতের রায় বা আদেশের বিরূদ্ধে আপীল করা যাইবে না- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪০৪ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২১৬। ক্রোককৃত সম্পত্তি পূনরুদ্ধারের বা প্রত্যর্পনের আবেদন অগ্রাহ্য হইলে তার বিরূদ্ধে কী করা যায়?

●ক. আপীল খ. রিভিশন

গ. রিভিউ ঘ. কোনটি নয়

২১৭। ক্রোককৃত সম্পত্তি পূনরুদ্ধারের বা প্রত্যর্পনের আবেদন অগ্রাহ্য হইলে তার বিরূদ্ধে আপীল কত ধারা অনুযায়ী করিতে হইবে?

● ক. ধারা ৪০৫ খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২১৮। ফেরারী আসামীর ক্রোককৃত এবং বিক্রয়কৃত সম্পত্তি মূল্য ফেরৎ দেওয়ার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ৮৯ ধারা অনুযায়ী পেশকৃত আবেদন প্রত্যাখ্যান হইলে আপীল কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

ক. যে আদালতে পূর্ববর্তী আদালতের আদেশের বিরূদ্ধে সাধারণ আপীল করা চলে

খ. দায়রা জজ গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে

২১৯। শান্তি রক্ষা বা সদাচরণের মুচলেকার আদেশের বিরূদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪০৬ অনুযায়ী কী করা যায়?

● ক. আপীল খ. রিভিশন

গ. রিভিউ ঘ. কোনটি নয়

২২০। আপনি ক এর আইনজীবী। ম্যাজিস্ট্রেট ক এর বিরূদ্ধে ১১৮ ধারার অধীন শান্তিরক্ষা বা সদাচরণের জন্য জামানত দেওয়ার আদেশ দিয়েছেন। উক্ত আদাশের বিরূদ্ধে ক এর পক্ষে আপীল কোন আদালতে দায়ের করিবেন?

● ক. দায়রা আদালতে খ. সহকারী জজ

গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২২১। জামানত গ্রহণ আগ্রাহ্য করা বা জামানত নাকচ করিবার আদেশের বিরূদ্ধে আপীল কত ধারা অনুযায়ী ?

● ক. ধারা ৪০৬ এর (ক) খ. ধারা ২৪৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ২৪৯

২২২। দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের রায়ের বিরূদ্ধে ৪০৭ ধারা অনুযায়ী আপীল কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

● ক. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট খ. সহকারী জজ

গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২২৩। যুগ্ম দায়রা জজ, মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর বিচারে দন্ডিত ব্যক্তি কত ধারা অনুযায়ী আপীল করিবেন?

● ক. ধারা ৪০৮ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ২০২ ঘ. ধারা ৪০২

২২৪। আপনি ক এর আইনজীবী। যুগ্ম দায়রা জজ ক এর বিরুদ্ধে ৪ বছরের কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করেছে উক্ত আদেশের বিরূদ্ধে আপীল কোন আদালতে দায়ের করিবেন?

● ক. দায়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ

গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২২৫। যুগ্ম দায়রা জজ, মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণির জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট এর বিচারে দন্ডিত ব্যক্তির শাস্তির পরিমাণ ৫ বছরের বেশী হইলে আপীল কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

ক. দায়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ

●গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২২৬। মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দ ্বিধির ১২৪ এর ক ধারায় বর্ণিত অপরাধের বিচারে দ িত ব্যক্তির আপীল কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

ক. দায়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ

●গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২২৭। দায়রা আদালতে আপীল কিভাবে শুনানি হয়- উক্তি বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ২০৯ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২২৮। দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজের বিচারে দ াদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তি ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১০ ধারা অনুযায়ী আপীল কোন আদালতে দায়ের করিবে?

● ক. দায়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ

গ. হাইকোর্ট ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২২৯। আসামী দোষ স্বীকার কতিপয় ক্ষেত্রে আপীল চলিবেনা- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪১২ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২৩০। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪১২ অনুযায়ী আসামী দোষ স্বীকারোক্তির ভিত্তিতে দ াদেশ দিলে আপীল চলে না, কোন কারণে উক্ত ক্ষেত্রে উক্ত ধারা অনুযায়ী আপীল করা যাইতে পারে?

● ক. দ ের পরিমান বা আইনগত যৌক্তিকতা

খ. ঘটনার প্রশ্নে খ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৩১। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১৩ কোন ক্ষেত্রে আপীল দায়ের নিষিদ্ধ করেছে?

ক. অনধিক ১ মাস কারা দ খ. অনধিক ৫০ টাকা জরিমানা

● গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৩২। ফৌজদারী কার্যবিধির ৪১৪ ধারায় সংক্ষিপ্ত বিচারে কোন দন্ডের বিরূদ্ধে আপীল করা যাইবেনা বলে উলেণ্টখ করা হয়েছে?

ক. অনধিক ১ মাস কারা দন্ড ●খ. অনধিক ২০০ টাকা জরিমানা

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৩৩। খালাসের বিরূদ্ধে আপীল সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বলা হয়েছে?

● ক. ধারা ৪১৭ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২৩৪। কোন মূল মামলায় বা আপীলে প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরূদ্ধে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪১৭উপধারা ১ (ক) খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২৩৫। কোন মূল মামলায় বা আপীলে প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরূদ্ধে দায়রা আদালতে আপীল কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪১৭উপধারা ১ (খ) খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২৩৬। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪১৭ উপধারা ৩ অনুযায়ী খালাসের বিরূদ্ধে আপীলের সময়সীমা কত দিন?

● ক. ৬০ দিন খ. ৪৫ দিন

গ. ৯০ দিন ঘ. ৩০ দিন

২৩৭। কোন ক্ষেত্রে খালাসের বিরূদ্ধে আপীল গৃহীত না হইলে সেই ক্ষেত্রে ধারা ৪১৭ উপধারা ১ এর অধীন কোন আপীল করা চলিবে না- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪১৭ উপধারা ৪ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৬০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২৩৮। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের খালাস আদেশের বিরূদ্ধে আপীল কোথায় দায়ের করিতে হইবে?

● ক. দয়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ

গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২৩৯। দায়রা আদালতের খালাস আদেশের বিরূদ্ধে আপীল কোথায় দায়ের করিতে হইবে?

ক. দয়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ

●গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২৪০। খুনের মামলায় খালাস আদেশের বিরূদ্ধে আপীল কোথায় দায়ের করিতে হইবে?

ক. দয়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ

● গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২৪১। অপর্যাপ্ত দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল কোন ধারা অনুযয়ী করিতে হইবে?

● ক. ধারা ৪১৭ (ক)খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২৪২। খালাসের বা অপর্যাপ্ত দন্ডের বিরূদ্ধে আপীল দায়ের করিবার জন্য সরকার কাকে নির্দেশ দিতে পারিবেন?

● ক. সরকারী কৌসুলিকে খ. ম্যাজিস্ট্রেট

গ. জজ ঘ. কোনটি নয়

২৪৩। অপর্যাপ্ত দন্ডের বিরূদ্ধে আপীলের সময়সীমা কত?

● ক. ৬০ দিন খ. ৪৫ দিন

গ. ৯০ দিন ঘ. ৩০ দিন

২৪৪। বাদী বা ফরিয়াদী কর্তৃক অপর্যাপ্ত দন্ডের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করিলে আসামী উক্ত বিষয়ে কারণ দর্শাইবার সময় কী প্রার্থনা করিতে পারিবেন?

ক. খালাসের খ. দন্ড হ্রাসের

● গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৪৫। ঘটনার প্রশ্নে এবং আইনের প্রশ্নে আপীল হইতে পারিবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪১৮ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০ ঘ. ধারা ৪০২

২৪৬। ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪১৮ এর ব্যাখ্যঅ অনুযায়ী কোন দন্ডের কথিত কঠোরতা কোন বিষয় বলিয়া বিবেচিত হইবে?

ক. আইনের বিষয় খ. ঘটনার বিষয়

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৪৭। আপীলকারী কারাগারে থাকিলে সে রায় প্রভৃতির নকল সমেত তাহার আপীলের আবেদনপত্র কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট পেশ করিতে পারিবে এবং অতঃপর উক্ত কর্মকর্তা উক্ত আবেদনপত্র ও নকল যথাযথ আপীল আদালতের নিকট প্রেরণ করিবেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪২০ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২৪৮। আপীল আদালত আপীলের আবেদনপত্র ও নকল বিবেচনা করিয়া যদি দেখেন যে, হস্ড় ক্ষেপের মত পর্যাপ্ত কারণ নাই, তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আপীল খারিজ করিতে পারিবেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪২১ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২৪৯। প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

● ক. দায়রা জজ খ. হাইকোর্ট বিভাগ

গ. যুগ্ম দায়রা জজ ঘ. কোনটি নয়

২৫০। মহানগর ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

● ক. মহানগর দায়রা জজ খ. হাইকোর্ট বিভাগ

গ. যুগ্ম দায়রা জজ ঘ. কোনটি নয়

২৫১। যুগ্ম দায়রা জজ ৬ বৎসরের কারাদণ্ড আরোপ করিলে উক্ত দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল কোন আদালতে দায়ের করিতে হইবে?

ক. মহানগর দায়রা জজ ●খ. হাইকোর্ট বিভাগ

গ. যুগ্ম দায়রা জজ ঘ. কোনটি নয়

২৫২। দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করেন কে?

● ক. আসামী খ. ফরিয়াদী

গ. অভিযোগকারী ঘ. এজাহারকারী

২৫৩। খালাসের বিরুদ্ধে আপীল দায়ের করেন কে?

ক. আসামী ● খ. ফরিয়াদী

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৫৪। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের খালাস আদেশের বিরুদ্ধে আপীল কোথায় দায়ের করিবেন?

●ক. দায়রা জজ আদালত খ. হাইকোর্ট বিভাগ

গ. যুগ্ম দায়রা জজ আদালত ঘ. কোনটি নয়

২৫৫। নিম্ন আদালতের নথি তলব করার ক্ষমতা সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারায় বর্ণনা করা হয়েছে?

● ক. ধারা ৪৩৫ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪০৬ ঘ. ধারা ৪০২

২৫৬। হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা জজ তাহার অধিক্ষেত্রের স্থানীয়সীমার মধ্যে কোন নিম্নতর ফৌজদারী আদালতের কোন মামলার নথি তলবের আদেশ প্রদান করিতে পারেন কোন কারনে?

ক. কোন সিদ্ধান্ড, দন্ড বা আদেশের নির্ভুলতা

খ. বৈধতা বা যৌক্তিকতা

গ. কোন কার্য্যক্রমের নিয়মানুগতা সম্পর্কে পরিতুষ্ঠ হইবার জন্য

● ঘ. সবগুলো

২৫৭। ৪৩৫ ধারা অনুসারে নথি তলবের সময় নথি তলবকারী আদালত কি নির্দেশ দিতে পারিবেন?

ক. দন্ড কার্যকরীকরন স্থগিত খ. জামিনে মুক্তির

গ. আসামীর নিজের দেয়া বন্ডে মুক্তির ● ঘ. সবগুলো

২৫৮। ৪৩৫ ধারা অনুসারে কোন মামলার নথি তলব করিয়া নথি তলবকারী আদালত নথি পরীক্ষা করিয়া উক্ত বিষয়ে অনুসন্ধানের আদেশ প্রদান করিতে পারেন কত ধারা অনুযায়ী?

● ক. ধারা ৪৩৬ খ. ধারা ৪০৪

গ. ধারা ৪৩৫ ঘ. ধারা ৪০২

২৫৯। হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশন ক্ষমতা সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ধারা ৪৩৯ খ. ধারা ৪১৪

গ. ধারা ৪৩৫ ঘ. ধারা ৪০২

২৬০। দায়রা আদালতে রিভিশন ক্ষমতা সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ধারা ৪৩৯ এর (ক) খ. ধারা ৪১৪

গ. ধারা ৪৩৫ ঘ. ধারা ৪০২

২৬১। ফৌজদারী আপীল নামঞ্জুর হইলে কী করবেন?

● ক. রিভিশন খ. আপীল

গ. কিছুই করার নাই ঘ. কোনটি নয়

২৬২। নিচের কোনটি বিরূদ্ধে রিভিশন করা যায়?

● ক. ডিসচার্জ আদেশ খ. দণ্ডাদেশ

গ. অপর্যাপ্ত দণ্ডের আদেশ ঘ. খালাস আদেশ

২৬৩। নিচের কোনটি বিরূদ্ধে রিভিশন করা যায়?

● ক. নারাজী পিটিশন নামঞ্জুর খ. দণ্ডাদেশ

গ. অপর্যাপ্ত দণ্ডের আদেশ ঘ. খালাস আদেশ

২৬৪। নারাজী পিটিশন নামঞ্জুর হইলে কত ধারায় আবেদন করতে হবে?

● ক. ধারা ৪৩৫ এবং ৪৩৬ খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪০৪ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৬৫। জামিন যোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আসামী কত ধারা অনুসারে জামিন পায়?

● ক. ধারা ৪৯৬ খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪০৪ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৬৬। আপনি একজন আইনজীবী। জামিনযোগ্য কোন মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী জামিনের আবেদন করিবেন?

● ক. ধারা ৪৯৬ খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪০৪ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৬৭। জামিন যোগ্য অপরাধের অভিযুক্ত ব্যাক্তির বা আসামীর জামিন প্রাপ্তি বা জামিনে মুক্তি পাওয়ার সুযোগ কী?

ক. মৌলিক অধিকার খ. সাংবিধানিক অধিকার

গ. নাগরিক অধিকার ● ঘ. আইনগত অধিকার

২৬৮। জামিন অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসার কর্তৃক বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার বা আটক হইলে, তাহাকে আদালতে হাজির করা হইলে তাহাকে জামিন মুক্তি দেয়া যাইতে পারে- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪৯৭ খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৬৯। মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেয়া যাইবে না, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তি নাবালক, স্ত্রীলোক বা পীড়িত ও অক্ষম হইলে জামিন দেয়া যায় কোন ধারা অনুযায়ী?

● ক. ধারা ৪৯৭ খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৭০। জামিন অযোগ্য এবং মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধ অভিযুক্ত গণ ৪৯৭ ধারা অনুসারে কোন ক্ষেত্রে জামিন পেতে পারেন? অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ যদি-

ক. ১৬ বছরের কম বয়স্ক খ. মহিলা

গ. পীড়িত ও অক্ষম ● ঘ. সবগুলো

২৭১। খুনের মামলায় আসামী মামলার কোন পর্যায়ে জামিনের আবেদন করিতে পারে?

● ক. মামলার যেকোন পর্যায়ে খ. চার্জশীট প্রদানের পূর্বে

গ. চার্জশীট প্রদানের পরে ঘ. রায় ঘোষণার আগে

২৭২। জামিন অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করিতে পারেন কোন জজ আদালত?

ক. জেলা জজ খ. অতিরিক্ত জেলা জজ

গ. যুগ্ম জেলা জজ ● ঘ. দায়রা জজ

২৭৩। জামিন অযোগ্য অপরাধের মামলায় জামিন মঞ্জুরের জন্য কোন বিষয়টি প্রধান্য পেতে পারে?

ক. আসামীর ব্যাংক একাউন্টে ১০ কোটি টাকা

খ. ৫০ বিঘা স্থাবর সম্পত্তি গ. ক্ষমতাবান ব্যক্তি

● ঘ. আসামী অসুস্থ, মেডিক্যাল বিশেষজ্ঞ দ্বারা চিকিৎসা প্রয়োজন

২৭৪। কোন অপরাধ জামিন যোগ্য, ফৌজদারী কার্যবিধির কোথায় উলেণ্টক করা হয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় তফসিল কলাম ৫ খ. ধারা ৪৯৬

গ. ধারা ৪৯৭ ঘ. কোনটি নয়

২৭৫। হাইকোর্ট বিভাগ কিংবা দায়রা আদালত নিজে মুক্তি দিয়া থাকিলে অপর কোন আদালত এই ধারার অধীন মুক্তিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করাইতে ও তাহাকে হাজতে প্রেরণ করিতে পারিবেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪৯৭ উপধারা ৫ খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ উপধারা ৫ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৭৬। কোন কর্মকর্তা বা আদালত ধারা ৪৯৭ এর উপধারা ১ কিংবা ২ এর অধীন কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিলে, মুক্তি দেওয়ার কারন লিপিবদ্ধ করিবেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪৯৭ উপধারা ৩ খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ উপধারা ৫ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৭৭। জামিনের অযোগ্য অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার সমাপ্ত হওয়ার পর রায় প্রদানের পূর্বে আদালত যদি মনে করেন আসামী দোষী নহে, তাহা হইলে আসামী কারাগারে থাকিলে রায় শ্রবণের উদ্দেশ্যে হাজির হওয়ার জন্য জামিনদার ব্যতীত বন্ড সম্পাদনের পর তাহাকে মুক্তি দিবেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪৯৭ উপধারা ৪ খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ উপধারা ৫ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৭৮। প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট জামিন নামঞ্জুর করিলে জামিনের আবেদন কত ধারা অনুযায়ী করিতে হইবে?

ক. ধারা ৪৯৭ উপধারা ৫ ● খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ উপধারা ৫ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৭৯। প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট জামিন নামঞ্জুর করিলে জামিনের আবেদন কোন আদালতে করিতে হইবে?

● ক. দায়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ

গ. হাইকোর্ট ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২৮০। দায়রা জজ আদালত জামিন নামঞ্জুর করিলে কী করিবেন?

ক. দায়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ

●গ. হাইকোর্ট ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২৮১। দায়রা জজ আদালত জামিন নামঞ্জুর করিলে কী করিবেন?

● ক. হাইকোট্য বিভাগে জামিনেন আবেদন খ. রিভিশন

গ. দায়রা আদালতে রিভিশন ঘ. কোনটি নয়

২৮২। দায়রা জজ আদালত জামিন নামঞ্জুর করিলে হাইকোর্ট বিভাগে জামিনের আবেদন কত ধারা অনুযায়ী?

ক. ধারা ৪৯৭ উপধারা ৫ ● খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ উপধারা ৫ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৮৩। গ্রেফতারকৃত আসামীকে থানা হইতে প্রথমে কোথায় প্রেরন করা হয়?

ক. আদালতের হাজতখানায় খ. কারাগারে

গ. কেন্দ্রীয় কারাগারে ঘ. কোনটি নয়

২৮৪। থানা হইতে আসামীদের আদালতের হাজতখানায় প্রেরনের সময় আসামীদের কয়টি তালিকায় ভাগ করা হয়?

●ক. দুইটি খ. তিনটি

গ. চারটি ঘ. ছয়টি

২৮৫। থানা হইতে আসামীদের আদালতের হাজতখানায় প্রেরনের সময় আসামীদের কী কী তালিকায় ভাগ করা হয়?

● ক. জি আর মামলা ও নন জি আর মামলা

খ. জামিন যোগ্য ও জামিন অযোগ্য

গ. আমল যোগ্য ও আমাল অযোগ্য ঘ. কোনটি নয়

২৮৬। জি আর মামলার তালিকা কোন আসামীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়?

● ক. আমল যোগ্য মামলা খ. আমর অযোগ্য মামলা

গ. জামিন যোগ্য ঘ. কোনটি নয়

২৮৭। নন জি আর মামলার তালিকা কোন আসামীদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়?

ক. আমল যোগ্য মামলা ●খ. আমর অযোগ্য মামলা

গ. জামিন যোগ্য ঘ. কোনটি নয়

২৮৮। জি আর ও নন জি আর তালিকাদ্বয়ের মামলাকে একত্রে কী বলে?

● ক. প্রডাকশন মামলা খ. সি আর মামলা

গ. জি আর মামলা ঘ. কোনটি নয়

২৮৯। আইনজীবীকে আসামীর পক্ষে জামিন শুনানি অথবা জামিন করার জন্য আসামীর নিকট হতে কী নিতে হবে?

● ক. ওকালতনামায় আসামীর স্বাক্ষর খ. মুচলেকা

গ. কোর্ট ফি ঘ. কোনটি নয়

২৯০। ওকালতনামায় আসামীর স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য ওকালতনামা হাজতখানার দায়িত্বরত কনস্টেবলের নিকট দিলে তিনি ওকালতনামাটি হাজতখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করলে আসামীর স্বাক্ষরের নিচে সত্যায়িত লেখা পূর্বক সীল স্বাক্ষর করতঃ উল্টো পিঠে কী লিখবেন?

● ক. কনস্টেবলের নাম খ. আইনজীবীর নাম

গ. আদালতের নাম ঘ. সেলফ

২৯১। ওকালতনামায় আসামীর স্বাক্ষর গ্রহণের জন্য আইনজীবী নিজে ওকালতনামাটি হাজতখানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট দাখিল করলে আসামীর স্বাক্ষরের নিচে সত্যায়িত লেখা পূর্বক সীল স্বাক্ষর করতঃ উল্টো পিঠে কী লিখবেন?

ক. কনস্টেবলের নাম ● খ. সেলফ

গ. আদালতের নাম ঘ. আইনজীবীর নাম

২৯২। আপনি একজন আইনজীবী। যদি কোন ব্যক্তি এসে আপনাকে বলে যে, সে কোন একটি মামলার পলাতক আসামী। আপনার মাধ্যমে মামলাটি আদালতে মোকাবেলা করতে চায়। আপনি তার জন্য প্রথম কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন?

● ক. আদালতে সারেন্ডার বা আত্মসমর্পনের মাধ্যমে জামিনের ব্যবস্থা

খ. আসামীকে থানায় গিয়ে আত্মসমর্পন করতে বলবেন

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৯৩। পুট-আপ করে জামিন করানো যায় কখন?

● ক. আসামী জেল হাজতে বন্দি থাকলে

খ. আসামী পলাতক থাকলে গ. আসামী বিদেশ থাকলে

ঘ. পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে আদালতে আসলে

২৯৪। আগাম জামিনের আবেদন কত ধারায়?

ক. ধারা ৪৯৯ ● খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৯৫। আগাম জামিন (Anticipatory Bail) মঞ্জুর করিতে পারেন-

● ক. হাইকোর্ট বিভাগ খ. জেলা জজ

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৯৬। জামিননামা বা বেইল বন্ড কত ধারায়?

●ক. ধারা ৪৯৯ খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৯৭। বেইল বন্ড অতিরিক্ত হলে কোন ধারা অনুসারে কমনোর জন্য "ফৌজদারী বিবিধ মামলা" আবেদন করা যায়?

ক. ধারা ৪৯৯ ●খ. ধারা ৪৯৮

গ. ধারা ৪৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

২৯৮। বেইল বন্ড অতিরিক্ত হলে ৪৯৮ ধারা অনুসারে কমানো জন্য ফৌজদারী বিবিধ মামলা আবেদন করা যায় কোন আদালতে?

●ক. দায়রা জজ আদালত খ. সহকারী জজ আদালত

গ. জেলা জজ আদালত ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

২৯৯। জামিননামা বা বেইল বন্ড প্রস্তুত করেন কে?

● ক. আইনজীবী খ. জজ

গ. ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. কোনটি নয়

৩০০। জামিননামা বা বেইল বন্ডে কী উলেণ্ঢখ থাকে?

● ক. আসামীর নাম, পূর্ণ ঠিকানা

খ. জামিনকৃত অর্থের পরিমাণ, জামিনদারের নাম ও ঠিকানা

গ. স্বাক্ষরসহ আইনজীবীর নাম ও ঠিকান ঘ. সবগুলো

৩০১। আসামী কোর্ট হাজতে থাকা অবস্থায় আদালত জামিন মঞ্জুর করলে আইনজীবী জামিননামা ও সাথে আর কী তৈরি বা পূরণ করবেন?

● ক. মুক্তিনাম খ. পরোয়ানা ফেরৎ কল

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৩০২। আসামী স্বল্প সময়ের জন্য পুলিশের হেফাজতে আসামীর বাড়িতে বা অন্য কোথাও যেতে দেওয়াকে কী বলা হয়?

● ক. Bail on Parole খ. Bail

গ. Anticipatory ঘ. কোনটি নয়

৩০৩। হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারী মামলা স্থানান্ড়র করিতে পারিবেন কিংবা স্বয়ং উহার বিচার করিতে পারিবেন - উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

ক. ধারা ৪৯৯ ● খ. ধারা ৫২৬

গ. ধারা ৪৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

৩০৪। ফৌজদারী মামলা এক ফৌজদারী আদালত হইতে অন্য ফৌজদারী আদালতে স্থানান্ড়রের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ কোন বিষয় বিবেচনা করবেন?

ক. ন্যায়সঙ্গত ও নিরপেক্ষ অনুসন্ধান বা বিচার পাওয়া যাইবে না - অসাধারণ জটিল আইনের প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে

খ. অপরাধ সংগটিত হওয়ার স্থান পরিদর্শন প্রয়োজন হতে পার- পক্ষসমূহ বা সাক্ষীগণের সুবিধা হইবে

গ. ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্যে বা এই বিধির কোন বিধান অনুসারে আদেশ হওয়া সমীচীন

● ঘ. সবগুলো

৩০৫। দায়রা জজ কোন ধারায় বিধান মতে তার অধীনস্থ এক আদালত হতে অন্য আদালতে ফৌজদারী মামলা স্থানান্ড়র করিতে পারেন–

ক. ধারা ৪৯৯ ● খ. ধারা ৫২৬ এর খ

গ. ধারা ৪৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

৩০৬। কোন মামলা টাংগাইল দায়রা জজ আদালত হতে ফেনী আদালতে স্থানান্ড়র করতে হলে আবেদন কোথায় করতে হবে?

ক. টাংগাইল দায়রা জজ আদালত খ. ফেনী জজ আদালত

গ. ক ও খ ● ঘ. হাইকোর্ট বিভাগ

৩০৭। এক জেলা হইতে ফৌজদারী মামলা অন্য জেলায় স্থানান্ড়র করতে হলে আবেদন কোন আদালতে করতে হবে?

ক. যে কোন একটি জেলার আদালতে

খ. দুইটি জেলার আদালতে

গ. ক ও খ ● ঘ. হাইকোর্ট বিভাগ

৩০৮। দাযরা জজ, যুগ্ম দায়রা জজের নিকট হইতে কোন ধারা অনুযায়ী মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিতে পারেন?

ক. ধারা ৪৯৯ ● খ. ধারা ৫২৮

গ. ধারা ৪৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

৩০৯। চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মামলা উঠাইয়া লইতে বা প্রেরণ করিতে পারেন কোন ধারা অনুযায়ী?

ক. ধারা ৪৯৯ ● খ. ধারা ৫২৮ এর খ

গ. ধারা ৪৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

৩১০। হাইকোর্ট বিভাগ বা দায়রা আদালত কোন প্রেক্ষিতে মামলা স্থানান্ড়র করিতে পারেন?

ক. স্ব-ইচ্ছা (সুয়োমটো)

খ. নিম্ন আদালতের রিপোর্টের ভিত্তিতে

গ. পক্ষগণের দরখাস্ড়ের প্রেক্ষিতে ● ঘ. সবগুলো

৩১১। মামলা স্থানান্ড়র জন্য আবেদনকে কী বলে?

● ক. ট্রান্সফার মিসকেস খ. আপীল মিসকেস

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

ফৌজদরী কার্যবিধির অতিরিক্ত প্রশ্নবলী

০১। ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন হয়েছে-

● ক. ২০০০ সাল খ. ২০০২ সাল

গ. ১৯৯৯ সাল ঘ. কোনটি নয়

০২। ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন হয়েছে

● ক. ২০০৩ সাল খ. ২০০২ সাল

গ. ১৯৯৯ সাল ঘ. কোনটি নয়

০৩। ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন হয়েছে

● ক. ২০০৯ সাল খ. ২০০২ সাল

গ. ১৯৯৯ সাল ঘ. কোনটি নয়

০৪। ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন আইন- ২০০৯, ২০০৯ সনের কত নং আইন ?

● ক. ৩২ নং খ. ৩৬ নং

গ. ৩০ নং ঘ. কোনটি নয়

০৫। ফৌজদারী কার্যবিধির সংশোধন আইন - ২০০৯ কত সালের কত তারিখ হইতে কার্যকর?

● ক. ২০০৭ সালের ১লা নভেম্বর খ. ২০০৮ সালের ১লা অক্টোবর

গ. ২০০৯ সালের ১লা নভেম্বর ঘ. কোনটি নয়

০৬। ফৌজদারী কার্যবিধি সর্বশেষ সংশোধন হয়েছে কত সালে?

ক. ১৭৯৩ সাল খ. ২০০২ সাল

গ. ১৯৯৩ সাল ● ঘ. ২০১২ সাল

০৭। ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর গোড়াপত্তন হয় কত সালে?

●ক. ১৭৯৩ সাল খ. ২০০২ সাল

গ. ১৯৯৩ সাল ঘ. কোনটি নয়

০৮। ১৭৯৩ সালে ফৌজদারী কার্যবিধি গোড়াপত্তন হয় কত নং রেগুলেশন দ্বারা?

● ক. ৯ নং খ. ৩৬ নং

গ. ৩০ নং ঘ. কোনটি নয়

০৯। প্রথম ভারতীয় আইন কমিশনের প্রধান ছিলেন–

ক. লর্ড মেকলে খ. স্যার জেমস স্টিফেন

● গ. স্যার টেইলর ঘ. কোনটি নয়

১০। ফৌজদারী কার্যবিধি মোতাবেক সম্পন্ন হয় নিচের কোন কার্য্য?

ক. আসামীকে আটক করা খ. আদালতের গঠন এবং ক্ষমতা

গ. অপরাধের তদন্ড় ● ঘ. সবগুলো

১১। ফৌজদারী কার্যবিধিতে নিচের কোন বিষয়ে নিয়ম আছে?

ক. মামলা দায়ের এবং পরিচালনা খ. নিষ্পত্তি

গ. রায় প্রদান ● ঘ. সবগুলো

১২। নিচের কোন বিষয় সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধিতে উলেণ্ঢখ আছে?

ক. অপরাধের অনুসন্ধান খ. অপরাধের তদন্ড়

গ. অপরাধের বিচার ● ঘ. সবগুলো

১৩। ফৌজদারী কার্যবিধি যদিও পদ্ধতিগত আইন তথাপি নিম্ন বর্ণিত কোন বিষয় মৌলিক আইনের রূপ পরিগ্রহ করেছে?

ক. সম্পত্তির বিলি-বণ্টন সম্পর্কিত বিধান সমূহ

খ. স্ত্রী এবং সন্ড়ান-সন্ড়তির ভরণ-ভোষণ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ

গ. পুলিশ কর্তৃক অপরাধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা সমূহ

● ঘ. সগগুলো

১৪। হাইকোর্ট বিভাগ আইনে অনুমোদিত যে কোন প্রকার দন্ড প্রদান করিতে পারেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩১ এর ২খ. ধারা ৫২ এর খ

গ. ধারা ৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

১৫। দায়রা জজ অথবা অতিরিক্ত দায়রা জজ আইনে অনুমোদিত যে কোন প্রকার দন্ড প্রদান করিতে পারেন, তবে এই রূপ কোন জজ যদি মৃত্যুদন্ড প্রদান করে তাহলে হাইকোর্ট বিভাগের অনুমোদন সাপেক্ষে দন্ড কার্য্যকর হইবে- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩১ এর ২খ. ধারা ৫২ এর খ

গ. ধারা ৩৭ ঘ. ধারা ৪৩৫

১৬। যুগ্ম দায়রা জজ মৃত্যুদন্ড অথবা ১০ বৎসরের অধিক কারাদন্ড ব্যতিত আইনে অনুমোদিত যে কোন প্রকার দন্ড প্রদান করিতে পারেন- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩১ এর ৩ খ. ধারা ৫২ এর খ

গ. ধারা ৩৭ ঘ. ধারা ৪৩

১৭। হাইকোর্ট বিভাগ কোন প্রকার দন্ড প্রদান করিতে পারেন?

ক. যে কোন প্রকার খ. কারাদন্ড গ. অর্থদন্ড

● ঘ. আইনে অনুমোদিত যে কোন প্রকার দ

১৮। মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আইনে অনুমোদিত নিঃসঙ্গ অবরোধসহ ৫ বৎসরের অনধিক কারাদ অনধিক ১০ হাজার টাকা অর্থদ প্রদান করিতে পারেন – উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩১ এর ১(ক) খ. ধারা ৫২ এর খ

গ. ধারা ৩৭ ঘ. ধারা ৪৩

১৯। দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আইনে অনুমোদিত নিঃসঙ্গ অবরোধসহ ৩ বৎসরের অনধিক কারাদ অনধিক ৫ হাজার টাকার অর্থদ প্রদান করিতে পারেন - উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩১ এর ১(খ) খ. ধারা ৫২ এর খ

গ. ধারা ৩৭ ঘ. ধারা ৪৩

২০। তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত আইনে অনুমোদিত ২ বৎসরের অনধিক কারাদ অনধিক ২ হাজার টাকার অর্থদ প্রদান করিতে পারেন -উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩১ এর ১(গ) খ. ধারা ৫২ এর খ

গ. ধারা ৩৭ ঘ. ধারা ৪৩

২১। ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে নেওয়ার বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ধারা ১৯০ খ. ধারা ৫২

গ. ধারা ৩৭ ঘ. ধারা ৪৩

২২। দায়রা আদালত কর্তৃক অপরাধ আমলে নেওয়ার বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ধারা ১৯৩ খ. ধারা ৫২

গ. ধারা ১৩৭ ঘ. ধারা ১৪৩

২৩। একবার দিত বা খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির একই অপরাধের জন্য পুনরায় বিচার করা যাইবে না- উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪০৩ খ. ধারা ৫২

গ. ধারা ৪০৭ ঘ. ধারা ১৪৩

২৪। খালাসের বিরূদ্ধে আপীললের ক্ষেত্রে আসামীকে গ্রেফতার বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ধারা ৪২৭ খ. ধারা ৫২০

গ. ধারা ৪০৭ ঘ. ধারা ১৪৩

২৫। দন্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপীল আদালত হইতে জামিন পেতে পারেন কত ধারা অনুযায়ী?

● ক. ধারা ৪২৬ খ. ধারা ৫২০

গ. ধারা ৪০৭ ঘ. ধারা ৪৪৩

২৬। যদি কোন ম্যাজিস্ট্রেট আইনত ক্ষমতাবান না হইয়া ৮৮ ধারার অধীনে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার নির্দেশ প্রদান করেন তবে উক্ত কার্য্যধারা বাতিল হইবে– উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৫৩০ খ. ধারা ৫২০

গ. ধারা ৪০৭ ঘ. ধারা ৪৪৩

২৭। সরেজমিনে পরিদর্শন (Local Inspection) বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ধারা ৫৩৯ এর খ খ. ধারা ৫২০

গ. ধারা ৪০৭ ঘ. ধারা ৪৪৩

২৮। আদালত উপযুক্ত মনে করিলে আদালতে যোগদানকারী কোন ফরিয়াদী বা সাক্ষীকে সরকারী তহবিল হইতে যুক্তি সংগত খরচ প্রদানের আদেশ দিতে পারিবেন- উক্ত বিধান কোন ধারায আছে?

● ক. ধারা ৫৪৪ খ. ধারা ৫২০

গ. ধারা ৪৩৯ ঘ. ধারা ৪৪৩

২৯। যে সমস্ড় মামলায় জজ কিংবা ম্যাজিস্ট্রেটের ব্যক্তিগত স্বার্থ থাকে উক্ত ধরনের মামলার বিচার করিবেন না - উক্ত বিধান কোন ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৫৫৬ খ. ধারা ৫২০

গ. ধারা ৪৫৬ ঘ. ধারা ৪৪৩

৩০। হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্নিহিত ক্ষমতার সংরক্ষণ ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৫৬১ এ ক খ. ধারা ৫২০

গ. ধারা ৪৫৬ ঘ. ধারা ৫৫১

৩১। Futher Insvestingation ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ১৭৩ এর ২ খ. ধারা ৫২০

গ. ধারা ১৩৭ ঘ. ধারা ৫৫১

৩২। নালিশি মামলা (সি আর কেস) ম্যাজিস্ট্রেট আমলে গ্রহণ করেন ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী?

● ক. ধারা ১৯০ খ. ধারা ১২০

গ. ধারা ১৩৭ ঘ. ধারা ১৫১

৩৩। ম্যাজিস্ট্রেট ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী প্রেফতার করিতে পারেন?

● ক. ধারা ৬৪ এবং ৬৫ খ. ধারা ১২০

গ. ধারা ১৩৭ ঘ. ধারা ১৫১

৩৪। সুরতহাল রিপোর্ট () সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ধারা ১৭৪ এর ১ খ. ধারা ১২০

গ. ধারা ১৩৭ ঘ. ধারা ১৫১

৩৫। মৃত্যুর দৃশ্যমান কারন সম্পর্কে যে রিপোর্ট তৈরি করা হয় সেটি হচ্ছে –

● ক. সুরতহাল রিপোর্ট খ. পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট

গ. পুলিশ রিপোর্ট ঘ. সাংবাদিক রিপোর্ট

৩৬। মৃত্যুর কারন সম্পর্কে যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তার যে রিপোর্ট তৈরি করেন সেটি হচ্ছে–

ক. সুরতহাল রিপোর্ট ● খ. পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট

গ. পুলিশ রিপোর্ট ঘ. সাংবাদিক রিপোর্ট

৩৭। ময়না তদন্ড়প্রতিবেদন (পোস্ট মর্টেম রিপোর্ট) সম্পর্কে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ধারা ১৭৪ এর ৩ খ. ধারা ১২০

গ. ধারা ১৩৭ ঘ. ধারা ১৫১

৩৮। মৃত্যুর কারণ এবং প্রকৃতি নির্ধারনের জন্য কবর থেকে মৃতদেহ উত্তোলন করা হচ্ছে-

ক. Exhumation খ.Post Mortem

গ. Inquest ঘ. কোনটি নয়

৩৯। চিকিৎসক সাক্ষীর জবানবন্দি বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ধারা ৫০৯ খ. ধারা ৫২০

গ. ধারা ৪৫৬ ঘ. ধারা ৪৪৩

৪০। অপরাধের প্রকৃতি ভিত্তিতে ফৌজদারী মামলা কত প্রকার ?

● ক. ২ প্রকার খ. ৪ প্রকার

গ. ৩ প্রকার ঘ. ৬ প্রকার

৪১। অপরাধের প্রকৃতি বিবেচনায় ফৌজদারী মামলা দুই প্রকার , কী কী ?

ক. নিরোধ মূলক খ. দ্ার্হ মূলক

● গ. ক ও খ গ. কোনটি নয়

৪২। অপরাধের গুর্ত্ব বিবেচনায় ফৌজদারী মামলা কত প্রকার?

● ক. ২ প্রকার খ. ৪ প্রকার

গ. ৩ প্রকার ঘ. ৬ প্রকার

৪৩। অপরাধের গুর্ত্ব বিবেচনায় ফৌজদারী মামলা দুই প্রকার , কী কী ?

ক. আমলযোগ্য খ. আমল অযোগ্য

● গ. ক ও খ গ. কোনটি নয়

৪৪। মামলা দায়ের পদ্ধতির ভিন্নতাভেদে ফৌজদারী মামলা কত প্রকার ?

ক. ২ প্রকার খ. ৪ প্রকার

● গ. ৩ প্রকার ঘ. ৬ প্রকার

৪৫। প্রচলিত আইনের আওতায় ফৌজদারী মামলা দায়েরের ৩টি পদ্ধতি হচ্ছে–

ক. সি আর মামলা খ. জি. আর মামলা

গ. নন-জি. আর মামলা ● ঘ. সবগুলো

৪৬। জি. আর মামলা দায়ের করা যায় থানায় কিসের মাধ্যমে?

● ক. FIR খ নালিশ

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৪৭। যে সকল মামলা থানা ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কিংবা অপর কোন পুলিশ অফিসার কর্তৃক প্রসিকিউশন রিপোর্টের মাধ্যমে দায়ের হইয়া থাকে, সেগুলি হচ্ছে–

ক. সি আর মামলা খ. জি. আর মামলা

● গ. নন-জি. আর মামলা ঘ. সবগুলো

৪৮। পরোয়ানা () মামলা অনুযায়ী কত প্রকার ?

●ক. ২ প্রকার খ. ৪ প্রকার

গ. ৩ প্রকার ঘ. ৬ প্রকার

৪৯। সামগ্রিক ভাবে পরোয়ানা কত প্রকার ?

●ক. ১০ প্রকার খ. ৪ প্রকার

গ. ৩ প্রকার ঘ. ৬ প্রকার

৫০। আদালত বা বিচারকের কোন বিষয় সম্পর্কে জুডিশিয়াল নজরে আনয়ন করাকে বলা যায়–

● ক. আমলে গ্রহণ খ. বিচার

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

সিলেবাস অনুযায়ী ফৌজদারী কার্যবিধি আইনের ধারাসমূহ ঃ

ধারা-০০৪ ঃ সংজ্ঞাসমূহ।

ধারা-০০৪ (১)(ক)ঃ এডভোকেট (Advocate)

ধারা-০০৪ (১) (কক)ঃ এটর্নী জেনারেল (Attorney-Genaral)

ধারা-০০৪ (১) (খ)ঃ জামিনযোগ্য অপরাধ (Bailable offence)

ধারা-০০৪ (১) (গ)ঃ চার্জ (Charge) ।

ধারা-০০৪ (১) (ঙ)ঃ রাষ্ট্রীয় কেরানী (Clerk of the state) ।

ধারা-০০৪ (১) (চ)ঃ আমোলযোগ্য অপরাধ ও আমালযোগ্য মামলা (Cognizable offence/ Cognizble case)

ধারা-০০৪ (১) (জ)ঃ নালিশ (Complaint)

ধারা-০০৪ (১) (জজ)ঃ দায়রা আদালত (Court of Sessions)

ধারা-০০৪ (১) (ঞ)ঃহাইকোর্ট বিভাগ (High Court Division)

ধারা-০০৪ (১) (ট)ঃ অনুসন্ধান (Inquiry)

ধারা-০০৪ (১) (ঠ)ঃ তদন্ড় (Investigation)

ধারা-০০৪ (১) (ড)ঃ বিচারিক কার্যক্রম (Judicial Proceedings)।

ধারা-০০৪(১) (ঢ)ঃ আমল অযোগ্য অপরাধ ও আমল অযোগ্য মামলা (Noncognizable offence/ Non- cognizable)

ধারা-০০৪(১) (ণ)ঃ অপরাধ (Offence) ।

ধারা-০০৪(১) (ত)ঃ থানার ভার প্রাপ্ত কর্মকর্তা (Officer in charge of a police station) ধারা-০০৪(১) (থ)ঃ স্থান (Place) ।

ধারা-০০৪(১) (ধ)ঃ থানা (Police Station)।

ধারা-০০৪(১) (ন)ঃ পাবলিক প্রতিকিউটর (Public Prosecutor)।

ধারা-০০৪(১) (প)ঃ উপজেলা (Upazila)।

ধারা-০০৬ঃ ফৌজদারী আদালতের শ্রেণী বিভাগ।

ধারা-০০৯ঃ দায়রা আদালত।

ধারা-০১০ঃ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট।

ধারা-০১২ঃ বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট।

ধারা-১০৭ঃ অন্যান্য ক্ষেত্রে শান্ড়ি রক্ষায় মুচলেকা।

ধারা-১০৮ঃ রাষ্ট্রদোহিতামূলক বিষয় প্রচারকারী ব্যক্তির সদাচরণের মুচলেকা

ধারা-১০৯ঃ ভবঘুরে ও সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের সদাচরণের মুচলেকা।

ধারা-১১০ঃ অভ্যাসগত অপরাধীদের সদারচণের মুচলেকা।

ধারা-১৪৪ঃ উৎপাত বা আশাংকিত বিপদের ক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ সম্পূর্ণ আদেশ জারীর ক্ষমতা।

ধারা-১৪৫ঃ জমি, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিরোধের ফলে শান্ড়ি ভঙ্গের আশংকা থাকিলে পদ্ধতি।

ধারা-১৪৫(৬)ঃ আইনগতভাবে উচ্ছেদ না হওয়া পর্যন্ড় দখলে থাকা পক্ষ দখলে থাকবে।

ধারা-১৪৬ঃ বিরোধীয় বিষয়বস্তু ক্রোক করার ক্ষমতা।

ধারা-১৫৪ঃ আমলযোগ্য মামলার সংবাদ (এজাহার দায়ের)

ধারা ১৫৫ঃ আমল অযোগ্য মামলার খবর।

ধারা-১৭২ঃ তদন্ড়ের বিবরণ সম্বলিত ডাইরি।

ধারা-১৭৫ঃ লোকজনকে সমন দেওয়ার ক্ষমতা।

ধারা-২০০ঃ নালিশী মামলা দায়েরের সময় বাদীর জবানবন্দী।

ধারা-২০১ঃ অভিযোগ আমলে লওয়ার ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটের না থাকিলে তখনকার পদ্ধতি।

ধারা-২০২ঃ ওয়ারেন্ট ইস্যু স্থগিত রাখা।

ধারা-২০৩ঃ নালিশ খারিজকরণ।

ধারা-২০৪ঃ পরোয়ানা ইস্যু।

ধারা-২০৫ঃ ম্যাজিস্ট্রেট আসামীর ব্যক্তিগত হাজিরা মওকুফ করতে পারেন।

ধারা-২৪১ঃ মামলার পদ্ধতি।

ধারা-২৪১(ক)ঃ আসামীকে যখন মামলা হতে অব্যাহতি দিতে হবে।

ধারা-২৪২ঃ অভিযোগ গঠন করিতে হইবে।

ধারা-২৪৩ঃ অভিযোগের সত্যতা স্বীকারের পর দণ্ড।

ধারা-২৪৪ঃ অভিযোগ স্বীকার না করলে তখনকার পদ্ধতি।

ধারা-২৪৫ঃ খালাস।

ধারা-২৪৭ঃ ফরিয়াদীকে অনুপস্থিতি।

ধারা-২৪৮ঃ নালিশ প্রতাহার।

ধারা-২৪৯ঃ ফরিয়াদী না থাকলে বিচার বন্ধ করবার ক্ষমতা।

ধারা-২৬৫(গ)ঃ অব্যহতি (দায়রা জজ আদালত কর্তৃক)

ধারা-৪০৪ঃ অন্য কোন বিধান না থাকলে আপীল চলবেনা।

ধারা-৪০৫ঃ ক্রোককৃত সম্পত্তি পূনরুদ্ধারের আবেদন অগ্রাহ্য হলে উহার বিরূদ্ধে আপিল।

ধারা-৪০৬ঃ শান্তি রাক্ষা বা সদাচরণের মুচলেকার আদেশের আপিল।

ধারা-৪০৭ঃ দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের বিরুদ্ধে আপিল।

ধারা-৪০৮ঃ যুগ্ম দায়রা জজ বা প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল।

ধারা-৪০৯ঃ কিভাবে দায়রা আপিল শুনানী হয়।

ধারা-৪১০ঃ দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত দ্ণাদেশের বির্দ্ধে আপিল।

ধারা-৪১২ঃ আসামী দোষ স্বীকার করিলে কতিপয় ক্ষেত্রে আপীল চলিবেনা।

ধারা-৪১৩ঃ তুচ্ছ মামলার কোন আপিল নাই।

ধারা-৪১৪ঃ সংক্ষিপ্ত বিচারের কতিপয় দন্ডের বির্দ্ধে আপিল নাই।

ধারা-৪১৭ঃ খালাসের ক্ষেত্রে আপিল।

ধারা-৪১৭(ক)ঃ অপর্যাপ্ত দন্ডের বির্দ্ধে আপিল।

ধারা-৪১৮ঃ কোন কোন বিষয়ে বিষয়ে আপিল গ্রহণযোগ্য।

ধারা-৪১৯ঃ আপিলের আবেদন।

ধারা-৪২০ঃ আপিলকারী কারাগারে থাকলে তখনকার পদ্ধতি।

ধারা-৪৩৫ঃ নিম্ন আদালতের নথি তলবের ক্ষমতা।

ধারা-৪৩৬ঃ অনুসন্ধানের আদেশ দিবার ক্ষমতা।

ধারা-৪৩৬ঃ হাইকোর্ট ডিভিশনের নিকট প্রতিবেন দাখিল।

ধারা-৪৩৯ঃ হাইকোর্ট বিভাগের রিভিশনের ক্ষমতা।

ধারা-৪৩৯-কঃ দায়রা জজের রিভিশনের ক্ষমতা।

ধারা-৪৭৬ঃ ১৯৫ ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্রে পদ্ধতি।

ধারা-৪৯৬ঃ যে সকল ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা যাইবে।

ধারা-৪৯৭ঃ জামিনের অযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে জামিন মঞ্জুর করা যাইবে।

ধারা-৪৯৮ঃ জামিন মঞ্জুর করিবার এবং অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিবার ক্ষমতা।

ধারা-৫২৬ঃ হাইকোর্ট বিভাগের মামরা স্থানান্ড়র করিতে পারিবেন বা স্বয়ং বিচার করিতে পারিবেন।

ধারা-৫২৬-খঃ মামলা হস্ড়ান্ড়র করিতে দায়রা জজের ক্ষমতা।

ধারা-৫২৮ঃ দায়রা জজ যুগ্ম-দায়রা জজের নিকট হইতে মামলা উঠাইয়া লইতে পারেন।

দ্ববিধি- ১৮৬০

THE PENAL CODE-1860

০১। দ্ববিধি কত সালের কত নং আইন?

● ক. ১৮৬০ সালের ৪৫ খ. ১৮৬০ সালের ৪০

গ. ১৮৫০ সালের ৪৫ঘ. ১৮৬০ সালের ৪০

০২। দ্ববিধি কত সালের কত তারিখে প্রকাশিত হয়?

● ক. ১৮৬১ সালের ৬ই অক্টোবর খ. ১৮৬১ সালের ৬ই অক্টোবর

গ. ১৮৬২ সালের ৬ই অক্টোবর ঘ. ১৮৬০ সালের ৬ই নভেম্বর

০৩। দ্ববিধি কত সালের কত তারিখে কার্যকর হয়?

● ক. ১৮৬০ সালের ৬ই অক্টোবর খ. ১৮৬০ সালের ১লা জানুয়ারী

গ. ১৮৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঘ. ১৮৬৯ সালের ১লা জানুয়ারী

০৪। দ্ববিধিতে সর্বমোট কতটি ধারা আছে?

● ক. ৫১১ খ. ৫১২

গ. ৪২০ ঘ. ১১৫

০৫। দন্ডবিধি কোন ধরনের আইন?

● ক. মৌলিক আইন খ. পদ্ধতিগত আইন

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

০৬। কতিপয় ব্যক্তি একই সাধারণ অভিপ্রায় পূরণকল্পে কোন অপরাধ সংগঠন করে। তবে তাদের প্রত্যেকে এমনভাবে দায়ী হবেন একা উক্ত কাজ করিলে যেভাবে দায়ী হইতেন- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ধারা ৩৪ খ. ধারা ১০৯

গ. ধারা ৩৫ ঘ. ধারা ১০৮

০৭। দন্ডবিদির ৩৪ ধারায় কোন বিষয়ে বলা হয়েছে?

● ক. সাধারণ অভিপ্রায় খ. সাধারণ উদ্দেশ্য

গ. প্ররোচনা ঘ. কোনটি নয়

০৮। ৩৪ ধারা অনুসারে অপরাধ সংগটনের জন্য কত জন ব্যক্তির প্রয়োজন হয়?

● ক. একাধিক খ. একজন

গ. পাঁচ জন ঘ. সাত জন

০৯। ৩৪ ধারায় "সাধারণ অভিপ্রায়" এর উপাদান কোনটি বা উহা প্রমান করিবার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি?

ক. একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক কোন অপরাধমূলক কাজ সম্পাদিত

খ. অপরাধমূলক কাজে সরলের অভিপ্রায়

গ. অভিপ্রায়কে স্বার্থক করার জন্য অপরাধ সংগঠন

● ঘ. সবগুলো

১০। কোন অপরাধের মামলার জন্য কমপক্ষে কত জন ব্যক্তি না হলে ৩৪ ধারা কার্যকরী হবে না?

● ক. দুই জন খ. তিন জন

গ. পাঁচ জন ঘ. সাত জন

১১। কোন অপরাধের মামলার ক্ষেত্রে ৩৪ ধারা প্রয়োগ হইতে পারে?

ক. চুরি খ. ডাকাতি

গ. খুন ● ঘ. যেকোন অপরাধ যদি একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক হয়

১২। কোন শ্রেণির ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩৪ ধারা প্রযোজ্য হইতে পারে?

ক. চিহ্নিত অপরাধী খ. নিরীহ ব্যক্তি

গ. প্রভাবশালী ● ঘ. যেকোন শ্রেণির

১৩। কোন অপরাধ সংগটনের দায়ে ৩৪ ধারা অনুযায়ী দায়ী হইবার জন্য কোন বিষয়টি অবশ্যই প্রয়োজন?

ক. মোবাইল নির্দেশ দেয়া খ. অর্থ দিয়ে সাহায্য করা

গ. অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করা ● ঘ. অপরাধ সংগটনের সময় স্ব শরীরে উপস্থিত থাকা

১৪। ক ও খ পূর্ব থেকে পরিকল্পনা করিয়া ঘ কে আঘাত করিতেছে, ক এর মামাতো ভাই গ উক্ত বিষয়টি দেখিয়া ক ও খ এর সঙ্গে যুক্ত হইয়া ঘ কে আঘাত করিতে শুরু করিল। ঘ মারা গেল। গ উক্ত অপরাধের জন্য কোন রূপে দায়ী হইবে?

ক. অর্ধেক দায়ী খ. কিছুটা দায়ী

গ. দায়ী হইবে না ● ঘ. ৩৪ ধারা অনুসারে সমভাবে দায়ী হইবে

১৫। ৩৪ ধারার সর্বোচ্চ শাস্তি কী ?

ক. ১০ বছর কারাদন্ড খ. ৫ বছর কারাদন্ড

গ. মৃত্যুদন্ড ● ঘ. মূল অপরাধের শাস্তি

১৬। ৩৪ ধারার সর্বোনিম্ন শাস্তি কী?

ক. ১০ বছর কারাদন্ড খ. ৫ বছর কারাদন্ড

গ. মৃত্যুদন্ড ● ঘ. মূল অপরাধের শাস্তি

১৭। সাধারণ অভিপ্রায় (Common Intention) দন্ডবিধির কত ধারায়?

ক. ৯৭ ধারা ● খ. ৩৪ ধারা

গ. ৯৮ ধারা ঘ. ১০৪ ধারা

১৮। দন্ডবিধির ৩৪ ধারায় সাধারণ অভিপ্রায় এর ইংরেজী শব্দ কোনটি?

● ক. Common Intention খ. Common Object

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৯। একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক কোন অপরাধ সংগটিত হইলে প্রত্যেকের বিচারের জন্য কয়টি মামলা দায়ের করিতে হইবে?

● ক. একটি খ. দুইটি

গ. একাধিক ঘ. কোনটি নয়

২০। একাধিক ব্যক্তি কর্তৃক সংগটিত অপরাধের জন্য প্রত্যেকের বিচার একটি মামলায় মাধ্যমে সম্ভব - উক্ত বিধান কোথা আছে?

ক. ৯৭ ধারা ● খ. ৩৪ ধারা

গ. ৪৩ ধারা ঘ. ১০৪ ধারা

২১। যৌথ অপরাধীদের দায়িত্ব বর্ণনা করা হয় দন্ডবিধির কোন ধারা অনুসারে?

ক. ৩৩ ধারা ● খ. ৩৪ ধারা

গ. ৪৩ ধারা ঘ. ১০৪ ধারা

২২। যে ক্ষেত্রে অনুরূপ কার্য কোন অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হইবার দরূণ অপরাধমূলক হিসাবে গণ্য হয় দ"বিধির কোন ধারা অনুসারে?

ক. ৩৪ ধারা ● খ. ৩৫ ধারা

গ. ৪৩ ধারা ঘ. ১০৪ ধারা

২৩। যৌথ দায় এর নীতির কথা বলা হয়েছে দ"বিধির কত প্রারায়?

ক. ৩৪ ধারা ● খ. ৩৫ ধারা

গ. ৪৩ ধারা ঘ. ১০৪ ধারা

২৪। একই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের কথা বলা হয়েছে দ"বিধির কত ধারায়?

ক. ৩৪ ধারা ● খ. ৩৫ ধারা

গ. ৪৩ ধারা ঘ. ১০৪ ধারা

২৫। ১৮৬০ সালের দ"বিধির ধারা ৯৬ হইতে ১০৬ পর্যন্ড় কোন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

● ক. আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার খ. অপরাধে সহায়তা

গ. প্ররোচনা ঘ. কোনটি নয়

২৬। ৯৬ ধারা অনুসারে আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ জনিত কোন কার্যই কী নয়?

● ক. অপরাধ নয় খ. খারাপ নয়

গ. মন্দ নয় ঘ. ভালো নয়

২৭। কোন ব্যক্তি নিজের বা অপরের দেহ বা সম্পত্তি রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে কতিপয় বিধি নিষেধ সাপেক্ষে বে-আইনি আক্রমনকারী ব্যক্তির মৃত্যু পর্যন্ড় ঘটাইলেও অপরাধ হইবে না- উক্তি অধিকারকে কি বলা হয়?

● ক. আত্মরক্ষার অধিকার খ. ক্ষমতার অধিকার

গ. মৃত্যু ঘটানোর অধিকার ঘ. কোনটি নয়

২৮। নিজের দেহ বা অন্যের দেহ বা সম্পত্তি রক্ষার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মরক্ষার অধিকার থাকবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

● ক. ৯৭ ধারা খ. ৩৪ ধারা

গ. ৯৮ ধারা ঘ. ১০৪ ধারা

২৯। মৃত্যু ঘটানো অপরাধ মর্মে পরিগণিত হয় না কোন অধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে?

● ক. আত্মরক্ষার অধিকার খ. ক্ষমতার অধিকার

গ. মৃত্যু ঘটানোর অধিকার ঘ. কোনটি নয়

৩০। ধারা ১০০ অনুসারে কোন ক্ষেত্রে শরীর রক্ষার জন্য আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগ করিয়া মৃত্যু ঘটানো যায়?

ক. এমন আঘাত প্রতিরোধ না করলে মৃত্যু অনিবার্য

খ. ধর্ষণ, কামনা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে আঘাত বা হামলা

গ. অপহরণ বা বে আইনি আটক এমন যে সরকারী কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে মুক্তির সম্ভাবনা নাই? ● ঘ. সবগুলো

৩১। Abetment বা দুষ্কর্মে সহায়তার সংজ্ঞা কোন ধারায়?

● ক. ১০৭ ধারা খ. ৩৪ ধারা

গ. ৯৮ ধারা ঘ. ১০৪ ধারা

৩২। ধারা ১০৭ অনুসারে কোন ব্যক্তি কোন ব্যাপারে সহায়তা প্রদান করিয়াছে বলে গণ্য হইবে নিচের কোন কার্য করিলে?

ক. কোন বিষয় সম্পাদনের জন্য যদি প্ররোচনা দেয়

খ. অন্যকোন ব্যক্তি বা একাধিক ব্যক্তির সহিত কোন চক্রান্তে লিপ্ত হয়, যাহার ফলে কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকা হয় এবং অনুরূপ কার্য বা অবৈধ বিরতি উক্ত বিষয় সম্পাদনের জন্য সংগটিত হয় ● ঘ. সবগুলো

৩৩। ধারা ১০৭ অনুসারে কুকর্মে সহায়তা করা যায় কীভাবে?

ক. প্ররোচনা খ. চক্রান্ড় বা ষড়যন্ত্র

গ. কার্য করিয়া বা বিরত থাকিয়া ইচ্ছাপূর্বক সাহায্যে মাধ্যমে

● ঘ. সবগুলো

৩৪। ১০৭ ধারার ব্যাখ্যা ১ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যাহা প্রকাশ করিতে সে বাধ্য, ইচ্ছাকৃতভাবে যদি গোপন করে বা করায় তাহলে সেই ব্যক্তি কী করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে?

● ক. প্ররোচনা খ. অভিপ্রায়

গ. কিছুই করে নাই ঘ. কোনটি নয়

৩৫। ১০৭ ধারার ব্যাখ্যা ২ অনুযায়ী কোন ব্যক্তি কোন কার্য করিবার সময় বা কার্যটি করিবার প্রাক্কালে কার্যটি করিবার সুবিধার জন্য কিছু করে এবং তাহার ফলে কার্যটি করিতে সুবিধা হয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত কার্য সম্পাদনে কী করিয়াছে বলে গণ্য হবে?

● ক. সাহায্য বা সহায়তা খ. প্ররোচনা

গ. চক্রান্ড় ঘ. কোনটি নয়

৩৬। দুষ্কর্মে সহায়তা কত প্রকার পদ্ধতিতে বা কত প্রকার কর্মের মাধ্যমে করা যায়?

● ক. তিন প্রকার খ. পাঁচ প্রকার

গ. সাত প্রকার ঘ. দুই প্রকর

৩৭। দুষ্কমে সহায়তার শাস্ড়ি সম্পর্কে কোন ধারায় বলা হয়েছে?

● ক. ১০৯ ধারা খ. ১৯০ ধারা

গ. ১২৯ ধারা ঘ. ১১৯ ধারা

৩৮। কোন অপরাধের সহায়তাকারী অপরাধ সংগটনের কোন পর্যায়ে সহায়তা করতে পারে?

ক. অপরাধ সংগটনের পূর্বে খ. অপরাধ সংগটনের প্রাক্কালে

গ. অপরাধ সংগটনের পর ● ঘ. সবকয়টি

৩৯। কোন অপরাধ সংগটনের পর কী কোন ব্যক্তি অপরাধের সংগটনের সহায়তাকারী হতে পারে?

● ক. হ্যা পারে খ. পারে না

গ. সম্ভব না ঘ. অসম্ভব

৪০। কোন অপরাধ সংগটনের পর কীভাবে বা কোন কারণে কোন ব্যক্তি উক্ত অপরাধের সহায়তাকারী হতে পারে?

● ক. অপরাধীকে আশ্রয়, খাদ্য, অর্থ ইত্যাদি দিয়ে সাহায্য করে

খ. পুলিশের নিকট ধরিয়ে দিয়ে গ. পুলিশকে সংবাদ দিয়ে

ঘ. কোনটি নয়

৪১। ক গ কে হত্যা করিবার জন্য খ কে প্ররোচিত করে। কিন্তু অপরাধটি অনুষ্ঠিত হল না। উক্ত ক্ষেত্রে ক এর কী শাস্তি হতে পারে?

● ক. ১১৫ ধারা অনুযায়ী ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

খ. শাস্তির কোন বিধান নাই গ. শাস্তি হবে না ঘ. কোনটি নয়

৪২। ক গ কে হত্যা করিবার জন্য খ কে প্ররোচিত করে। খ গ ওক আঘাত করে। কিন্তু হত্যা করে না। উক্ত ক্ষেত্রে ক এর কী শাস্তি হতে পারে?

● ক. ১১৫ ধারা অনুযায়ী ১৪ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

খ. শাস্তির কোন বিধান নাই গ. শাস্তি হবে না ঘ. কোনটি নয়

৪৩। বেআইনি সমাবেশ এর সংজ্ঞা দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ১৪১ খ. ৩৪

গ. ৯৩ ঘ. ১৪২

৪৪। ১৪১ ধারা অনুসারে বে আইনি সমাবেশের সদস্য কত জন হইতে হবে?

● ক. পাঁচ বা ততোধিক খ. চার বা ততোধিক

গ. চর জন ঘ. দুই বা ততোধিক

৪৫। যে সমাবেশ, সমাবিষ্ট হইবার সময় বেআইনি ছিল না, তাহা পরে বেআইনি সমাবেশ হইতে পারে। উক্ত বিধান দ"বিধির কোথায় আছে?

● ক. ১৪১ ধারার ব্যাখ্যায় খ. ৩৪

গ. ৯৩ ধারায় ঘ. ১৪২

৪৬। পাঁচ বা ততোধিক ব্যক্তির সমাবেশ কর্তৃক যদি কোন আইনের কিংবা আইনগত ব্যবস্থা কার্য্যকরী করণে ব্যাঘাত সৃষ্টি করা হয় তবে উক্ত সমাবেশকে কী বলা হয়?

● ক. বে আইনি সমাবেশ খ. আইনি সমাবেশ

গ. প্ররোচনা ঘ. কোনটি নয়

৪৭। ১৮৬০ সালের দ"বিধির ১৪৯ ধারায় কোন সম্পর্কে বলা হয়েছে?

● ক. সাধারণ উদ্দেশ্য খ. সাধারণ অভিপ্রায়

গ. সাধারণ অপরাধ ঘ. কোনটি নয়

৪৮। ১৮৬০ সালের দ"বিধির ১৪৯ ধারার "সাধারণ উদ্দেশ্য" কে ইংরেজীতে কী বলা হয়?

● ক.Common object খ. Common Intention

গ. Criminal Intention ঘ. কোনটি নয়

৪৯। "বেআইনি সমাবেশে যোগদানকারী প্রত্যেক ব্যক্তিই দোষী সাব্যস্ড় হইবে– উক্ত বিধান দ"বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ১৪৯ খ. ৩৪

গ.১৯৩ ঘ. ১৪২

৫০। ১৪৯ ধারার অধীনে কোন ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করিতে হইলে কোন বিষয়গুলি বিবেচনা করা প্রয়োজন?

ক. সংশিণ্টষ্ট ব্যক্তি কোন বেআইনি সমাবেশের সদস্য

খ. সমাবেশের কোন সদস্য দ্বারা অপরাধ সংগটিত হয়েছে

গ. বেআইনি সমাবেশের সাধারণ উদ্দেশ্য সার্থক করার জন্য এরূপ অপরাধ সংগটন করেছে কিংবা সে অবহিত আচেছ এরূপ অপরাধ সংগটিত হবে

● ঘ. সবগুলো।

৫১। ১৪৯ ধারা অনুযায়ী বেআইনি সমাবেশের অভিযুক্ত কোন ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কত দিন?

● ক. মূল অপরাধ অনুযায়ী খ. পাঁচ বছর

গ. সাত বছর ঘ. কোনটি নয়

৫২। ১৪৯ ধারার অপরাধের মামলা কোন আদালতে বিচার্য?

ক. প্রথম শ্রেণি ম্যাজিস্ট্রেট খ. দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট

গ. দায়রা আদালত ● ঘ. মূল অপরাধ যে আদালতে বিচার্য

৫৩। ১৮৬০ সালের দ ন্ডবিধির ২৯৯ ধারায় কোন বিষয় বলা হয়েছে?

● ক. অপরাধজনক নরহত্যা খ. খুন

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৫৪। অপরাধজনক নরহত্যার ইংরেজী শব্দ কোনটি ?

● ক.Culpable Homicide খ. Murder

গ. Death ঘ. কোনটি নয়

৫৫। হত্যার উদ্দেশ্যহীন নিন্দনীয় নরহত্যা/ অপরাধজনক নরহত্যা/ প্রাণহানির বিষয়ে দ ন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ২৯৯ ধারা খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৫৬। কখন একজন ব্যক্তি অপরাধজনক প্রাণহানির অপরাধের অপরাধী হইবে - যদি উক্ত ব্যক্তি-

ক. মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্য লইয়া কোন কার্যের সাহায্যে মৃত্যু ঘটায়

খ. যে দৈহিক জখম মৃত্যু ঘটাইতে পারে, তেমন দৈহিক জখম ঘটাইবার উদ্দেশ্য লইয়া কৃত কোন কার্যের দ্বারা মৃত্যু ঘটায়

গ. যে কার্য মৃত্যু ঘটাইতে পারে বলিয়া সে জানে, সেই কার্য দ্বারা মৃত্যু ঘটায়

● ঘ. সবগুলো

৫৭। ২৯৯ ধারা অনুসারে অপরাধজনক নরহত্যা সংগটনের জন্য সবনিম্ন কত জন্য অপরাধীর প্রয়োজন হবে?

ক. এক জন খ. দুই জন

গ. তিন ঘ. চার জন

৫৮। সর্বনিম্ন কতজন ব্যক্তির মৃত্যু না ঘটাইলে, কোন ব্যক্তি ২৯৯ ধারার অপরাধজনক নরহত্যার অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না?

● ক. এক জন খ. দুই জন

গ. তিন জন ঘ. চার জন

৫৯। ক মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্য লইয়া কোন কার্যের সাহায্যে খ এর মৃত্যু ঘটাইলে ক কোন অপরাধে অপরাধী হইবে?

● ক. অপরাধ জনক নরহত্যা খ. মানহানি

গ. আঘাত ঘ. কোনটি নয়

৬০। যে ব্যক্তি অসুস্থতা, ব্যাদি বা দৈহিক অপরাগতায় ভুগিতেছে, দৈহিক জখম করিয়া তাহার মৃত্যু ত্বরান্বিত করিলে তাহার মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধ হইয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে– উক্ত বিধান দ–বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ২৯৯ ধারার ব্যাখ্যা ১ খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৬১। যে দৈহিক জখমের ফলে মৃত্যু ঘটে, তখন সে ব্যক্তি অনরূপ দৈহিক জখম করে, সেই ব্যক্তি মৃত্যু ঘটাইয়াছে মর্মে পরিগণিত হইবে, যদিও যথোচিত প্রতিকারের ও সুণিপুন চিকিৎসার আশ্রয় নিলে নিবারন করা যাইত– উক্ত বিধান দ–বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ২৯৯ ধারার ব্যাখ্যা ৩ খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৬২। মার্তৃগর্ভে কোন শিশুর মৃত্যু ঘটানো প্রাণহানি মর্মে পরিগণিত হইবে না- উক্ত বিধান দ–বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ২৯৯ ধারার ব্যাখ্যা ৩ খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৬৩। যদি কোন শিশুর (দেহের) কোন অংশ নিস্ক্রান্ড় করিবার পর জীবিত শিশুটির মৃত্যু ঘটানো হয় তাহলে অপরাধ জনক নরহত্যা মর্মে গণ্য হইবে– - উক্ত বিধান দ–বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ২৯৯ ধারার ব্যাখ্যা ৩ খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৬৪। একদিন বয়সের একটি শিশুকে আঘাত করিয়া হত্যা করা হইলে উক্ত বিষয়টি কোন ধরনের অপরাধ হইবে?

● ক. অপরাধজনক নরহত্যা খ. আঘাত

গ. প্ররোচনা ঘ. কোনটি নয়

৬৫। ক জানে যে খ এমন অসুস্থ যে একটি আঘাতের ফলে খ এর মৃত্যু হইতে পারে। ক খ কে মাত্র একটি আঘাত করে। খ এর মৃত্যু হয়। ক কোন অপরাধে অপরাধী হইবে?

● ক. অপরাধজনক নরহত্যা খ. আঘাত

গ. প্ররোচনা ঘ. কোনটি নয়

৬৬। সকল হত্যাই কোন বা কী মর্মে পরিগণিত হইবে?

● ক. অপরাধজনক নরহত্যা খ. আঘাত

গ. প্ররোচনা ঘ. কোনটি নয়

৬৭। অপরাধজনক নরহত্যা এবং খুনের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কী?

● ক. হ্যা আছে খ. নাই

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৬৮। দ ন্ডবিধির ৩০০ ধারায় কোন সম্পর্কে বলা হয়েছে?

ক. খুন খ. অপরাধজনক নরহত্যা

গ. আঘাত ঘ. গুর ন্তর আঘাত

৬৯। ক খ কে নিহত করিবার উদ্দেশ্যে খ এর প্রতি গুলি বর্ষন করেন। ফলে খ এর মৃত্যু হয়। ক কোন ধারায় কী অপরাধে অপরাধী হইবে?

●ক. ৩০০ ধারার খুন খ. ৩০০ ধারার আঘাত

গ. ৩০২ ধারা আঘাত ঘ. কোনটি নয়

৭০। অপরাধজনক প্রাণহানির সংজ্ঞা দ"বিধির কোথায় আছে?

● ক. ধারা ২৯৯ খ. ধারা ৩০০

গ. ধারা ৩০২ ঘ. কোনটি নয়

৭১। ৩০০ ধারায় কয়টি ব্যতিক্রম উলেণ্টখ করা আছে?

● ক. পাঁচ খ. ছয়

গ. চার ঘ. সাত

৭২। মারাত্মক ও আকশ্মিক প্ররোচনার ফলে অপরাধী আত্মসংযম শক্তি হারাইয়া মৃত্যু ঘটাইলে উক্ত অপরাধজনক প্রাণহানি খুনের শামিল হইবে না- উক্ত বিধান দ"বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ৩০০ ধারার ব্যতিক্রম নং ১ খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৭৩। ৩০০ ধারার ব্যতিক্রম নং ১ এ প্ররোচনায় কথা উলেণ্টখ করা হয়েছে। উক্ত প্ররোচনাটি এমন মারাত্মক ও আকশ্মিক ছিল কিনা যাহার ফলে অপরাধজনক প্রাণহানি খুনের শামিল হইবে না- ইহা কোন ধরনের বিষয় বা প্রশ্ন?

● ক. ঘটনাগত প্রশ্ন খ. আইনগত প্রশ্ন

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৪। যে সব ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম নির্দেশ করা হইয়াছে সেই সব ক্ষেত্রে ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে অপরাধজনক প্রাণহানি খুন মর্মে পরিগণিত হইবে- উক্ত বিধান কোথায় আছে?

ক. ৩০০ ধারার ব্যতিক্রম নং ১ ● খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৭৫। ক উদ্দেশ্য মূলক ভাবে গ কে এমন একটি তরবারির কোপ দেয় যা স্বাভাবিকভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট। ফলে গ এর মৃত্যু হয়। ক এর কোন অপরাধ হইয়াছে?

●ক. ৩০০ ধারার খুন খ. ৩০০ ধারার আঘাত

গ. ৩০২ ধারার আঘাত ঘ. কোনটি নয়

৭৬। ক উদ্দেশ্য মূলক গ কে এম একটি তরবারি কোপ দেয় যা স্বাভাবিকভাবে কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার জন্য যথেষ্ট। ফলে গ এর মৃত্যু হয়। মৃত্যু ঘটানোর ইচ্ছ ক এর ছিল না। ক এর কোন অপরাধ হইয়াছে?

● ক. ৩০১ ধারা খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৭৭। যাহার মৃত্যু ঘটাইবার উদ্দেশ্য ছিল তাহাকে ব্যতিত অন্য ব্যক্তির মৃত্যু সংঘটন দ্বারা অপরাধজনক প্রাণহানি কত ধারায়?

● ক. ৩০১ ধারা খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৭৮। যদি কোন ব্যক্তি একজনকে হত্যার উদ্দেশ্যে কোন কার্যের দ্বারা ভুলক্রমে অন্য একজনকে হত্যা করে, তবে তাহার শাস্তির বিধান কোন ধারায়?

● ক. ৩০১ ধারা খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০২ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৭৯। যাহা মৃত্যু ঘটানো উদ্দেশ্য ছিল তাহার পরিবর্তে অন্য ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইলে ৩০১ ধারা অনুসারে কেমন শাস্তি হবে?

● ক. সমান খ. লঘু

গ. কম ঘ. বেশি

৮০। ক খ কে খুন করিতে যেয়ে ভুলক্রমে গ কে খুন করে। গ কে খুনের দায়ে ক এর কী শাস্তি হবে?

● ক. খ কে খুন করিলে যে শাস্তি হইবে খ. শাস্তির বিধান নাই

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৮১। খুনের শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ৩০২ ধারা খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০১ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৮২। ৩০২ ধারা অনুসারে খুনের দায়ে অপরাধীকে নিচের কোন শাস্তি দেয়া যায় না?

ক. মৃত্যুদন্ড খ. যাবজ্জীবন কারাদন্ড

গ. মৃত্যুদন্ডের তদুপরি অর্থদন্ড ●ঘ. যাবজ্জীবন কারাদন্ড বিনাশ্রম

৮৩। যদি কোন ব্যক্তি খুনের অপরাধ করে তবে সেই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ডে কিংবা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং তাহাকে অর্থদন্ডেও দন্ডিত করা হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ৩০২ ধারা খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০১ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৮৪। দন্ডবিধির ৩০২ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমলযোগ্য জামিন অযোগ্য খ. আপষযোগ্য নয়

গ. দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য ●ঘ. সবগুলো

৮৫। ৩০২ ধারায় সর্বনিম্ন শাস্তি কী?

● ক. যাবজ্জীবন কারাদন্ড খ. ১০ বছর পর্যন্ড় কারাদন্ড

ঘ. মৃত্যুদন্ডের তদুপরি অর্থদন্ড ঘ. যাবজ্জীবন কারাদন্ড বিনশ্রম

৮৬। ৩০২ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কী?

● ক. মৃত্যুদন্ডের তদুপরি অর্থদন্ড খ. মৃত্যুদন্ড

গ. যাবজ্জীবন কারাদন্ড ঘ. যাবজীবন কারাদন্ড বিনাশ্রম

৮৭। বাংলাদেশে মৃত্যুদন্ড কীভাবে কার্যকরী কর হয়?

ক. ফাঁসির মাধ্যমে খ. বিষ প্রয়োগে

গ. পানিতে ডুবিয়ে ঘ. ফায়ারিং স্বোয়াডে

৮৮। যদি কোন ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত অবস্থায় খুন করে তাহলে সে মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ৩০৩ ধারা খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০১ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৮৯। ৩০৩ ধারায় সর্বনিম্ন শাস্ড়ি কী?

● ক. মৃত্যুদন্ড খ. যাবজ্জীবন কারাদন্ড

গ. ১০ বছর কারাদন্ড ঘ. যাবজ্জীবন কারাদন্ড বিনাশ্রম

৯০। দন্ডবিধির কত দারার একমাত্র শাস্ড়ি মৃত্যুদন্ড?

● ক. ৩০৩ ধারা খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০১ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৯১। দ—বিধির ৩০৩ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমলযোগ্য জামিন অযোগ্য খ. আপষযোগ্য নয়

গ. দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য ● ঘ. সবগুলো

৯২। খুন নহে এমন অপরাধজনজ প্রাণহানির শাস্তির বিধান দ—বিধির কত ধারায় আছে?
● ক. ৩০৪ ধারা খ. ৩০০ ধারা

গ. ৩০১ ধারা ঘ. কোনটি নয়

৯৩। ৩০৪ ধারায় শাস্তির পরিমান কত?

● ক. যাবজ্জীবন কারাদ— কিংবা ১০ বছর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা মিনাশ্রম কারাদ— তদুপরি অর্থদ—
খ. মৃত্যুদ—

গ. মৃত্যুদন্ডের তদুপরি অর্থদ— ঘ. বিনাশ্রম কারাদ—

৯৪। অপরাধজনক প্রাণহানির ৩০৪ ধারা অনুসারে সর্বোচ্চ শাস্তি কোনটি ?

● ক. যাবজ্জীবন কারাদ— খ. মৃত্যুদ—

গ. মৃত্যুদন্ডের তদুপরি অর্থদ— ঘ. কোনটি নয়

৯৫। দ—বিধির ৩০৪ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমলযোগ্য জামিন অযোগ্য খ. আপষযোগ্য নয়

গ. দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য ● ঘ. সবগুলো

৯৬। যদি কোন ব্যাক্তি বেপরোয়াভাবে বা অবহেলাজনকভাবে কোন কার্য করিয়া কাহারো মৃত্যু ঘটায় এবং তাহা অপরাধজনক নরহত্যা না হয়, তবে সেই ব্যক্তি পাঁচ বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদে সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা অর্থদন্ডে কিংবা এতদভয় দন্ডেই দন্ডিতি হইবে- উক্ত বিধান দ—বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ৩০৪ ধারার ক খ. ৩০৩ ধারা

গ. ৩০১ ধারার ক ঘ. কোনটি নয়

৯৭। ডাক্তারের অবহেলায় রোগী মারা গেলে ডাক্তারের শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ৩০৪ ধারার ক খ. ৩০৩ ধারা

গ. ৩০১ ধারার ক ঘ. কোনটি নয়

৯৮। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির দৈহিক যন্ত্রনা, ব্যাধি বা বৈকলা, অপারগতা ঘটায় তাহলে সেই ব্যক্তি আঘাত করিয়াছে বলিয়া গণ হইবে- উক্ত বিধান দ ্বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ৩১৯ ধারা খ. ৩২০ ধারা

গ. ধারা ১৪৭ ঘ. ধারা ২৮৮

৯৯। আঘাত () এর সংজ্ঞা দ ্বিধির কত ধারায়?

● ক. ৩১৯ ধারা খ. ৩২০ ধারা

গ. ধারা ১৪৭ ঘ. ধারা ২৮৮

১০০। ৩১৯ ধারা অনুসারে কী ঘটাইলে আঘাত করিয়ছে বলিয়া গণ্য হইবে?

ক. দৈহিক যন্ত্রনা খ. ব্যাধি

গ. বৈকলা বা অপরাগতা ● ঘ. সবগুলো

১০১। যদি কোন জন্ডিস রোগক্রান্ড় ব্যক্তি তার জন্ডিস বিষয়ে অবগত না করিয়া কোন নারীর সাথে যৌন সংগম করার জন্ডিসের জীবানু উক্ত নারীর দেহে প্রবেশ করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি কী করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে?

● ক. আঘাত খ. আক্রমন

গ. কিছুই না ঘ. কোনটি নয়

১০২। গর ত্বত আঘাতের সংজ্ঞা দ বিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩২০ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩১৮ ঘ. ধারা ৩২২

১০৩। ৩২০ ধারার গুর তর আঘাতের সংজ্ঞায় কত ধরনের আঘাতকে গুর তর আঘাতের সংজ্ঞাভুক্ত করা হয়েছে?

ক. আট প্রকার খ. সাত প্রকার

গ. ছয় প্রকার ঘ. চার প্রকার

১০৪। পুর ষত্বহানি ঘটানো কোন ধরনের আঘাত?

● ক. গুর তর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১০৫। যে কোন চোখের জ্যোতি বা দৃষ্টিশক্তি চিরতরে নষ্ট করা কোন ধরনের আঘাত?

● ক. গুর তর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১০৬। যে কোন কানের শ্রবণশক্তি স্থায়ীভাবে নষ্ট করা কোন ধরনের আঘাত?

● ক. গুর তর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১০৭। যে কোন অঙ্গ বা গ্রন্থি নষ্ট করা কোন ধরণের আঘাত?

● ক. গুরুতর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১০৮। যে কোন অঙ্গের বা গ্রন্থির শক্তি সমূহ ধ্বংস করা বা চিরতরে খর্ব করা কোন ধরনের আঘাত?

● ক. গুরুতর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১০৯। মাথা বা মুখমন্ডল স্থায়ীভাবে বিকৃত করা কোন ধরনের আঘাত?

● ক. গুরুতর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১১০। কোন অস্থি বা দন্ড় ভঙ্গ করা বা স্থানচ্যুত করা কোন ধরনের আঘাত?

● ক. গুরুতর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১১১। যে আঘাতের ফলে জীবন সংশয় সৃষ্টি করে বা যাহাতে আহত ব্যক্তি ২০ দিন পর্যন্ড় প্রচন্ড দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করে বা সাধারণ কাজকর্ম করতে অপারগ হয় উক্ত আঘাত কোন ধরনের আঘাত?

● ক. গুরুতর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১১২। ‘ক’ ‘খ’ এর একটি দাঁত ভাঙ্গিয়া দিল। ক কত ধারার অপরাধ করিয়াছে?

● ক. ধারা ৩২০ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩১৮ ঘ. ধারা ৩২২

১১৩। ৩২০ ধারা গুর“তর আঘাতের ইংরেজী শব্দ কোনটি?

● ক.Grievous Hurt খ. Hurt

গ. Hit ঘ. Heavy Hurt

১১৪। কোন কার্যের দ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত করার অভিপ্রায়ে বা তদ্বারা আঘাত করার সম্ভাবনা রহিয়াছে জানিয়া অনুরূপ কার্য করে তদ্বারা কোন ব্যক্তিকে আঘাত করে তাহলে ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করিয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে– উক্ত বিধান দ”বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩২১ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩১৮ ঘ. ধারা ৩২২

১১৫। স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাতের সংজ্ঞা দ”বিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩২১ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩১৮ ঘ. ধারা ৩২২

১১৬। ৩২১ ধারার ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাতের উপাদান কী কী?

ক. একটি কাজ খ. আঘাত করিবার ইচ্ছা

গ. কোন ব্যক্তিকে আহত করা ● ঘ. সবগুলো

১১৭। স্বেচ্ছাকৃতভাবে বা ইচ্ছাকৃতভাবে গুর“তর আঘাতের সংজ্ঞা দ”বিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩২২ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩১৮ ঘ. ধারা ৩২০

১১৮। ক স্থায়ীভাবেগ এর মুখমন্ডল বিকৃত করিবার উদ্দেশ্যে বা বিকৃত হইতে পারে জানিয়া গ কে একটি আঘাত দিল এবং ইহাতে গ এর মুখমন্ডল স্থায়ীভাবে বিকৃত হইল। ক কী করিয়াছে?

- ক. ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১১৯। ক স্থায়ীভাবে গ এর মুখমন্ডল বিকৃত করিবার উদ্দেশ্যে বা বিকৃত হইতে পারে জানিয়া গ কে একটি আঘাত দিল ইহাতে গ এর মুখমন্ডল স্থায়ীভাবে বিকৃত হইল না। কিন্তু গ ২০ দিন ভীষণ দৈহিক যন্ত্রণা ভোগ করিল। ক কী করিয়াছে?

- ক. ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত খ. আঘাত

গ. আক্রমণ ঘ. সামান্য আঘাত

১২০। ৩৩৪ ধারার বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দান করিলে এক বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে কিংবা এক হাজার টাকা পর্যন্ত যে কোন পরিমান অর্থদন্ডে কিংবা এতদুভয় দন্ডেই দন্ডিত হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

- ক. ধারা ৩২৩ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩১৮ ঘ. ধারা ৩২০

১২১। ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত দানের শাস্তি কত ধারায়?

- ক. ধারা ৩২৩ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩১৮ ঘ. ধারা ৩২০

১২২। ৩২৩ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. জামিন যোগ্য খ. মীমাংসার যোগ্য

গ. প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য

● ঘ. সবগুলো

১২৩। ৩২৩ ধারার মামলা কোন আদালতে বিচার্য?

● ক. প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

খ. দায়রা আদালত গ. হইকোর্ট ঘ. কোনটি নয়

১২৪। যদি কোন ব্যক্তি মারাত্মক বা আকশ্মিক প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে আঘাত করে, তাহালে সেই ব্যক্তি এক মাস পর্যন্ড় কারাদন্ডে বা ৫০০ টাকা অর্থদন্ডে বা এতদুভয় দন্ডেই দন্ডিত হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৩৪ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩১৮ ঘ. ধারা ৩২০

১২৫। ইচ্ছাকৃতভাবে গুরুতর আঘাত দানের শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩২৫ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩২০

১২৬। ৩৩৫ ধারার বিহিত বা বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত ইচ্ছাকৃতভাবে গুর"তর আঘাত দান করিলে সাত বৎসর পর্যন্ড় যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদ"ে এবং অর্থদ"েও কিংবা উভয় দ"েই দন্ডিত হইবে–উক্ত বিধান দ"বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩২৫ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩২০

১২৭। যদি কোন ব্যক্তি মারাত্মক বা আকশ্মিক প্ররোচনায় প্ররোচিত হইয়া ইচ্ছাকৃতভাবে গুর"তর আঘাত করে, তাহলে সেই ব্যক্তি চার বৎসর পর্যন্ড় যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে বা ২০০০ টাকা পর্যন্ড় অর্থদ"ে বা এতদুভয় দন্ডেই দন্ডিত হইবে– উক্ত বিধান দ"বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৩৫ খ. ধারা ৩২৫

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩২০

১২৮। ৩২৫ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল যোগ্য/ জামিন যোগ্য খ. মীমাংসা যোগ্য

গ. প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য ● ঘ. সবগুলো

১২৯। ইচ্ছাকৃতভাবে বিপজ্জনক অস্ত্র বা বিপজ্জনক উপায়ে গুর"তর আঘাত দানের শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩২৬ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩২০

১৩০। ৩২৬ ধারায় বিপজ্জনক অস্ত্র বা বিপজ্জনক উপায় উলেণ্টখ করা হয়েছে। বিপজ্জনক অস্ত্র বা বিপজ্জনক উপায় বলতে কী কী অন্ড়র্ভূক্ত হইবে?

ক. গুলিবর্ষণ, ছুরি বা কাটিবার যেকোন যন্ত্র বা অন্য যে কোন যন্ত্র যাহা দ্বারা মৃত্যু ঘটানো যেতে পারে

খ. অগ্নি বা উত্তপ্ত বস্তু বা যে কোন বিষ বা ক্ষয়কারক পদার্থ অথবা বিষ্ফোরক দ্রব্য কিংবা এইরূপ কোন দ্রব্য যাহা নিঃশ্বাসের সহিত গ্রহণ ভক্ষণ বা রক্তে গ্রহণ মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর

গ. যে কোন প্রাণীর সাহায্যে ● ঘ. সবগুলো

১৩১। ক খ কে যে কোন প্রাণীর সাহায্যে ইচছাকৃতভাবে গুর"তর আঘাত করিলে ক এর শাস্ড়ি কত ধারা অনুযায়ী হইবে?

● ক. ধারা ৩২৬ খ. ধারা ৩১৯

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩২০

১৩২। ইচ্ছাকৃতভাবে বিপজ্জনক অস্ত্র বা বিপজ্জনক উপায়ে গুর"তর আঘাত দানের শাস্ড়ি ৩২৬ ধারা অনুযায়ী কি?

ক. যাবজ্জীবন কারাদ"

খ. ১০ বৎসর পর্যন্ড় যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম করাদ"

গ. অর্থদন্ডেও দ"িত ● ঘ. সবগুলো

১৩৩। ৩২৬ ধারার সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কোনটি?

●ক. যাবজ্জীবন কারাদ"

খ. ১০ বৎসর পর্যন্ড় যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম করাদ"

গ. অর্থদন্ডেও দ"িত ঘ. পাঁচ বছর কারাদ"

১৩৪। ৩২৬ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমর যোগ্য খ. মীমাংসার অযোগ্য

গ. জামিন অযোগ্য ● ঘ. সবগুলো

১৩৫। ইচ্ছাকৃতভাবে দুইটি চোখ উপড়াইয়া বা এডিস জাতীয় পদার্থ দ্বারা চোখ দুইটি নষ্টকরণ বা মুখমন্ডল বা মস্ড়ক এসিড দ্বারা বিকৃত করার শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩২৬ এর ক খ. ধারা ৩১৯ এর ক

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩২০ এর খ

১৩৬। ৩২৬ এর ক ধারার সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কী?

● ক. মৃত্যুদন্ড খ. যাবজ্জীবন কারাদন্ড

গ. ১০ বছর কারাদন্ড ঘ. কোনটি নয়

১৩৭। ৩২৬ এর ক ধারার সর্বনিম্ন শাস্ড়ি কী?

● ক. যাবজ্জীবন কারাদন্ড ক. মৃত্যুদন্ড

গ. ১০ বছর কারাদন্ড ঘ. কোনটি নয়

১৩৮। ৩২৬ এর ক ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল যোগ্য খ. মীমাংসার অযোগ্য

গ. জামিন অযোগ্য ● ঘ. সবগুলো

১৩৯। ৩২৬ এর ক ধারার মামলা কোন আদালতে বিচার্য?

● ক. দায়রা আদালত

খ. প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

গ. হাইকোর্ট

ঘ. কোনটি নয়

১৪০। যদি কেহ কোন ব্যক্তিকে ইচ্ছাকৃতভাবে বাধা প্রদান করে যাহার ফলে উক্ত ব্যক্তির যে দিকে যাইবার অধিকার আছে সেই দিকে যাইবার পথ রূদ্ধ হয় তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে অবৈধভাবে বাধাদান করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৩৯ খ. ধারা ৩৪০

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩৪১

১৪১। ৩৩৯ ধারার অবৈধ বাধা এর ইংরেজী শব্দ কোনটি?

● ক. Wrongful Restraint

খ. Wrongful Confinement

গ. Unlawful Arrest

ঘ. কোনটি নয়

১৪২। অবৈধ বাধার সংজ্ঞা কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৩৯ খ. ধারা ৩৪০

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩৪১

১৪৩। অবৈধ বাধা বা অন্যায় নিয়ন্ত্রণের উপাদান কী কী?

ক. বাধা দান করা খ. যাইবার অধিকার

গ. বাধার ফলে যাইবার পথ রূদ্ধ ● ঘ. সবগুলো

১৪৪। যদি কোন ব্যক্তি সরল মনে বিশ্বাস করে যে, আইন সম্মত অধিকার তাহার আছে জলে বা স্থলে বা বেসরকারী পথে বাধা দেবার এবং বাধা দেয় তাহলে ৩৩৯ ধারার অপরাধ হবে না– উক্ত বিধান দণ্ডবিধির কোথায় আছে?

● ক. ৩৩৯ ধারার ব্যতিক্রম খ. ধারা ৩৪০

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩৪১

১৪৫। ৩৩৯ ধারার অবৈধ বাধা বা অন্যায় নিয়ন্ত্রণের শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৪১ খ. ধারা ৩৪০

গ. ধারা ৩২৩ ঘ. ধারা ৩৩৯

১৪৬। ৩৩৯ ধারার অবৈধ বাধা বা অন্যায় নিয়ন্ত্রনের শাস্তি কী?
ক. একমাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড খ. ৫০০ টাকা অর্থদণ্ড

গ. ক ও খ ● ঘ. ক কিংবা খ কিংবা গ

১৪৭। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির চলাচলে অন্যায় বা অবৈধাভাবেএমন নিয়ন্ত্রন আরোপ করে যে সেই ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিতে পারে না, তাহলে উক্ত ব্যক্তিকে অন্যায়ভাবে আটক বা অবরোধ করিয়াছে বলিযা গন্য হইবে– উক্ত বিধান দণ্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৪০ খ. ধারা ৩৪১

গ. ধারা ৩২০ ঘ. ধারা ৩৩৯

১৪৮। অন্যায় আটক বা অবৈধ অবরোধের ইংরেজী শব্দ কোনটি?

● ক. Wrongful Restraint

খ. Wrongful Confinement

গ. Unlawful Arrest

ঘ. কোনটি নয়

১৪৯। ৩৪০ ধারায় অন্যায আটক বা অবৈধ অবরোধের শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৪২ খ. ধারা ৩৪১

গ. ধারা ৩২০ ঘ. ধারা ৩৩৯

১৫০। ৩৪০ ধারায় অন্যায় আটক বা অবৈধ অবরোধের শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৪২ খ. ধারা ৩৪১

গ. ধারা ৩২০ ঘ. ধারা ৩৩৯

১৫১। অন্যায়ভাবে আটক করলে এক বছর পর্যন্ড় যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ড কিংবা ১০০০ টাকা পর্যন্ড় যে কোন পরিমান অর্থদন্ড কিংবা উভয় দন্ডেই দন্ডিত হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৪২ খ. ধারা ৩৪১

গ. ধারা ৩২০ ঘ. ধারা ৩৩৯

১৫২। ৩৪২ ধারায় বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল যোগ্য/ জামিন যোগ্য খ. মীমাংসা যোগ্য

গ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার্য ● ঘ. সবগুলো

১৫৩। লোক অপহরণ দুই প্রকারেরঃ বাংলাদেশ হইতে লোক অপহরণ এবং আইনানুগ অভিবাবকত্ব হইতে অপহরণ– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৫৯ খ. ধারা ৩৪১

গ. ধারা ৩৬১ ঘ. ধারা ৩৩৯

১৫৪। লোক অপহরণ বা () সম্পর্কে দন্ডবিধির কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ধারা ৩৫৯ খ. ধারা ৩৪১

গ. ধারা ৩৬১ ঘ. ধারা ৩৩৯

১৫৫। ৩৫৯ ধারা অনুসারে লোক অপহরণ কত প্রকার?

● ক. দুই প্রকার খ. তিন প্রকার

গ. চার প্রকার ঘ. কোনটি নয়

১৫৬। ৩৫৯ ধারা অনুসারে লোক অপহরণ দুই প্রকারেরঃ কী কী?

ক. বাংলাদেশ হইতে লোক অপহরণ

খ. আইনানুগ অভিবাবকত্ব হইতে অপরহরণ

● গ. ক ও খ

ঘ. কোনটি নয়

১৫৭। বাংলাদেশ হইতে লোক বা মনুষ্য অপহরণ সম্পর্কে দন্ডবিধির কত ধারায় বর্ণিত আছে?।

● ক. ধারা ৩৬০ খ. ধারা ৩৪১

গ. ধারা ৩৬১ ঘ. ধারা ৩৩৯

১৫৮। কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের সীমানার বাহিরে পাঠাইলে বা লইয়া গেলে ৩৬০ ধারার অপরাধ হইবে না যদি–

ক. জাহাজে পাঠানো হয় খ. বিমানে পাঠানো হয়

গ. কাজের জন্য পাঠানো হয় ● ঘ. সম্মতিতে পাঠানো হয়

১৫৯। ৩৬০ ধারায় বাংলাদেশ হইতে লোক অপহরণ হইবে না যদি সম্মতি থাকে । কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে ৩৬০ ধারা অনুযায়ী সম্মতি কে দিতে পারেন বা কার সম্মতি গ্রহণযোগ্য?

ক. উক্ত ব্যক্তির নিজের

খ. উক্ত ব্যক্তির সপক্ষে সম্মতি প্রদানের ক্ষমতা সম্পন্ন অন্য ব্যক্তি

● গ ক ও খ

ঘ. কোনটি নয়

১৬০। বাংলাদেশ হইতে লোক অপহরণের ক্ষেত্রে অপহৃত ব্যক্তির বয়স কত বছর হইলে ৩৬০ ধারার অপরাধ হইবে বলিয়া ৩৬০ ধারায় উলেণ্টখ করা আছে?

ক. দশ বছর খ. বার বছর

গ. আঠার বছর ● ঘ. বয়স উলেণ্টখ করা হয়নি

১৬১। আইনানুগ বা আইনসম্মত অভিবাবকত্ব হইলে লোক অপহরণ সম্পর্কে দ ্বিধির কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ধারা ৩৬১ খ. ধারা ৩৪১

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৯

১৬২। ১৪ বছরের কম বয়সী কোন নাবালককে কিংবা ১৬ বয়সের কম বয়সী কোন নাবালিকাকে কিংবা বিকৃত মস্ড়িষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তির আইনানুগ অভিবাবকের তত্ত্বাবধান হইতে অনুরূপ অভিবাবকের বিনা সম্মতিতে বা প্রলুব্ধ করিয়া লইয়া গেলে অপহরণ বলিয়া গণ্য হইবে– উক্ত বিধান দ ্বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৬১ খ. ধারা ৩৪১

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৯

১৬৩। ১৫ বছর বয়সের কোন মেয়েকে উক্ত মেয়ের সম্মতিক্রমে কিন্তু আইনানুগ অভিবাবকের সম্মতি ব্যতীত অভিভাবকের তত্ত্বাবধান হইতে লইয়া গেলে উক্ত বিষয়টি কী বা কোন রূপে গণ্য হইবে?

● ক. ৩৬১ ধারার অপহরণ খ. পাচার

গ. প্রতারণা ঘ. কোনটি নয়

১৬৪। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন স্থান হইতে গমন বা যাওয়ার জন্য জোর পূর্বক বাধ্য করে বা প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে প্ররোচিত করে, তাহলে সেই ব্যক্তি উক্ত ব্যক্তিকে অপহরণ বা অপবাহন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৬২ খ. ধারা ৩৬১

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৯

১৬৫। অপবাহন বা Abduction দন্ডবিধির কত ধারায় –

● ক. ধারা ৩৬২ খ. ধারা ৩৬১

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৯

১৬৬। ৩৬২ ধারা অপবাহনের উপাদান কী কী?

ক. জোর পূর্বক বা বল পূর্বক খ. প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে

গ. কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তর করা ● ঘ. সবগুলো

১৬৭। ৩৬২ ধারায় অপবাহন যাহাকে অপবাহন করা হইবে তাহার বয়স কত বছর হইতে হইব বলিয়া ৩৬২ ধারায় উলেণ্টখ করা আছে?

ক. দশ বছর খ. বার বছর

গ. আঠার বছর ● ঘ. বয়স উলেণ্টখ করা হয়নি

১৬৮। বলপূর্বব বা প্রতারণামূলক পদ্ধতিতে কত বৎসর বয়সের কোন ব্যক্তিকে স্থানান্তর করিলে ৩৬২ ধারার অপবাহন বলে গণ্য হইবে?

ক. দশ বছর খ. বার বছর

গ. আঠার বছর ● ঘ. যে কোন বয়স

১৬৯। কোন ব্যক্তিকে স্থানান্ড়র করিলে ৩৬২ ধারার অপবাহন হইবে না, কোন ক্ষেত্রে বা কীভাবে করিলে?

ক. জোর পূর্বক খ. বল পূর্বক

গ. প্রতারণামূলক ● ঘ. সম্মতিতে

১৭০। যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে বাংলাদেশ হইতে কিংবা আইনানুগ অভিবাবকত্ব হইতে অপহরণ করে তাহলে সেই ব্যক্তি সাত বৎসর পর্যন্ড় যে কোন মেয়াদের সশ্রম বা বিনাশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবে এবং অর্থদন্ডেও দন্ডিত হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৬৩ খ. ধারা ৩৬১

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৯

১৭১। দন্ডবিধির ৩৬০ এবং ৩৬১ ধারা অনুসারে অপহরণের শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৬৩ খ. ধারা ৩৬১

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৯

১৭২। দন্ডবিধির ৩৬০ এবং ৩৬১ ধারা অনুসারে অপহরণ করা হলে ৩৬৩ ধারা অনুসারে সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কী?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

গ. ২ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

১৭৩। ৩৬৩ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল যোগ্য খ. জামিন অযোগ্য

গ. মিমাংসার অযোগ্য ● ঘ. সবগুলো

১৭৪। খুনের উদ্দেশ্যে অপহরণের শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৬৪ খ. ধারা ৩৬১

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৯

১৭৫। দণ্ডবিধির ৩৬৪ ধারার সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

ক. যাবজ্জীবন কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

১৭৬। ৩৬৪ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য খ. দায়রা আদালতে বিচার্য

গ. মিমাংসার অযোগ্য ● ঘ. সবগুলো

১৭৭। খুন, গুরুতর আঘাত, দাসত্ব বা কোন ব্যক্তি কাম-লালসার বশে আনার উদ্দেশ্যে কত বৎসর বয়সের ব্যক্তিকে অপহরন করিলে এর শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হইত পারে?

● ক. দশ বছরের কম বয়স্ক খ.বার বছর

গ. আঠার বছর ঘ. যে কোন বয়স

১৭৮। দম বছরের কম বয়স্ক কোন ব্যক্তিকে অপহরণ বা হরন সম্পর্কে কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ধারা ৩৬৪ (ক)খ. ধারা ৩৬১(ক)

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৯ (খ)

১৭৯। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও দখল হইতে কোন অস্থাবর সম্পত্তি সম্মতি ব্যতীত অসাধুভাবে গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত সম্পত্তি অনুরূপ গ্রহণের উদ্দেশ্যে স্থানান্তর বা অপসারণ করে, তাহালে উক্ত ব্যক্তি চুরি করিয়াছে বলিয়া পরিগণিত হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৭৮ খ. ধারা ৩৬১

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৮

১৮০। চুরির সংজ্ঞা দন্ডবিধির কত ধারায় ?

● ক. ধারা ৩৭৮ খ. ধারা ৩৬১

গ. ধারা ৩৬০ ঘ. ধারা ৩৫৮

১৮১। কোন বস্তু অস্থাবর সম্পত্তি ব্যতিরেকে যে পর্যন্ত মাটির সহিত যুক্ত থাকে, যে পর্যন্ত উক্ত বস্তু চুরির বিষয়বস্তু মর্মে পরিগনিত হইবে না– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৩৭৮ এর ব্যাখ্যা ১ খ. ধারা ৩৬১

গ ধারা ৩৬০ এর ব্যাখ্যা ১ ঘ. ধারা ৩৫৮ এর ব্যাখ্যা ১

১৮২। মাটির সহিত যুক্ত কোন বস্তু চুরির বস্তু নয়, কিন্তু উক্ত বস্তু মাটি হইতে বিচ্ছিন্ন করার মুহূর্তেই চুরির বস্তু হইতে পারে – উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৩৭৮ এর ব্যাখ্যা ১ খ. ধারা ৩৬১

গ ধারা ৩৬০ এর ব্যাখ্যা ১ ঘ. ধারা ৩৫৮ এর ব্যাখ্যা ১

১৮৩। মাটির সহিত যুক্ত বস্তুকে যে কার্যের দ্বারা মাটি হইতে বিচ্ছিন্নাতা সাধন করা হয় সেই কার্য দ্বারাই অপসারণ করা হইলে চুরি মর্মে পরিগনিত হইতে পারে – উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৩৭৮ এর ব্যাখ্যা ২ খ. ধারা ৩৬১

গ ধারা ৩৬০ এর ব্যাখ্যা ১ ঘ. ধারা ৩৫৮ এর ব্যাখ্যা ১

১৮৪। ক খ এর জমিতে একটি গাছ কাটিয়া ফেলে। ক এর উদ্দেশ্য খ এর সম্মতি ব্যতীত গাছটি অসাধুভাবে লইয়া যাবে। গাছটি যে মুহূর্তে কাটিয়াছে সেই মুহূর্তে ক কী করিয়াছে?

● ক. চুরি খ. ডাকাতি

গ. আত্মসাৎ ঘ. বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়

১৮৫। যে অন্ড়রায়ের জন্য কোন বস্ডু নড়িতে পানে না, -- সেই অন্ড়রায়টি অপসারন করে বা বস্তুটিকে অন্য কোন বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন করে এবং বাস্ড়বিকভাবে উহা স্থানান্ড়র করে, তাহা হইলে উক্ত বস্তু স্থানান্ড়র করিয়াছে বলিয়া পরিগনিত হইবে- উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৩৭৮ এর ব্যাখ্যা ৩ খ. ধারা ৩৬১ এর ব্যাখ্যা ২

গ. ধারা ৩৬০ এর ব্যাখ্যা ১ ঘ. ধারা ৩৫৮ এর ব্যাখ্যা ১

১৮৬। যে কোন প্রকারে কোন পশুকে স্থানান্ড়রিত করলে, পশুটিকে স্থানান্ড়র করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৩৭৮ এর ব্যাখ্যা ৪ খ. ধারা ৩৬১ এর ব্যাখ্যা ২

গ. ধারা ৩৬০ এর ব্যাখ্যা ১ ঘ. ধারা ৩৫৮ এর ব্যাখ্যা ১

১৮৭। কোন ব্যক্তি যে কোন প্রকারে কোন পশু স্থানান্ড়রের সময় উক্ত পশু যদি যে কোন বস্তু স্থানান্ড়র করে তবে উক্ত ব্যক্তি বস্তুটিও স্থানান্ড়র করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে- উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৩৭৮ এর ব্যাখ্যা ৪ খ. ধারা ৩৬১ এর ব্যাখ্যা ২

গ. ধারা ৩৬০ এর ব্যাখ্যা ১ ঘ. ধারা ৩৫৮ এর ব্যাখ্যা ১

১৮৮। ক একটি সম্পদ ভর্তি বাক্স বহনকারী ঘোড়া দেখিতে পায়, বাক্সটি অসাধুভাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে ক ঘোড়াটিকে একটি বিশেষ দিকে তাড়াইতে থাকে। যে মুহূর্তে ঘোড়াটি চলিতে শুরু করে ক সেই মুহূর্তে কী করিয়াছে?

● ক. চুরি খ. ডাকাতি

গ. আত্মসাৎ ঘ. বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়

১৮৯। ৩৭৮ ধারার উলেণ্ডখিত সম্মতি প্রকাশ্য কিংবা অনুমিত হইতে পারে এবং উক্ত সম্পত্তি সংশিণ্ডষ্ট সম্পত্তির অধিকারী ব্যক্তি কিংবা এতদুদ্দেশ্যে প্রকাশ্য বা অনুমিত ক্ষমতা সম্পন্ন ব্যক্তিও দিতে পারেন- উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৩৭৮ এর ব্যাখ্যা ৫ খ. ধারা ৩৬১ এর ব্যাখ্যা ২

গ. ধারা ৩৬০ এর ব্যাখ্যা ১ ঘ. ধারা ৩৫৮ এর ব্যাখ্যা ১

১৯০। গ এর ঘরে গ এর একটিট হীরা আংটি ক দেখিতে পায়। উক্ত আংটি ক অসাধুভাবে গ্রহণের উদ্দেশ্যে গ এর সম্মতি ব্যতীত লইয়া গেলে। ক কী করিয়াছে?

● ক. চুরি খ. ডাকাতি

গ. আত্মসাৎ ঘ. বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়

১৯১। ক রাজপথের উপর একটি আংটি দেখিতে পাইল। উক্ত আংটি কারও দখলে নেই। উক্ত আংটি ক লইয়া গেল। ক কী করিয়াছে?

● ক. চুরি করে নাই খ. চুরি করিয়াছে

গ. রাজপথ হইতে চুরি করিয়াছে ঘ. কোনটি নয়

১৯২। চুরির উপাদান কী?

ক. সম্মতি ব্যতীত খ. অসাধুভাবে গ্রহণের অভিপ্রায়

গ. স্থানান্ড়র ●ঘ. সবগুলো

১৯৩। চুরির বিষয়বস্তু কী?

ক. মানুষ খ. জমি

গ. সমুদ্রের পানি ●ঘ. অস্থাবর সম্পত্তি

১৯৪। চুরির অপরাধ সংগঠনের জন্য সর্বনিম্ন কত জন ব্যক্তির প্রয়োজন?

●ক. এক জন খ. দুই জন

গ. তিন জন ঘ. চার জন

১৯৫। নিচের কোন বিষয়টির ক্ষেত্রে চুরির অপরাধ সম্ভব?

ক. ব্যাংক খ. ব্যাংকের ম্যানেজার

গ. ব্যাংকের হিসাব রক্ষক ● ঘ. ব্যাংকের টাকা

১৯৬। নিচের কোন বিষয়টি ক্ষেত্রে চুরির অপরাধ সম্ভব নয়?

ক. গাড়ীর খ. ঘোড়ার

গ. অলংকার ● ঘ. জমির

১৯৭। যদি কোন ব্যক্তি চুরি করে তাহলে সেই ব্যক্তি যে কোন মেয়াদের কারাধন্ডে যাহার মেয়াদ ৩ বৎসর হইতে পারে। কিংবা অর্থদন্ড কিংবা এতদুভয় দন্ডেই দন্ডিত হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৩৭৯ খ. ধারা ৩৬১

গ. ধারা ৩৬২ ঘ. ধারা ৩৫৮

১৯৮। ৩৭৯ ধারা অনুসারে অর্থদন্ড কত টাকা পর্যন্ড় হইতে পারে?

ক. ৫০০ টাকা খ. ১০০০ টাকা

গ. ২০০০ টাকা ● ঘ. টাকার পরিমাণ উলেণ্টখ করা হয় নাই।

১৯৯। চুরির মামলা দায়ের করিতে হয় কত ধারা অনুযায়ী?

● ক. ধারা ৩৭৯ খ. ধারা ৩৬১

গ. ধারা ৩৬২ ঘ. ধারা ৩৫৮

২০০। ৩৭৯ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমলযোগ্য, জামিন অযোগ্য খ. বিচারকের অনুমতিক্রমে মীমাংসাযোগ্য

গ.যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য

● ঘ. সবগুলো

২০১। যদি কোন ব্যক্তি কাহারও সম্মতি ব্যতীত নদীর মাছ ধরিয়া লইয়া যায়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি কী করিয়াছে?

●ক. চুরি করে নাই খ. চুরি করিয়াছে

গ. নদী হইতে চুরি করিয়াছে ঘ. কোনটি নয়

২০২। মানুষের বাসস্থান কিংবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ গৃহ, তাঁবু বা জলযানে চুরি করিলে তার শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৮০ খ. ধারা ৩৭৮

গ. ধারা ৩৭৯ ঘ. ধারা ৩৫৮

২০৩। ৩৮০ ধারায় সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

২০৪। মানুষের বাবস্থান কিংবা সম্পত্তি হেফাজতের জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ গৃহ, তাঁবু বা জলযানে চুরি করিলে সর্বোচ্চ শাস্তি কী হতে হবে?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

২০৫। দণ্ডবিধির ৩৮০ ধারার অপরাধের মামলা কোন আদালতে বিচার্য?

● ক. প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট খ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট

গ. দায়রা আদালত ঘ. বিশেষ আদালত

২০৬। ঢাকার ধানমন্ডিতে কোন বাসা হইতে চুরির অপরাধের মামলা কোন আদালতে বিচার্য?

● ক. মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট খ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট

গ. দায়রা আদালত ঘ. বিশেষ আদালত

২০৭। জলযানে চুরি হইলে মামলাটি কোন আদালতে বিচার্য?

● ক.প্রথম শ্রেণি ম্যজিস্ট্রেট খ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট

গ. দায়রা আদালত ঘ. বিশেষ আদালত

২০৮। বলপূর্বক গ্রহণ, জোর পূর্বক সম্পত্তি আদায় () এর সংজ্ঞা দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৮৩ খ. ধারা ৩৭৮

গ. ধারা ৩৮০ ঘ. ধারা ৩৮১

২০৯। ক্ষতির ভয় প্রদর্শন বা দেখাইয়া সম্পত্তি আদায় করা কে কী বলে?

● ক. বল পূর্বক গ্রহণ খ. চুরি

গ. অপহরণ ঘ. আত্মসাৎ

২১০। ক্ষতির ভয় প্রদর্শন বা দেখাইয়া সম্পত্তি আদায় কত ধারার অপরাধ

● ক. ধারা ৩৮৩ খ. ধারা ৩৭৮

গ. ধারা ৩৮০ ঘ. ধারা ৩৮১

২১১। ক গ কে এই মর্মে ভয় দেখায় যে, গ তাহাকে টাকা না দিলে মানহানির কুৎসা রটনা করিবে। উক্ত ভয় দেখাইয়া ক গ কে টাকা দিতে বাধ্য করিলে ক কত ধারার অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে?

● ক. ধারা ৩৮৩ খ. ধারা ৩৭৮

গ. ধারা ৩৮০ ঘ. ধারা ৩৮১

২১২। ক গ কে এই মর্মে শাঁসায় যে, একটি নির্দিষ্ট পরিমান অর্থ প্রদানের অঙ্গীকারমূলে একটি প্রমিজারি নোট স্বাক্ষর ও প্রদান ঙ এর নিকট না করে তাহলে গ এর শিশু সন্ড়ান খ কে অন্যাভাবে আটক করিয়া রাখিবে। গ নোটটি স্বাক্ষর ও ঙ বরাবর প্রদান করে। উক্ত ক্ষেত্রে ক কী অপরাধ করিয়াছে?

● ক. বল পূর্বক গ্রহন খ. চুরি

গ. অপহরণ ঘ. আত্মসাৎ

২১৩। জোর পূর্বক সম্পত্তি আদায়ের শাস্ড়ি কত ধারা?

● ক. ধারা ৩৮৪ খ. ধারা ৩৭৮

গ. ধারা ৩৮০ ঘ. ধারা ৩৮১

২১৪। জোর পূর্বক সম্পত্তি আদায়ের সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কত দিন ?

● ক. ৩ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

গ. ২ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

২১৫। ৩৮৪ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে –

ক. আমল অযোগ্য খ. জামিন যোগ্য

গ. মীমাংসার অযোগ্য, যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য

● ঘ. সবগুলো

২১৬। প্রত্যেক দস্যুতায় হয় চুরি না হয় বল পূর্বক গ্রহন রহিয়াছে– দন্ডবিধির কত ধারায় বলা হয়েছে?

● ক. ধারা ৩৯০ খ. ধারা ৩৮৮

গ. ধারা ৩৮০ ঘ. ধারা ৩৮৯

২১৭। চুরির সময় কোন ব্যক্তির মুত্যু ঘটায় বা আঘাত করে বা অবৈধ ভাবে আটক করে বা চেষ্টা করে বা উক্ত ধরনের কিছু করার ভয় প্রদর্শন করে। তাহলে উক্ত চুরি কিসের শামিল হইবে?

● ক. দস্যুতা খ. বেআইনি আটক

গ. অপহরণ ঘ. আত্মসাৎ

২১৮। জোর পূর্বক সম্পত্তি আদায়ের সময় কোন ব্যক্তির মুত্যু ঘটায় বা আঘাত করে বা অবৈধ ভাবে আটক করে বা চেষ্টা করে বা উক্ত ধরনের কিছু করার ভয় প্রদর্শন করে। তাহলে উক্ত জোর পূর্বক সম্পত্তি আদায় কিসের শামিল হইবে?

●ক. দস্যুতা খ. বেআইনি আটক

গ. অপহরণ ঘ. আত্মসাৎ

২১৯। ৩৯০ ধারার দস্যুতার জন্য কোন অপরাধ বাধ্যতামূলক?

● ক. চুরি বা জোর পূর্বক আদায় খ. বেআইনি আটক

গ. আত্মসাৎ ঘ. কোনটি নয়

২২০। ক রাজপথ দিয়ে যাইবার সময় গ তাহাকে বন্দুক দেখাইয়া ক এর মানিব্যাগ এবং মোবাইল ফোন জোর পূর্বক আদায় করে। গ এর উক্ত জোর পূর্বক আদায় কিসের শামিল হইবে?

●ক. দস্যুতা খ. বেআইনি আটক

গ. অপহরণ ঘ. আত্মসাৎ

২২১। দস্যুতার সংজ্ঞা কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৯০ খ. ধারা ৩৮৮

গ. ধারা ৩৮০ ঘ. ধারা ৩৮৯

২২২। দস্যুতার শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৯২ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮০ ঘ. ধারা ৩৮৯

২২৩। দস্যুতার সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

২২৪। রাজপথে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের মধ্যবর্তী সময়ে দস্যুতার সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ১৪ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ১০ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

২২৫। রাতের বেলায় দস্যুতার বিচার কোন আদালতে বিচার্য?

● ক. দায়রা আদালত খ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট

গ. মেট্রোপলিটিন ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. বিশেষ আদালত

২২৬। ৩৯২ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল যোগ্য খ. জামিন অযোগ্য

গ. মীমাংসার অযোগ্য ● ঘ. সবগুলো

২২৭। দস্যুতা সংগটনের চেষ্টা বা উদ্যোগের শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৯৩ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮১ ঘ. ধারা ৩৮৯

২২৮। দস্যুতা সংগটনের চেষ্টা বা উদ্যোগের সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কী?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড় খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড়

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড় ঘ. ১০ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড়

২২৯। দস্যুতা সংগটনের জন্য সর্বনিম্ন কত জন ব্যক্তির প্রয়োজন?

● ক. এক জন খ. দুই জন

গ. পাঁচ জন ঘ. জার জন

২৩০। দস্যুতা সংগঠনের জন্য সদস্য সংখ্যা কত?

● ক. এক জন হইতে চার জন খ. এক জন হইতে পাঁচ জন

গ. পাঁচ জন ঘ. সাত জন

২৩১। দস্যুতা সংগটনকালে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত প্রদানের শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৯৪ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৪ ঘ. ধারা ৩৮৯

২৩২। দস্যুতা সংগটকালে ইচ্ছাপূর্বক আঘাত প্রদানের শাস্ড়ি কী?

● ক. যাবজ্জীবন কারাদন্ড় খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড়

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড় ঘ. ১০ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড়

২৩৩। ডাকাতির সংজ্ঞা কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৯১ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮১ ঘ. ধারা ৩৮৯

২৩৪। ৫ বা ততোধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে দস্যুতা সংগটন করে বা করার চেষ্টা করে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি কী করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে?

● ক. ডাকাতি খ. দস্যুতা

গ. চুরি ঘ. বিদ্রোহ

২৩৫। ডাকাতির সংগটনের জন সর্বনিম্ন কত জন ব্যক্তির প্রয়োজন?

● ক. পাঁচ জন খ. এক হইতে দুই জন

গ. এক জন হইতে চার জন ঘ. তিন জন

২৩৬। ডাকাতি সংগটনের জন্য সদস্য সংখ্যা কত ?

● ক. পাঁচ বা ততোধিক খ. চার জন

গ. দুই বা ততোধিক ঘ. তিন জন

২৩৭। কত জন ব্যক্তি কর্তৃক না হইলে কোন দস্যুতাই ডাকাতি বলিয়া গণ্য হইবে না?

● ক. পাঁচ জন খ. এক হইতে দুই জন

গ. এক জন হইতে চার জন ঘ. তিন জন

২৩৮। ডাকাতির শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৩৯৫ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৩৯। ডাকাতির সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কী?

● ক. যাবজ্জীবন কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড ঘ. ১০ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

২৪০। ডাকাতির মামলা কোন আদালতে বিচার্য?

● ক. দায়রা আদালত খ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট

গ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. বিশেষ আদালত

২৪১। ৩৯২ ধারা ডাকাতির মামলার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল যোগ্য খ. জামিন অযোগ্য

গ. মীমাংসার অযোগ্য ● ঘ. সবগুলো

২৪২। ৩ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে মৃতুভয় দেখাইল। উক্ত ব্যক্তিগণ কী অপরাধ করিয়াছে?

● ক. দস্যুতা খ. ডাকাতি

গ. চুরি ঘ. বিদ্রোহ

২৪৩। ৬ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে মৃত্যুভয় দেখাইল। উক্ত ব্যক্তিগণ দ ্বিধির কত ধারা অপরাধ করিয়াছে?

●ক. ধারা ৩৯০ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯৫

২৪৪। ৩ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে মৃত্যুভয় দেখাইল। উক্ত ব্যক্তিগণ দ ্বিধির কত ধারা অপরাধ করিয়াছে?

●ক. ধারা ৩৯০ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯৫

২৪৫। ৬ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে মৃত্যুভয় দেখাইল। উক্ত ব্যক্তিগণ দ ্বিধির কত ধারা অপরাধ করিয়াছে?

●ক. ধারা ৩৯১ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯৫

২৪৬। ৩ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে মৃত্যুভয় দেখাইল। উক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মামলা কত ধারা অনুযায়ী হইবে?

●ক. ধারা ৩৯২ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৪৭। ৬ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে মৃত্যুভয় দেখাইল। উক্ত ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে মামলা কত ধারা অনুযায়ী হইবে?

●ক. ধারা ৩৯৫ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৪৮। ৩ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে মৃত্যুভয় দেখাইল। উক্ত ব্যক্তিগণের শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারা অনুযায়ী হইবে?

●ক. ধারা ৩৯২ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৪৯। ৬ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে মৃত্যুভয় দেখাইল। উক্ত ব্যক্তিগণের শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারা অনুযায়ী হইবে?

●ক. ধারা ৩৯৫ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৫০। ৩ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে আঘাত করিলে শাস্তি কত ধারায়?

●ক. ধারা ৩৯৪ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৫১। ৬ জন ব্যক্তি একটি বাড়ীতে চুরি করিতে যাইয়া বাড়ীর মালিককে খুন করিলে শাস্তি কত ধারায়?

●ক. ধারা ৩৯৬ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৫২। ৩ জন ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্র সহ একটি বাড়ীতে দস্যুতা সংগটন করিতে যায় এবং বাড়ীর মালিককে গুরুতর আঘাতের চেষ্টা করে। ইহার শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

●ক. ধারা ৩৯৭ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৫৩। ৬ জন ব্যক্তি মারাত্মক অস্ত্র সহ একটি বাড়ীতে দস্যুতা সংগটন করিতে যায় এবং বাড়ীর মালিককে গুরুতর আঘাতের চেষ্টা করে। ইহার শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

●ক. ধারা ৩৯৭ খ. ধারা ৩৮২

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৫৪। মারাত্মক অস্ত্র সজ্জিত হইয়া দস্যুতা ডাকাতি সংগটনের চেষ্টা করিলে শাস্তি ৭ বৎসরের কম হইবে না- উক্ত বিধান দণ্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৩৯৮ খ. ধারা ৩৯৬

গ. ধারা ৩৮৫ ঘ. ধারা ৩৯০

২৫৫। ডাকাতি করিবার প্রস্তুতির শাস্তি কত ধারায়?

●ক. ধারা ৩৯৯ খ. ধারা ৩৯৬

গ. ধারা ৩৮৯ ঘ. ধারা ৩৯০

২৫৬। ১৮৬০ সালের দ ্বিধির ৪০০ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত আছে?

● ক. ডাকাত দলে থাকিবার শাস্ড়ি

খ. চোরের দলে থাকিবার শাস্ড়ি

গ. ডাকাতির সংজ্ঞা ঘ. চুরির সংজ্ঞা

২৫৭। ডাকাত দলে থাকিবার শাস্ড়ি দ ্বিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪০০ খ. ধারা ৩৯৬

গ. ধারা ৩৮৯ ঘ. ধারা ৩৯০

২৫৮। চোরের দলে থাকিবার শাস্ড়ি দ ্বিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪০১ খ. ধারা ৩৯৬

গ. ধারা ৪০০ ঘ. ধারা ৩৯০

২৫৯। ৪০১ ধারার সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কী?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ড় কারাদ ্ খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদ ্

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ড় কারাদ ্ ঘ. ১০ বৎসর পর্যন্ড় কারাদ ্

২৬০। যদি কোন ব্যক্তি অসাধুভাবে কোন অস্থাবর সম্পত্তি তসর ্প বা তাহার নিজের ব্যবহারে পরিনত করে তাহলে সেই ব্যক্তি ২ বৎসর পর্যন্ড় সে কোন মেয়াদের কারাদ ্ বা অর্থদ ্ বা উভয় দ ্ দ ্ত হইবে–উক্ত বিধান দ ্বিধির কত ধারায় আছে?া

● ক. ধারা ৪০৩ খ. ধারা ৩৯৬

গ. ধারা ৪০০ ঘ. ধারা ৪০১

২৬২। অসাধুভাবে সম্পত্তি তসরুপ বা আত্মসাৎ (Dishonest Misappropriation of Property) এর শাস্তি কত ধারায়?

●ক. ধারা ৪০৩ খ. ধারা ৩৯৬

গ. ধারা ৪০০ ঘ. ধারা ৪০১

২৬৩। ৪০৩ ধারার সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

২৬৪। ক সরল বিশ্বাসে গ এর সম্পত্তি গ এর দখল হইতে লইয়া যায় এই বিশ্বাসে যে উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজের। ভুল বুঝিবার পর উক্ত সম্পত্তি গ কে ফেরত না দিয়ে অসাধুভাবে নিজের ব্যবহার পরিনত করে। ক কত ধারার অপরাধ করেছে?

●ক. ধারা ৪০৩ খ. ধারা ৩৯৬

গ. ধারা ৪০০ ঘ. ধারা ৪০১

২৬৫। ক সরল বিশ্বাসে গ এর সম্পত্তি গ এর দখল হইতে লইয়া যায় এই বিশ্বাসে যে উক্ত সম্পত্তি তাহার নিজের। ভুল বুঝিবার পর উক্ত সম্পত্তি গ কে ফেরত না দিয়ে অসাধুভাবে নিজের ব্যবহার পরিনত করে। ক কোন অপরাধ করেছে?

ক. চুরি খ. ডাকাতি

গ. প্রতরণা ● ঘ. অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ

২৬৬। ৪০৩ ধারা অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ কোন ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্ভব?

● ক. অস্থাবর সম্পত্তি খ. স্থাবর সম্পত্তি

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৬৭। ৪০৩ ধারা অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ কোন ধরনের সম্পত্তির ক্ষেত্রে সম্ভব নয়?

● ক. স্থাবর সম্পত্তি খ. অস্থাবর সম্পত্তি

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৬৮। নিচের কোন ক্ষেত্রে ৪০৩ ধারার অপরাধ সংগটন সম্ভব নয়?

ক. জমি খ. বই

গ. মোবাইল গ. ঘড়ি

২৬৯। কিছু সময়ের জন্য একটি অসাধু তসরুপ বা আত্মসাৎকরণ ৪০৩ ধারা অনুযায়ী তসরুপ বা আত্মসাৎকরণ মর্মে পরিগণিত হইবে– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৪০৩ ব্যাখ্যা ১ খ. ধারা ৩৯৬ ব্যাখ্যা ১

গ. ধারা ৪০০ ব্যাখ্যা ১ ঘ. ধারা ৪০১ ব্যাখ্যা ১

২৭০। যদি কোন ব্যক্তি কোন অস্থাবর সম্পত্তি কোন ব্যক্তির দখলে নাই দেখিতে পাইয়া উক্ত সম্পত্তির মালিকের পক্ষে সংরক্ষন করে ও মালিকের নিকট প্রত্যর্পন করার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করে তাহলে ৪০৩ ধারার অপরাধ হবে না– উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৪০৩ ব্যাখ্যা ২ খ. ধারা ৩৯৬ ব্যাখ্যা ১

গ. ধারা ৪০০ ব্যাখ্যা ২ ঘ. ধারা ৪০১ ব্যাখ্যা ২

২৭১। কোন ব্যক্তির দখলে নাই দেখিয়া কোন সম্পত্তি মালিকের নিকট প্রত্যর্পনের উদেশ্যে গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি মালিককে খুঁজিবার যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া সম্পত্তি নিজ ব্যবহারে পরিনত করিলে কোন ধারার অপরাধ হইবে?

●ক. ধারা ৪০৩ খ. ধারা ৩৯৬

গ. ধারা ৪০০ ঘ. ধারা ৪০১

২৭২। কোন ব্যক্তির দখলে নাই দেখিয়া কোন সম্পত্তি মালিকের নিকট প্রত্যর্পনের উদ্দেশ্যে গ্রহণ করিয়া উক্ত সম্পত্তি মালিককে খুঁজিবার যথাসাধ্য চেষ্টা না করিয়া সম্পত্তি নিজ ব্যবহারে পরিনত করিলে ৪০৩ ধারার অসাধুভাবে তসরুপ বলে গণ্য হইবে- উক্ত বিধান দন্ডবিধির কত ধারায় আছে?

●ক. ধারা ৪০৩ ব্যাখ্যা ২ খ. ধারা ৩৯৬ ব্যাখ্যা ১

গ. ধারা ৪০০ ব্যাখ্যা ২ ঘ. ধারা ৪০১ ব্যাখ্যা ২

২৭৩। ক রাজপথের উপর একটা টাকা পায়। ক জানে না উক্ত টাকার মালিক কে । টাকাটি ক লইয়া গেলে ক কী করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে?

● ক. ৪০৩ ধারার অপরাধ করে নাই খ. ৪০৩ ধারার অপরাধ করিয়াছে

গ. চুরি ঘ. কোনটি নয়

২৭৪। ক রাজপথের উপর একটি মানিম্যাগ পায়। উক্ত মানিব্যাগ কিছু টাকা এবং মালিকের পরিচয়পত্র বিদ্যমান। ক মানিব্যাগের টাকগুলি লইয়া যায়। উক্ত ক্ষেত্রে ক কত ধারার অপরাধ করিয়াছে?

● ক. ধারা ৪০৩ খ. ধারা ৩৭৮

গ. ধারা ৪০০ ঘ. ধারা ৪০১

২৭৫। ক রাজপথের উপর একটি মানিম্যাগ পায়। উক্ত মানিব্যাগ কিছু টাকা এবং মালিকের পরিচয়পত্র বিদ্যমান। ক মানিব্যাগের টাকগুলি লইয়া যায়। উক্ত ক্ষেত্রে ক কী অপরাধ করিয়াছে?

ক. চুরি খ. ডাকাতি

গ. প্রতারণা ● ঘ. অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ

২৭৬। দ ্বিধির ৪০৩ ধারার সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কী?

● ক. ২ বৎসর পর্যন্ড় কারাদ ্ খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদ ্

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ড় কারাদ ্ ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ড় কারাদ ্

২৭৭। অসাধুভাবে সম্পত্তি তসর ্পের শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪০৩ খ. ধারা ৩৭৮

গ. ধারা ৪০০ ঘ. ধারা ৪০১

২৭৮। দ ্বিধির ৪০৩ ধারায় বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল যোগ্য, জামিন যোগ্য

খ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য

গ. মীমাংসার যোগ্য ● ঘ. সবগুলো

২৭৯। কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার মৃত্যুর সময় অসাধুভাবে আত্মসাৎ করলে শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪০৪ খ. ধারা ৩৭৮

গ. ধারা ৪০০ ঘ. ধারা ৪০১

২৮০। দণ্ডবিধির ৪০৪ ধারার সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

২৮১। কর্মচারী বা ভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত থাকিয়া কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার মৃত্যুর সময় অসাধুভাবে আত্মসাৎ করলে শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪০৪ খ. ধারা ৩৭৮

গ. ধারা ৪০০ ঘ. ধারা ৪০১

২৮২। কর্মচারী বা ভৃত্য হিসাবে নিযুক্ত থাকিয়া কোন মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি তাহার মৃত্যুর সময় অসাধুভাবে আত্মসাৎ করলে সর্বোচ্চ শাস্তি কী ?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

২৮৩। ৪০৪ ধারার অপরাধ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক হইলে বিচার কোন আদালতে?

● ক. বিশেষ জজ আদালত খ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

গ. দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঘ. কোনটি নয়

২৮৪। অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের (Criminal Breach of Trust) সংজ্ঞা কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪০৫ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪০২ ঘ. ধারা ৪০১

২৮৫। অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের (Criminal Breach of Trust) শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪০৬ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪০২ ঘ. ধারা ৪০১

২৮৬। অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গের (Criminal Breach of Trust) সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

২৮৭। দণ্ডবিধির ৪০৬ ধারার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল যোগ্য, জামিন অযোগ্য

খ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য

গ. মীমাংসার যোগ্য ● ঘ. সবগুলো

২৮৮। ৪০৬ ধারার মামলা মীমাংসার জন্য নিচের কোনটি প্রয়োজন?

● ক. আদালতের অনুমতি খ. পুলিশের অনুমতি

গ. থানার অনুমতি ঘ. কোনটি নয়

২৮৯। কর্মচারী বা চাকর কর্তৃক বিশ্বাস ভঙ্গ করনের শাস্ড়ি কী?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড় খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড়

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড় ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড়

২৯০। প্রতরনার সংজ্ঞা (Cheating) দন্ড়বিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪১৫ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪১৪ ঘ. ধারা ৪০১

১৯১। নিচের কোনটির মাধ্যমে প্রতারনার অপরাধ সংগটন করা যায়?

● ক. ছলনা খ. আঘাত

গ. আক্রমন ঘ. কোনটি নয়

১৯২। দন্ড়বিধির ৪১৫ ধারায় কোন বিষয়ের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে?

●ক. প্রতারনা খ. চুরি

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৯৩। অসাধুভাবে তথ্য গোপনকরন ৪১৫ ধারার তাৎপর্যাধীনে ছলনা মর্মে বিবেচিত হইবে– উক্ত বিধান দন্ড়বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ধারা ৪১৫ এর ব্যাখ্যা খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪১৪ এর ব্যাখ্যা ঘ. ধারা ৪০১

২৯৪। ক মুক্তা নহে বলিয়া সে জানে। এমন দ্রব্যসমূহ মুক্তা বলিয়া বন্ধক রাখিয়া ইচ্ছাকৃত ভাবে গ কে ফাঁকি দেয় এবং তদ্দারা কার্জ প্রদানের জন্য গ কে অসাধুভাবে প্ররোচিত করে। ক কী করিয়াছে?

● ক. প্রতারনা খ. চুরি

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৯৫। প্রতারনার শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪১৭ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪১৪ ঘ. ধারা ৪০১

২৯৬। প্রতারনা সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কী?

● ক. ১ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

২৯৭। ৪১৭ ধারার মামলার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল অযোগ্য, জামিন যোগ্য

খ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য

গ. মীমাংসার যোগ্য ● ঘ. সবগুলো

২৯৮। মিথ্যা পরিচয় দান পূর্বক প্রতারনার সংজ্ঞা দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪১৬ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪১৪ ঘ. ধারা ৪০১

২৯৯। ক নিজেকে খ বলিয়া ভান করিয়া প্রতারনা করে। খ জনৈক মৃত ব্যক্তি। ক কী করিয়াছে বলিয়া গন্য হইবে?

● ক. মিথ্যা পরিচয় দান পূর্বক প্রতারনা

খ. প্রতারনা

গ. আত্মসাৎ ঘ. কোনটি নয়

৩০০। অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারনার সংজ্ঞা দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪১৬ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪১৪ ঘ. ধারা ৪০১

৩০১। মিথ্যা পরিচয় দান পূর্বক প্রতারনার শাস্তি দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪১৯ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪১৬ ঘ. ধারা ৪০১

৩০২। মিথ্যা পরিচয় দান পূর্বক প্রতারনার সর্বোচ্চ শাস্তি কী

● ক. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

৩০৩। প্রতারনা ও সম্পত্তি অর্পন বা সমর্পন করিবার জন্য অসাধুভাবে প্ররোচিত করিবার শাস্তি দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪২০ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪০২ ঘ. ধারা ৪০১

৩০৪। ৪২০ ধারার সর্বোচ্চ শাস্তি কী ?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

৩০৫। ৪২০ ধারার মামলার বিচার প্রক্রিয়া হচ্ছে–

ক. আমল অযোগ্য, জামিন যোগ্য

খ. যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচার্য

গ. মীমাংসার যোগ্য ● ঘ. সবগুলো

৩০৬। ৪২০ ধারার অপরাধ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক সংঘটিত হইলে সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

৩০৭। ৪২০ ধারার অপরাধ নিচের কোন ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত হইলে জামিন অযোগ্য হইবে?

● ক. সরকারী কর্মচারী খ. যে কোন ব্যক্তি

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৩০৮। ৪২০ ধারার অপরাধ সরকারী কর্মচারী কর্তৃক হইলে বিচারে কোন আদলতে?

● ক. বিশেষ জজ আদালত খ. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত

গ. দ্বিতীয় শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট আদালত ঘ. কোনটি নয়

৩০৯। অনিষ্ট বা অপকার বা বিনাশ বা ক্ষতি (Mischief) এর শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪২৫ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪২০

৩১০। অনিষ্ট বা অপকার বা বিনাশ বা ক্ষতি (Mischief) এর শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪২৬ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪২০

৩১১। ক অন্যায়ভাবে খ এর ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে খ এর বরফঘরে পানি দেয়। তাহার ফলে বরফ গলিয়া যায়। ক কোন অপরাধ করিয়াছে?

● ক. অনিষ্ট খ. চুরি

গ. শাস্তি ঘ. কোনটি নয়

৩১২। অনিষ্ট এর সংজ্ঞা কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪২৫ খ. ধারা ৪০৩

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪২০

৩১৩। অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ (Criminal Trespass) এর সংজ্ঞা দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৪১ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪২৫ ঘ. ধারা ৪২০

৩১৪। ভীতি প্রদর্শন, অপমান বা বিরক্ত করিবার উদ্দেশ্যে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির দখলভূক্ত সম্পত্তিতে প্রবেশ করাকে কী বলা হয়?

● ক. অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ খ. প্রবেশ

গ. চুরি ঘ. কোননি নয়

৩১৫। আইনসম্মতভাবে কোন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তির সম্পত্তিতে প্রবেশ করিয়া কোন ব্যক্তিকে ভীতি প্রদর্শন বা অপমান বা বিরক্ত অথবা কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য বেআইনিভাবে অবস্থান করিলে উক্ত ব্যক্তি কী করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে?

● ক. অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ খ. প্রবেশ

গ. চুরি ঘ. কোননি নয়

৩১৬। অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ এর শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৪৭ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪২০

৩১৭। অপরাধজনক অনধিকার প্রবেশ এর শাস্তি কী ?

● ক. ৩ মাস কারাদন্ড খ. ৬ মাস কারাদন্ড

গ. ৪ মাস কারাদন্ড ঘ. ১ বৎসর কারাদন্ড

৩১৮। গৃহে অনধিকার প্রবেশের সংজ্ঞা কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৪২ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪২০

৩১৯। গৃহে অনধিকার প্রবেশের শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৪৮ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪২০

৩২০। রাত্রিকালে সিঁদ কাটিয়ে বা দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশ করত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৪৬ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৫৬ ঘ. ধারা ৪২০

৩২১। রাত্রিকালে সিঁদ কাটিয়ে বা দরজা-জানালা ভাঙ্গিয়া গৃহে প্রবেশের শাস্ড়ি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৫৬ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৪৬ ঘ. ধারা ৪২০

৩২২। ৪৫৬ ধারার সর্বোচ্চ শাস্ড়ি কী?

● ক. ৩ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ড় কারাদন্ড

৩২৩। জালিয়াতি করা কী?

● ক. অপরাধ খ. অপরাধ নয়

গ. আত্মসাৎ ঘ. অনিষ্ট

৩২৪। জালিয়াতি (Forgery) সংজ্ঞা দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৬৩ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৩৬ ঘ. ধারা ৪২০

৩২৫। প্রতারনা করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা দলিল বা দলিলের অংশ বিশেষ প্রনয়ন করা কোন ধরনের অপরাধ?

● ক. জালিয়াতি খ. প্রতারনা

গ. আত্মসাৎ ঘ. অনিষ্ট

৩২৬। প্রতারনা করিবার উদ্দেশ্যে মিথ্যা দলিল বা দলিলের অংশ বিশেষ প্রনয়ন করা কোন ধরনের কোন ধারার অপরাধ?

● ক. ধারা ৪৬৩ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৩৬ ঘ. ধারা ৪২০

৩২৭। কোন ব্যক্তির বা জনগনের ক্ষতি বা অনিষ্ট সাধন কল্পে কোন মিথ্যা দলিল প্রনয়ন করাকে কী বলা হয়?

● ক. জালিয়াতি খ. প্রতারনা

গ. আত্মসাৎ ঘ. অনিষ্ট

৩২৮। ক খ কে খ এর সম্পত্তি ত্যাগে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যেই মিথ্যা দলিল প্রনয়ন করিলে ক কোন অপরাধ করেছে?

● ক. জালিয়াতি খ. প্রতারনা

গ. আত্মসাৎ ঘ. অনিষ্ট

৩২৯। জালিয়াতের শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৬৫ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪৫৬

৩৩০। দন্ডবিধির ৪৬৫ ধারার সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

৩৩১। আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিস্টার প্রভৃতি জালিয়াতের শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৬৬ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪৫৬

৩৩২। আদালতের নথিপত্র বা সরকারী রেজিস্টার প্রভৃতি জালিয়াতের সর্বোচ্চ শাস্তি কী ?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

৩৩৩। পাওয়ার অব এটর্নি জাল করিলে শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৬৬ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪৫৬

৩৩৪। বিবাহের রেজিস্টার জাল করিলে শাস্তি কত ধারায়?

● ক. ধারা ৪৬৬ খ. ধারা ৪৪০

গ. ধারা ৪৫২ ঘ. ধারা ৪৫৬

৩৩৫। বিবাহের রেজিস্টার জাল করিলে সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

দন্ডবিধির অতিরিক্ত প্রশ্ন সমূহ

০১। অপরাধের সংজ্ঞা দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ৪০ ধারায় খ. ৫০ ধারায়

গ. ৩৯ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

০২। অপরাধের উপাদন হচ্ছে–

ক. দুষ্ট মন (Guilty) খ. ইচ্ছা (Intention)

গ. অভিপ্রায় (Motive) ● ঘ. সবুগুলো

০৩। অপরাধের উপাদান হচ্ছে

ক. দুষ্ট মন (Guilty) খ. ইচ্ছা (Intention)

গ. অপকারেচ্ছা (Malice) ● ঘ. সবুগুলো

০৪। অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অজুহাত আদালতে উত্থাপন করিতে পারেন না?

ক. অপরাধ না করার অজুহাত

খ. অপরাধ সংগটনকালে উক্ত স্থানে উপস্থিত না থাকার অজুহাত

গ. Plea of Abli ● ঘ. আইন না জানার অজুহাত

০৫। নিচের কোনটি দন্ডমূলক আইন (Penal Laws)?

ক. দন্ডবিধি ১৮৬০ খ. বিশেষ ক্ষমতা ১৯৭৪

গ. অস্ত্র আইন ১৮৭৮ ● ঘ. সবগুলো

০৬। বেআইনিভাবে এমন সম্পত্তি লাভ করা যে সম্পত্তিতে লাভকারীর কোন আইনানুগ অধিকার নাই- দ্ববিধির ২৩ ধারা অনুসারে উক্ত বিষয়কে কী বলা হয়?

● ক. অন্যায় লাভ খ. আইনন লাভ

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

০৭। দ্ববিধিতে মোট কত প্রকার শাস্তি আছে?

● ক. ৬ প্রকার খ. ৭ প্রকার

গ. ৩ প্রকার ঘ. ৪ প্রকার

০৮। দ্ববিধিতে ৫৩ ধারা অনুসারে বাংলাদেশ বর্তমানে কত প্রকার শাস্তি কার্যকর রয়েছে?

● ক. ৫ প্রকার খ. ৭ প্রকার

গ. ৮ প্রকার ঘ. ১০ প্রকার

০৯। শাস্তির প্রকারভেদ দ্ববিধির কত ধারায়?

● ক. ৫৩ ধারায় খ. ৫০ ধারায় গ. ৩৯ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

১০। নির্জন কারাবাস (Solitary Confinement) দ্ববিধির কত ধারায়?

● ক. ৭৩ ধারায় খ. ৫০ ধারায়

গ. ৫৩ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

১১। ৯ বছরের কম বয়স্ক শিশুর কৃত কোন কর্ম অপরাধ নয়- উক্ত বিধান দ্ববিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ৮২ ধারায় খ. ৮০ ধারায়

গ. ৫৩ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

১২। কত বৎসর পর্যন্ত কোন শিশুর কোন কর্ম অপরাধ বলে গণ্য হবে না?

● ক. ৯ বৎসর খ. ৭ বৎসর

গ. ৬ বৎসর ঘ. ৪ বৎসর

১৩। কত সালে দ"বিধি সংশোধনের পূর্বে ৭ বৎসর পর্যন্ড় বয়সের কোনো শিশুর কোনো কার্যই অপরাধ বলে গণ্য হত না?

● ক. ২০০৪ সাল খ. ২০০৬ সাল

গ. ২০০৭ সাল ঘ. কোনটি নয়

১৪। অপ্রকৃতিস্থ (Unsound Mind) ব্যক্তির কোন কার্য অপরাধ বলে গণ্য হবে না– উক্ত বিধান দ"বিধির কত ধারায় আছে?

● ক. ৮৪ ধারায় খ. ৮০ ধারায়

গ. ৫৩ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

১৫। অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র (Criminal Conspiracy) এর সংজ্ঞা দ"বিধির কত ধারায়?

● ক. ১২০ এর ক ধারায় খ. ৮০ ধারায়

গ. ১২০ এর গ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

১৬। ১৮৬০ সালের দ"বিধির ১৯১ ধারায় কোন বিষয় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. মিথ্যা সাক্ষ্য দান খ. মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা

গ. মিথ্যা সাক্ষ্য দানের শাস্ড়ি ঘ. কোনটি নয়

১৭। ১৮৬০ সালের দ"বিধির ১৯২ ধারায় কোন বিষয় বর্ণিত রয়েছে?

ক. মিথ্যা সাক্ষ্য দান ●খ. মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা

গ. মিথ্যা সাক্ষ্য দানের শাস্ড়ি ঘ. কোনটি নয়

১৮। ১৮৬০ সালের দ"বিধির ১৯৩ ধারায় কোন বিষয় বর্ণিত রয়েছে?

ক. মিথ্যা সাক্ষ্য দান খ. মিথ্যা সাক্ষ্য সৃষ্টি করা

● গ. মিথ্যা সাক্ষ্য দানের শাস্তি ঘ. কোনটি নয়

১৯। মিথ্যা সাক্ষ্য দানের সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

● ক. ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ঘ. ৭ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

২০। মিথ্যা মামলা দায়েরকারীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়েরের জন্য দণ্ডবিধির কত ধারা অনুসারে মামলা করা যায়?

● ক. ২১১ ধারায় খ. ৮০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

২১। কোন মামলায় আসামীকে যখন গ্রেফতার করা প্রয়োজন, পুলিশ কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে গ্রেফতার না করিলে উক্ত পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে মামলা দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ২১১ ধারায় খ. ৮০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

২২। মুদ্রা (Coin) এর সংজ্ঞা দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ৩৩০ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

২৩। বাংলাদেশের মুদ্রা জাল করিবার শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ২৩২ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ৪১ ধারায়

২৪। সরকারী স্ট্যাম্প জাল করিবার শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ২৫৫ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ২৬০ ধারায়

২৫। সরকারী স্ট্যাম্প জাল ও বিক্রয়ের শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ২৫৮ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ২৬০ ধারায়

২৬। গণ-উপদ্রব (Public Nuisance) এর সংজ্ঞা দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ২৬৮ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ২৬০ ধারায়

২৭। অবহেলা মূলক ভাবে জনপথে গাড়ী চালাইয়া মানুষ হত্যা করিলে শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ৩০৪ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ২৬০ ধারায়

২৮। ড্রাইভারের অবহেলায় জনপথে পথচারী নিহত হইলে শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ৩০৪ এর খ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ২৬০ ধারায়

২৯। দণ্ডবিধির ৩০৪ এর খ ধারার সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

ক. ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড ● ঘ. ৩ বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড

৩০। খুনের চেষ্টা (Attempt to Murder) এর শাস্তি দণ্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ৩০৭ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ২৪৩ ধারায় ঘ. ২৬০ ধারায়

৩১। আত্মহত্যার চেষ্টা (Attempt to Commit Suicide) এর শাস্তি দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ৩০৯ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ২৪৯ ধারায় ঘ. ২৬০ ধারায়

৩২। আত্মহত্যার শাস্তি কী?

ক. ২ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড খ. ৫ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড

গ. ৬ বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড ● ঘ. শাস্তি নাই

৩৩। দন্ডবিধির কত ধারার অপরাধ করিবার চেষ্টা করিলে শাস্তি হয়– অপরাধটি করিলে শাস্তি হয় না?

● ক. ৩০৯ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ৩১০ ধারায় ঘ. ৩০০ ধারায়

৩৪। ব্যভিচার (Adultary) এর শাস্তি দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ৪৯৭ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ৪৪৩ ধারায় ঘ. ২৬৭ ধারায়

৩৫। কোন নারীর ক্ষেত্রে ব্যভিচার ৪৯৭ ধারার অপরাধ সম্ভব নয়?

ক. অবিবাহিত নারী খ. বিধবা নারী

গ. পতিতা ● ঘ. সবগুলো

৩৬। মানহানি (Defamaion) এর সংজ্ঞা দন্ডবিধির কত ধারায়?

● ক. ৪৯৯ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ৪০৯ ধারায় ঘ. ২৬৭ ধারায়

৩৭। নিচের কোন বিষয়ে দেওয়ানী বা ফৌজদারী যে কোন প্রকার মামলাই দায়ের করা যায়।

ক. খুন খ. ডাকাতি

গ. চুরি ● ঘ. মানহানি

৩৮। অপরাধজনক ভীতি প্রদর্শন (Criminal Intimidation) এর সংজ্ঞা দ"বিধির কত ধারায়?

● ক. ৫০৩ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ৪০৯ ধারায় ঘ. ২৬৭ ধারায়

৩৯। ইভটিজিং দ"বিধির কত ধারায়?

● ক. ৫০৯ ধারায় খ. ৩২০ ধারায়

গ. ৪০৯ ধারায় ঘ. ২৬৭ ধারায়

৪০। দ"বিধি সংশোধিত হয়েছে–

● ক. ২০০৪ সাল খ. ২০০৫ সাল

গ. ২০০৩ সাল ঘ. কোনটি নয়

৪১। খুন ও অপরাধজনিত নরহত্যার পার্থক্য নিরূপণে প্রখাত মামলা কোনটি?

● ক. রেগ বনাম গোবিন্দ খ. সুরেন্দ্র মোহন ঠাকুর বনাম মোহন ঠাকুর

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৪২। সাধারণ অভিপ্রায় ও সাধারণ ইচ্ছা পার্থক্য নিরূপণে প্রখাত মামলা কোনটি?
● ক. বরেন্দ্র কুমার ঘোষ বনাম কিং এমপেবর

খ. সুরেন্দ্র মোহন ঠাকুর বনাম মোহন ঠাকুর

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

সিলেবাস অনুযায়ী দণ্ডবিধি আইনের ধারাসমূহঃ

ধারা- ৩৪ঃকতিপয় ব্যক্তি কর্তৃক একই অভিপ্রায় সাধনকল্পে কৃত কার্যাবলী।

ধারা- ৩৫ঃযে ক্ষেত্রে অনুরূপ কার্য কোন অপরাধমূলক জ্ঞান বা অভিপ্রায় সহকারে সম্পাদিত হওয়ার দরুণ অপরাধমূলক বলে গণ্য হয়।

ধারা- ৯৬ঃব্যক্তিগত প্রতিরক্ষায় কৃতকার্যসমূহ।

ধারা- ৯৭ঃশরীর ও সম্পত্তি সম্পর্কিত ব্যক্তিগত অধিকার।

ধারা- ১০৭ঃ কোন অপরাধ বিষয়ে সহায়তা।

ধারা- ১৪৯ঃ সাধারণ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অনুষ্ঠিত অপরাধের জন্য বে-আইনী সমাবেশের প্রত্যেক সদস্য দায়ী।

ধারা- ২৯৯ঃ দ্ার্হ নরহত্যা (**Culpable homicide**)

ধারা- ৩০০ঃ খুন (**Murder**)

ধারা- ৩০১ঃ যে ব্যক্তির মৃত্যু অভিষ্ট ছিল সে ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটিয়ে দ্ার্হ নরহত্যা সংঘটন।

ধারা- ৩০৪ঃ খুন বলে গণ্য নয় এরূপ দ্ার্হ নরহত্যার শাস্তি/ যাবজ্জীবন বা দশ বছর কারাদ্ এবং অর্থদ্। জামিন অযোগ্য।

ধারা- ৩১৯ঃ আঘাত।

ধারা- ৩২০ঃ গুর্তর আঘাত।

ধারা- ৩২১ঃ ইচ্ছাপূর্বক আঘাত করা।

ধারা- ৩২২ঃ ইচ্ছাপূর্বক গুর্তর আঘাত করা।

ধারা- ৩২৪ঃ স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্রের দ্বারা আঘাত করা।

শাস্তি- তিন বছর করাদ্ বা অর্থদ্ বা উভয়দ্। জামিনযোগ্য।

ধারা- ৩২৬ঃ স্বেচ্ছাকৃতভাবে মারাত্মক অস্ত্র দ্বারা গুর্তর আঘাত করা।

শাস্তি- যাবজ্জীবন বা দশ বছর কারাদ্ এবং অর্থদ্। জামিন অযোগ্য।

ধারা- ৩৩৯ঃ অবৈধ বাধা বা অন্যায় নিযন্ত্রণ।

ধারা- ৩৪০ঃ অবৈধ অবরোধ বা অন্যায় আটক।

ধারা- ৩৫৯ঃ অপহরণ (**Kidnapping**)

ধারা- ৩৬২ঃ অপবাহণ। (**Abduction**)

ধারা-৩৭৫ঃ নারী ধর্ষণ।

ধারা- ৩৭৮ঃ চুরির সংজ্ঞা।

ধারা- ৩৭৯ঃ চুরির শাস্তি- তিন বছরের কারাদ্ বা অর্থদ্ বা উভয়দ্।

ধারা- ৩৮০ঃ বাসগৃহ ইত্যাদিতে চুরি।

শাস্তি- সাত বছর কারাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড। জামিন অযোগ্য।

ধারা- ৩৮৩ঃ বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়।

ধারা- ৩৯০ঃ দস্যুতার সংজ্ঞা।

ধারা- ৩৯১ঃ ডাকাতির সংজ্ঞা।

ধারা- ৩৯৪ঃ দস্যুতা অনুষ্ঠানকালে স্বেচ্ছাকৃতভাবে আঘাত প্রদান।

শাস্তি- যাবজ্জীবন বা দশ বছর কারাদন্ড বা অর্থদন্ড। জামিন অযোগ্য।

ধারা- ৩৯৬ঃ খুন সহকারে ডাকাতি।

শাস্তি- মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন বা দশ বছর এবং উভয়দন্ড। জামিন অযোগ্য।

ধারা- ৪০৩ঃ অসাধুভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎকরণ।

শাস্তি- দুই বছরের করাদন্ড বা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড। জামিন যোগ্য।

ধারা- ৪০৫ঃ অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ এর সংজ্ঞা।

ধারা- ৪১৫ঃ প্রতারণার সংজ্ঞা।

ধারা- ৪১৬ঃ অপরের রূপ ধারণপূর্বক প্রতারণা।

ধারা- ৪২০ঃ প্রথারণা ও সম্পত্তি সমর্পণ করাবার জন্য অসাধুভাবে প্রবৃত্ত করা।

শাস্তি- সাত বছর কারাদন্ড ও অর্থদন্ড। জামিনযোগ্য।

ধারা- ৪২৫ঃ অনিষ্ট।

ধারা- ৪৪১ঃ অরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ।

ধারা- ৪৪৬ঃ রাত্রি বেলায় অপথে গৃহ প্রবেশ।

ধারা- ৪৬৩ঃ জালিয়াতি।

ধারা- ৪৬৪ঃ মিথ্যা দলিল প্রস্তুতকরণ।

তামাদি আইন-১৯০৮

THE LIMITATION ACT-1908

০১। তামাদি আইন কত সালের কত নং আইন?

● ক. ১৯০৮ সালের ৯ নং আইন খ. ১০৮০ সালের ৯নং আইন

গ. ১৮৮০ সালের ৯ নং আইন ঘ. ১৯৮২ সালের ৯ নং আইন

০২। তামাদি আইন কত সালে প্রকাশিত হয়?

● ক. ১৯০৮ সালের ৭ই আগস্ট খ. ১৯০৮ সালের ২৭ই আগস্ট

গ. ১৯০৮ সালের ১৭ই আগস্ট ঘ. ১৯০৮ সালের ১০ই আগস্ট

০৩। তামাদি আই কত সাল হইতে কার্যকর?

● ক. ১৯০৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী খ. ১৯১৯ সালের ১ লা জানুয়ারী

ঘ. ১৯০৯ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী ঘ. ১৯০৯ সালের ১লা জানুয়ারী

০৪। তামাদি আইনে কতটি ধারা আছে?

● ক. ২৯ টি ধারা খ. ৩৩ টি ধারা

গ. ৩০ টি ধারা ঘ. ৩১ টি ধারা

০৫। তামাদি আইনে কতটি অনুচ্ছেদ আছে?

● ক. ১৮৩ টি খ. ১৮০ টি

গ. ১৮১ টি ঘ. ১৮২ টি

০৬। তামাদি আইনে নিচের কী কী আছে?

ক. ধারা খ. অনুচ্ছেদ

গ. ক ও খ ● ঘ. সবগুলো

০৭। তামাদি আইন কোন ধরনের আইন?

● ক. বিধিবদ্ধ আইন খ. পদ্ধতিগত আইন

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

০৮। তামাদি আইন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

ক. দেওয়ানী মূল মামলায় খ. দেওয়ানী আপীল

গ. ফৌজদারী আপীল ●ঘ. ফৌজদারী মূল মামলায়

০৯। তামাদি গণনা আরম্ভ হয় কোন তারিখ বা দিন হইতে?

● ক. নালিশের কারন উদ্ভবের দিন বা তারিখ হইতে

খ. মামলা দাখিলের তারিখ হইতে

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১০। তামাদির মেয়াদান্তে দায়েরকৃত মামলায় বিবাদী পক্ষ তামাদির প্রশ্ন না তুলিলেও উক্ত মামলা খারিজ বলিয়া বিবেচিত হইবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৩ ধারা খ. ৪ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৫ ধারা

১১। তামাদির মেয়াদ কার বিরূদ্ধে গণনা করা হয়?

● ক. বাদী খ. বিবাদী

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১২। দরখাস্ড়ের ক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ কার বিরূদ্ধে গণনা করা হয়?

● ক. দরখাস্ড়কারী খ. বিবাদী

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৩। তামাদি আইনের ধারা ৪ হইতে ধারা ২৫ পর্যন্ড় উলেণ্ঢখিত বিধান সাপেক্ষে সমস্ড় মামলায় দরখাস্ড়, আপীল ইত্যাদি উক্ত আইনের প্রথম তফসিলে বর্ণিত নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে দাখিল না করা হইলে আদালত উক্ত মামলা, দরখাস্ড়, আপীল ইত্যাদি খারিজ করিবেন- উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৩ ধারা খ. ৪ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৫ ধারা

১৪। তামাদি আইনের ৩ ধারার বিধান প্রয়োগ হয় কোন আদালতে?

● ক. প্রাথমিক আদালতে খ. দায়রা আদালতে

গ. জেলা জজ আদালতে ঘ. কোনটি নয়

১৫। আদালত বন্ধ থাকাকালীন কোন মামলা, আপীল বা দরখাস্ড় দাখিলের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা অতিক্রম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আদালত যে দিন খুলবে সেদিন উক্ত মামলা, আপীল বা দরখাস্ড় দায়ের করা যাবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনে কত ধারায় আছে?

● ক. ৪ ধারা খ. ৩ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৫ ধারা

১৬। বিবাদী পক্ষের আপত্তি ব্যতীত কোন মামলা খারিজ হইতে পারে কোন আইনে কত ধারা অনুযায়ী?

● ক. তামাদি আইনের ৩ ধারা খ. তামাদি আইনের ৫ ধারা

গ দ্বিবিধির ৬ ধারা ঘ. কোনটি নয়

১৭। তামাদি আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী কোন মামলা খারিজ হওয়ার জন্য কোনটি প্রয়োজন?

ক. বিবাদীর আবেদন খ. বিবাদীর আপত্তি

গ. আরজিতে ত্রুটি ● ঘ. তামাদি আইন অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম

১৮। মোকদ্দমা দায়ের করার জন্য আইন অনুযায়ী নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়াকে কী বলা হয়?

● ক. মোকদ্দমা তামাদিতে বারিত খ. সময়সীমা অতিক্রম

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৯। তামাদি মওকুফের বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ৫ ধারা খ. ৩ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৪ ধারা

২০। তামাদি আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী কোন ক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ বৃদ্ধি করা যায়?

ক. আপীল, রিভিউ, রিভিশন

খ. আপীল করার অনুমতি প্রার্থনা করার দরখাস্ত

গ. অন্য কোন আইনে কোন দরখাস্ত তামাদি আইনের ৫ ধারা প্রযোজ্য করা হয়েছে

● ঘ. সবগুলো

২১। নিচের কোন ক্ষেত্রে তামাতি আইনের ৫ ধারা প্রযোজ্য নয়?

ক. আপীল খ. রিভিউ

গ. রিভিশন ● ঘ. মূল দেওয়ানী মামলা

২২। তামাদি আইনের ৫ ধারার দরখাস্ড় মঞ্জুর করা আদালতের জন্য–

ক. বাধ্যতামূলক খ. আবশ্যক

গ. অধিকার ● ঘ. স্বীয় বিবেচনা প্রয়োগের ক্ষমতা

২৩। আপীলকারী বা দরখাস্ড়কারী যদি হাইকোর্ট বিভাগের কোন আদেশ, প্রথা বা রায় দ্বারা তামাদির মেয়াদ গণনা বা নির্ধারন করিতে বিভ্রান্ড় হইয়া থাকেন তবে তাহা তামাদি মওকুফের জন্য যথেষ্ঠ কারন বলিয়া গণ্য করা হইবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৫ ধারার ব্যাখ্যায় খ. ৩ ধারার ব্যাখ্যায়

গ. ২ ধারা ঘ. ৪ ধারা

২৪। সাধারণত নিচের কোন কারণগুলিকে তামাদি মওকুফের জন্য যথেষ্ট কারন বলিয়া বিবেচনা করা হয়?

ক. অসুস্থতা, কারাবাস খ. সরল বিশ্বাসে ভুল, কৌসুলির ভুল

গ. দারিদ্রতা বা রায় ডিক্রির নকল তৈরিতে আদালতের কর্মকর্তার ভ্রান্ড়ি

● ঘ. সবগুলো

২৫। নিচের কোন কারনটিকে তামাদি মওকুফের জন্য যথেষ্ঠ কারন বলিয়া বিবেচনা করা হবে না?
ক. অসুস্থতা, কারাবাস খ. সরল বিশ্বাসে ভুল, কৌসুলির ভুল

গ. দারিদ্রতা বা রায় ডিক্রির নকল তৈরিতে আদালতের কর্মকর্তার ভ্রান্ড়ি

● ঘ. ডিক্রির নকল তুলিতে দরখাস্ড়কারীর অনীহা

২৬। তামাদি মওকুফের জন্য অতিবাহিত দিনগুলির জন্য কী করিতে হইবে?

● ক. প্রত্যেকটি দিনের হিসাব দিতে হবে

খ. কিছুই করিতে হবে না

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৭। যদি কোন মামলা খারিজ হয় আপনি আপীল করিবেন। আপীল করিতে যাইয়া যদি দেখেন আপীলের সময় অতিক্রান্ড় হইয়া গেছে, তবে আপনি কী করিবেন?

● ক. তামাদি আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী বিলম্ব মওকুফের আবেদন

খ. কোর্ট ফি দ্বিগুন করিয়া দিবেন

গ. কিছুই করার নাই ঘ. কোনটি নয়

২৮। কোন মামলা একতরফা ডিক্রি হইয়া তামাদি হইলে কী করিবেন?

● ক. তামাদি আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী বিলম্ব মওকুফের আবেদন

খ. কোর্ট ফি দ্বিগুন করিয়া দিবেন

গ. কিছুই করার নাই ঘ. কোনটি নয়

২৯। ক এবং খ এর মামলা সহকারী জজ আদালত হতে ডিক্রি হয়েছে। ডিক্রি খ এর বিরূদ্ধে। খ আপীল করার জন্য আপনাকে আইনজীবী নিযুক্ত করিয়াছে। আপীল করিতে যাইয়া যদি দেখেন আপীলের সময় অতিক্রান্ড় হইয়া গেছে, তবে আপনি কী করিবেন?

● ক. তামাদি আইনের ৫ ধারা অনুযায়ী বিলম্ব মওকুফের আবেদন

খ. কোর্ট ফি দ্বিগুন করিয়া দিবেন

গ. কিছুই করার নাই ঘ. কোনটি নয়

৩০। বিলম্ব মওকুফের দরখাস্ড় কত ধারায়?

ক. ৬ ধারা খ. ৩ ধারার ব্যাখ্যায়

● গ. ৫ ধারা ঘ. ৪ ধারা

৩১। বৈধ অপরাগতার প্রশ্নে তামাদির মেয়াদ গণনা স্থগিত থাকিবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

●ক. ৬ ধারা খ. ৩ ধারার ব্যাখ্যায়

গ. ২ ধারা ঘ. ৪ ধারা

৩২। যে ক্ষেত্রে মামলা দায়েরের অধিকারী ব্যক্তি তামাদির মেয়াদকালে নাবালক, উন্মাদ বা জড়বুদ্ধি সম্পন্ন থাকে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত অপরাগতার অবসান হইবার পর মামলা বা দরখাস্ড় দাখিল করিতে পারেন– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

●ক. ৬ ধারা খ. ৩ ধারার ব্যাখ্যায়

গ. ২ ধারা ঘ. ৪ ধারা

৩৩। ক নাবালক থাকা কালে একটি নৌকার ভাড়া আদায়েল জন্য মামলা করিবার অধিকারী হয়। ইহার ৪ বৎসর পর সে সাবালক হয়। ক এর মামলাটি কী হবে?

● ক. যেদিন সাবালক হয়েছে সেদিন হতে ৩ বৎসরের মধ্যে মামলাটি দায়ের করিতে পারিবেন

খ. যেদিন সাবালক হয়েছে সেদিন হতে ২ বৎসরের মধ্যে মামলাটি দায়ের করিতে পারিবেন

গ. মামলা করিতে পারিবেন না ঘ. কোনটি নয়

৩৪। ক নাবালক থাকাকালে একটি মামলা করিবার অধিকার প্রাপ্ত হয়। সাবালক হইবার আগেই ক উন্মাদ হয়। উন্মাদ থাকা অবস্থায় সে মৃত্যুবরণ করে। উক্ত সময় ক এর বড় ছেলে গ নাবালক। আরো দুই বৎসর পর সে সাবালক হইবে। মামলাটির কী অবস্থা হইবে?

● ক. গ দুই বৎসর পর হইতে তিন বৎসরের মধ্যে মামলাটি দায়ের করিতে পারবে

খ. মামলাটি বাতিল হইবে গ. মামলা করিতে পারিবেন না

ঘ. কোনটি নয়

৩৫। বৈধ অপরাগতা তামাদি আইনের কত ধারায়?

● ক. ৬ ধারা খ. ৩ ধারার ব্যাখ্যায়

গ. ২ ধারা ঘ. ৪ ধারা

৩৬। তামাদি আইনের ৬ ধারা অনুযায়ী নিচের কোন ক্ষেত্রে তামাদি মেয়াদ গণনা বন্ধ থাকে?

ক. নাবালক খ. জড় বুদ্ধি

গ. উন্মাদ ● ঘ. সবগুলো

৩৭। একবার তামাদির মেয়াদ অতিবাহিত হতে আরম্ভ হলে আর স্থগিত হয় না- উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৯ ধারা খ. ৩ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৪ ধারা

৩৮। কোন মামলা আপীল বা দরখাস্ড়ের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনা করিতে যেদিন হইতে উক্ত মেয়াদ গণনা করিতে হইবে সেই দিন বাদ যাইবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১২ ধারা খ. ৩ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৯ ধারা

৩৯। আপীল, আপীলের অনুমতির দরখাস্ড় অথবা রায় পূননিরীক্ষণের ক্ষেত্রে উক্ত রায়টি যেদিন নিম্ন আদালতে দেওয়া হয়েছিল সেই দিনটি তামাদি গণনার ক্ষেত্রে বাদ যাইবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১২ ধারা খ. ৩ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৯ ধারা

৪০। কোন আপীল দায়েরের জন্য যে ডিক্রি , দ্ঁাদেশ বা আদেশের বিরূদ্ধে আপীল করা হইবে তাহার নকল সংগ্রহের জন্য ব্যয়িত সময় তামাদির মেয়াদ হইতে বাদ যাইবে- উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১২ ধারা খ. ৩ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৯ ধারা

৪১। আরজি ফেরৎ দেওয়ার পর নতুন করে দাখিল করার ক্ষেত্রে যদি তামাদি হয়, বিলম্ব মওকুফের দরখাস্ড় তামাদি আইনের কত ধারা অনুযায়ী করিতে হইবে?

● ক. ১৪ ধারা খ. ৫ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৭ ধারা

৪২। এখতিয়ারবিহীন আদালত ভুল করে মামলা দায়েরের জন্য ব্যয়িত সময় তামাদির মেয়াদ হইতে বাদ যাইবে- উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৪ ধারা খ. ৫ ধারা

গ. ২ ধারা ঘ. ৭ ধারা

৪৩। ভুল আদালতে মামলা দায়ের করার কারনে যদি মামলা তামাদি হয়, আপনি কী করিবেন?

● ক. তামাদি আইনে ১৪ ধারা অনুসারে বিলম্ব মওকুফের জন্য দরখাস্ড়

খ. তামাদি আইনে ৫ ধারা অনুসারে বিলম্ব মওকুফের জন্য দরখাস্ড়

গ. কিছুই করার নাই ঘ. কোনটি নয়

৪৪। প্রতারনার ফলাফল সম্পর্কে তামাদি আইনের কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ১৮ ধারা খ. ৫ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৪৫। প্রতারনার মাধ্যমে কোন মামলা বা দরখাস্ড় দাখিলের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিলে অধিকারী ব্যক্তি সেদিন প্রতারনার বিষয়ে অবগত হইবেন সেই দিন হতে তামাদির মেয়াদ গণনা শুর“ হইবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনে কত ধারায় আছে?

● ক. ১৮ ধারা খ. ৫ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৪৬। প্রতারনার মাধ্যমে কোন মামলা বা দরখাস্ড় দাখিল করার অধিকারী ব্যক্তিকে উক্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করা না যায়– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৮ ধারা খ. ১৫ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৪৭। মোকদ্দমা দায়েরের অধিকারী ব্যক্তির অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় দলিল প্রতারনার মাধ্যমে গোপন রাখা হইলে অধিকারী ব্যক্তি সর্বপ্রথম যেদিন দলিলটি উপস্থাপন করিতে সমর্থ হয় বা অপর পক্ষকে উক্ত দলিল উপস্থাপন করিবার জন্য বাধ্য করিতে পারেন সেদিন হইতে তামাদিন মেয়াদ গণনা করিতে হইবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৮ ধারা খ. ১৫ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৪৮। ক প্রতারনার মাধ্যমে খ এর বির“দ্ধে একট জাল দলিল সম্পাদন করিয়াছে। উক্ত বিষয়টি খ জানিবার পার উক্ত বিষয়ে খ কত দিনের মধ্যে মোকদ্দমা দায়ের করিতে পারিবেন?

● ক. ৩ বছর খ. ১ বছর

গ. পারিবে না ঘ. কোনটি নয়

৪৯। প্রতারনার মাধ্যমে কোন ডিক্রি নেওয়া হলে উক্ত ডিক্রি রদের মামলা কত দিনের মধ্যে করিতে হইবে?

● ক. ৩ বছর খ. ১ বছর

গ. পারিবে না ঘ. কোনটি নয়

৫০। প্রতারনার মাধ্যমে কোন ডিক্রি নেওয়া হলে উক্ত ডিক্রি রদের মামলা ৩ বছরের মধ্যে করিতে হইবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ৯৫ অনুচ্ছেদে খ. ১৫ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৫১। লিখিত প্রাপ্তিস্বীকারের ফলাফল সম্পর্কে তামাদি আইনের কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ১৯ ধারা খ. ১৫ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৫২। তামাদির মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পূর্বে লিখিতভাবে দায় স্বীকার করিলে উক্ত স্বীকৃতি স্বাক্ষরিত হওয়ার সময় হইতে নতুন করিয়া তামাদির মেয়াদ গণনা করিতে হইবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৯ ধারা খ. ১৫ ধারা

গ. ২০ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৫৩। দেনা বা দায় পরিশোধের দায়ী ব্যক্তি তামাদির মেয়াদ উত্তীর্ণের পূর্বেই দেনার অংশ বিশেষ বা যেকোন পরিমান অর্থ প্রদান করিলে উক্ত অর্থ প্রদানের তারিখ হইতে নতুন করিয়া তামাদির মেয়াদ গণনা হইবে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২০ধারা খ. ১৫ ধারা

গ. ১৯ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৫৪। যে ক্ষেত্রে অবিরাম চুক্তি ভঙ্গ করা হয় এবং যে ক্ষেত্রে অবিরাম চুক্তি নিরপেক্ষভাবে অন্যায় করা হয় সে ক্ষেত্রে চুক্তিভঙ্গ বা অন্যায় চলাকালীন সময়ের প্রতি মুহূর্তেই নতুন করিয়া তামাদির মেয়াদ অতিবাহিত হইতে শুর‍ু করে– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৩ ধারা খ. ২০ ধারা

গ. ১৯ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৫৫। চুক্তি বহির্ভূত এমন অনেক লোকসান আছে যাহা প্রতি মুহূর্তেই নালিশের কারনের উদ্ভব ঘটায়। এমন সব ক্ষেত্রে তামাদির মেয়াদ প্রতি মুহূর্তেই বৃদ্ধি পায়– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৩ ধারা খ. ২০ ধারা

গ. ১৯ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৫৬। তামাদি আইনের কোন বিধান ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ২৫ ধারাকে প্রভাবিত করিবে না – উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৯ ধারার উপধারা ১ খ. ২০ ধারা

গ. ১৯ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৫৭। কোন বিশেষ আইনে মামলা দায়ের আপীল বা দরখাস্ড় বিষয়ে বিশেষ মেয়াদের বিধান থাকিলে তামাদি আইনের ৫ ধারার সুবিধা পাওয়া যাইবে না– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৯ ধারা খ. ২০ ধারা

গ. ১৯ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৫৮। তামাদি আইন ১৮৬৯ সালের বিবাহ বিচ্ছেদ আইন এর মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়– উক্ত বিধান তামাদি আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৯ ধারার উপধারা ৩ খ. ২০ ধারার উপধারা ৩

গ. ১৯ ধারা ঘ. ১৭ ধারা

৫৯। একতরফা ডিক্রি হয়েছে এবং তামাদিও হয়েছে। আপনার করণীয় কী?

● ক. দরখাস্ড়ের সঙ্গে তামাদি আইনের ৫ ধারা অনুসারে বিলম্ব মওকুফের আবেদন

খ. কিছুই করার নাই

গ. নতুন মামলা দায়ের ঘ. সবগুলো

৬০। মামলা খারিজ হয়েছে এবং তামাদিও হয়েছে। আপনার করণীয় কী?

● ক. দরখাস্ড়ের সঙ্গে তামাদি আইনের ৫ ধারা অনুসারে বিলম্ব মওকুফের আবেদন

খ. কিছুই করার নাই

গ. নতুন মামলা দায়ের ঘ. সবগুলো

৬১। মামলা দয়েরের জন্য একজন নাবালক নির্ধারিত তামাদির অতিরিক্ত সময় পান কতদিন?

● ক. সাবালকত্ব অর্জন পর্যন্ড় খ. ৩ বছর

গ. ১৮ বছর ঘ. সময় পাবেন না

৬২। তামাদির মেয়াদ গণনা তামাদি আইনের কত ধারায়?

● ক. ১২ থেকে ২৫ ধারায় খ. ১২ থেকে ২৪ ধারায়

গ. ২৫ ধারায় ঘ. ১২ ধারায়

৬৩। তামাদির মেয়াদের পরে দেওয়ানী মামলা দায়েরের ফল হইতেছে–

● ক. আরজি নাকচ খ. মামলা খারিজ

গ. আরজি ফেরত ঘ. কোনটি নয়

৬৪। অবিরামভাবে চুক্তি ভঙ্গ করা তামাদি আইনের কত ধারায়?

ক. ১২ থেকে ২৫ ধারায় খ. ১২ থেকে ২৪ ধারায়

●গ. ২৩ ধারায় ঘ. ১২ ধারায়

৬৫। সুখাধিকার সমূহ অর্জন তামাদি আইনের কত ধারায়?

● ক. ২৬ ধারায় খ. ১২ থেকে ২৪ ধারায়

গ. ২৩ ধারায় ঘ. ১২ ধারায়

৬৬। প্রতারণার ফলাফল তামাদি আইনের কত ধারায়?

● ক. ১৮ ধারায় খ. ১২ ধারায়

গ. ২৩ ধারায় ঘ. ১২ ধারায়

৬৭। ঋণ পরিশোধের ফলাফল তামাদি আইনের কত ধারায়?

● ক. ২০ ধারায় খ. ১২ ধারায়

গ. ২৩ ধারায় ঘ. ১২ ধারায়

৬৮। দায় স্বীকারের ফলাফল তামাদি আইনের কত ধারায়?

● ক. ১৯ ধারায় খ. ১২ ধারায়

গ. ২৩ ধারায় ঘ. ১২ ধারায়

৬৯। তামাদি আইনে বিলম্ব মওকুফ কত ধারায়?

● ক. ৫ ধারায় খ. ১২ ধারায়

গ. ২৩ ধারায় ঘ. ১২ ধারায়

৭০। ভুল আদালতে মামলা দায়েরের ফলে তামাদি হইলে আবেদন তামাদি আইনের কত ধারায়?

● ক. ১৪ ধারায় খ. ১২ ধারায়

গ. ৪১ ধারায় ঘ. ১২ ধারায়

৭১। তামাদি আইনের অনুচ্ছেদ ৩ অনুসারে স্থাবর সম্পত্তির দখল পূনরোদ্ধারের মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ৬মাস খ. ১২ বৎসর

গ. ১ বৎসর ঘ. ৩ বৎসর

৭২। স্বত্ব ঘোষণাসহ স্থাবর সম্পত্তির দখল পূনরোদ্ধারের মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ১২ বৎসর খ. ৬মাস

গ. ১ বৎসর ঘ. ৩ বৎসর

৭৩। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৮ ধারার মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ১২ বৎসর খ. ৬মাস

গ. ১ বৎসর ঘ. ৩ বৎসর

৭৪। তামাদি আইনে ১৭ অনুচ্ছেদ অনুসারে জনকল্যানকল্পে গ্রহণকৃত জমি বাবদ ক্ষতিপূরন আদায়ের জন্য সরকারের বিরূদ্ধে মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ১ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ৩ বৎসর

৭৫। তামাদি আইনের ২৪ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী মানহানির দরুন ক্ষতিপূরনের মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ১ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ৩ বৎসর

৭৬। তামাদি আইনের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্থাবর সম্পত্তিতে অনিধিকার প্রবেশের দরুন ক্ষতিপূরন মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ৩ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ১বৎসর

৭৭। তামাদি আইনের ৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অন্যায়ভাবে নিষেধাজ্ঞা লাভের ফলে ক্ষতি হওয়ার দরুন ক্ষতিপূরন মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ৩ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ১বৎসর

৭৮। তামাদি আইনের ৫৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী অর্থের মাধ্যমে পরিশোধ্য কর্জ অর্থ আদায়ের জন্য মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ৩ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ১বৎসর

৭৯। তামাদি আইনের ১০৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বাদীর স্থাবর সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত যে মুনাফা (অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা) বিবাদী অন্যায়ভাবে গ্রহণ করেছে তার জন্য মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ৩ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ১বৎসর

৮০। তামাদি আইনের ৯১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন দলিল রদ বা বাতিলের মোকদ্দমার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ৩ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ১বৎসর

৮১। কুৎসার জন্য ক্ষতিপূরনের মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ১ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ৩ বৎসর

৮২। কোনরূপ দৈহিক ক্ষতির দরুণ ক্ষতিপূরনের মামলার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ১ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ৩ বৎসর

৮৩। দলিল রদ বা বাতিল করার মোকদ্দমা দায়েরের তামাদি মেয়াদ কত দিন?

ক. ১ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ●ঘ. ৩ বৎসর

৮৪। প্রতারণামূলে অর্জিত ডিক্রি রদের মোকদ্দমার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

ক. ১ বৎসর খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ●ঘ. ৩ বৎসর

৮৫। মৃত্যুদণ্ডাদেশের বিরূদ্ধে আপীলের তামাদি মেয়াদ কত দিন?

● ক. ৭ দিন খ. ১২ বৎসর

গ. ৬ মাস ঘ. ৩ বৎসর

৮৬। খালাসের বিরূদ্ধে আপীলের তামাদি মেয়াদ কত দিন?

ক. ৭ দিন খ. ১২ বৎসর

● গ. ৬ মাস ঘ. ৩ বৎসর

৮৭। চুক্তি প্রবলের মোকদ্দমা দায়েরের তামাদি মেয়াদ কত দিন?

ক. ৭ দিন খ. ১২ বৎসর

● গ. ১ বছর ঘ. ৩ বৎসর

৮৮। একতরফা ডিক্রি রদের জন্য ছানি মোকদ্দমার তামাদি মেয়াদ কত দিন?

●ক. ৩০ দিন খ. ১২ বৎসর

গ. ১ বছর ঘ. ৩ বৎসর

৮৯। জবরদখলকারী মালিকানা লাভের জন্য মোকদ্দমাকারীর তামাদি মেয়াদ কত দিন?

ক. ৩০ দিন ●খ. ১২ বৎসর

গ. ১ বছর ঘ. ৩ বৎসর

তামাদি আইন- ১৯০৮

THE LIMITATION ACT-1908

সিলেবাস অনুযায়ী তামাদি আইনের ধারাসমূহঃ

ধারা- ৩ঃ তামাদির মেয়াদান্তে দায়েরকৃত মামলা ইত্যাদি খারিজ।

ধারা- ৫ঃ ক্ষেত্র বিশেষ মেয়াদ বৃদ্ধিকরণ।

ধারা- ৬ঃ বৈধ অপারগতা।

ধারা- ১২ঃ আইনানুগ কার্যধারায় যে পরিমাণ সময় গণনা হতে বাদ দিতে হইবে।

ধারা- ১৪ঃ এখতিয়ার বিহীন আদালতে সদুদ্দেশ্য সময় গণনা কার্যধারায় যে সময় গণনা হতে বাদ দিতে হবে।

ধারা- ১৮ঃ প্রতারণার ফল।

ধারা- ১৯ঃ লিখিত প্রাপ্তি স্বীকারের ফলাফল।

ধারা- ২০ঃ উত্তর দায় সংক্রান্ত ঋণ পরিশোধের অথবা সুদ প্রদানের ফলাফল।

ধারা- ২০ঃ অবিরামভাবে চুক্তিভঙ্গ করা বা অনিষ্ট করা।

ধারা- ২৯ঃ ব্যতিক্রম।

সাক্ষ্য আইন- ১৮৭২

Evidence Act – 1872

০১। সাক্ষ্য আইন (Evidence Act) কত সালের আইন?

● ক. ১৮৭২ সাল খ. ১৮৮৮ সাল

গ. ১৭৭২ সাল ঘ. ১৮২৭ সাল

০২। সাক্ষ্য আইন (Evidence Act) ১৮৭২ সালের কত নং আইন।

● ক. ০১ নং খ. ৭ নং

গ. ০২ নং ঘ. কোনটি নয়

০৩। সাক্ষ আইন (Evidence Act) - ১৮৭২ সালের কোন মাসের কত তারিখে প্রকাশিত হয়?

● ক. ১৫ ই মার্চ খ. ১৫ জুন

গ. ১লা সেপ্টেম্বর ঘ. ১০ জুন

০৪। সাক্ষ আইন (Evidence Act) - ১৮৭২ সালের কোন মাসের কত তারিখ হইতে বলবৎ বা কার্যকর?

● ক. ১লা সেপ্টেম্বর খ. ১৫ জুন

গ. ১৫ ই মার্চ ঘ. ১০ জুন

০৫। ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের খসড়া প্রণয়ন করা হয় কত সালে?

● ক. ১৮৭১ সাল খ. ১৮৮৮ সাল

গ. ১৮৭২ সাল ঘ. ১৮২৭ সাল

০৬। ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইনের খসড়া প্রণয়ন করেন কে?

● ক. স্যার জেমস স্টিফেন খ. স্যার টেইলর

গ. লর্ড মেকেলে ঘ. কোনটি নয়

০৭। সাক্ষ্য আইনে মোট কতটি ধারা আছে?

● ক. ১৬৭ টি খ. ১৩৭ টি

গ. ১৪৭ টি ঘ. ১২০ টি

০৮। সাক্ষ্য আইন কতটি বা কত খন্ডে বিভক্ত?

● ক. ৩টি খ. ৪টি

গ. ৫টি ঘ. ৭টি

০৯। সাক্ষ্য আইনের সর্বশেষ অধ্যায় হচ্ছে?

● ক. ১১ শ খ. ১২ শ

গ. ১৩ শ ঘ. ৭ ম

১০। সাক্ষ্য আইনে নিচের কোন বিষয়ে বর্ণিত আছে?

ক. কি প্রমাণ করিতে হইবে খ. কি ধরনের প্রমাণ করিতে হইবে

গ. কি পদ্ধতিতে, কাহার মাধ্যমে প্রমাণ করিতে হইবে

● গ. সবগুলো

১১। সাক্ষ্য আইন কোন ধরনের আইন?

● ক. পদ্ধতিগত আইন খ. মৌলিক আইন

গ. বিশেষ আইন ঘ. কোনটি নয়

১২। সাক্ষ্য আইন কোন আদালতে বিচার কার্য্যে প্রযোজ্য হইবে?

ক. দেওয়ানী আদালত খ. ফৌজদারী আদালত

গ. সামরিক আদালত ● ঘ. সবগুলো

১৩। সাক্ষ্য আইন কোন আদালতে বিচার কার্যের প্রযোজ্য হবে না?

ক. ১৯৫২ সালের সেনাবাহিনী আইন দ্বারা গঠিত সামরিক আদালত

খ. ১৯৬১ সালোর নৌ-শৃঙ্খলা আইন দ্বারা গঠিত সামরিক আদালত

গ. ১৯৫৩ সালের বিমান বাহিনী আইন দ্বারা গঠিত সামরিক আদালত

●ঘ. সবগুলো

১৪। কোন আদালতের বিচার কার্য্যে ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য হইবে?

ক. ১৯৫২ সালের সেনাবাহিনী আইন দ্বারা গঠিত সামরিক আদালত

খ. ১৯৬১ সালোর নৌ-শৃঙ্খলা আইন দ্বারা গঠিত সামরিক আদালত

গ. ১৯৫৩ সালের বিমান বাহিনী আইন দ্বারা গঠিত সামরিক আদালত

●ঘ. দায়রা জজ

১৫। কোন আদালতে সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ প্রযোজ্য নয়?
ক. সহকারী জজ আদালত খ. দায়রা জজ আদালত

গ. জেলা জজ আদালত ● ঘ. সালিশি আদালত

১৬। কোন আদালতের বিচার কায্যে সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ প্রযোজ্য?

ক. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল খ. সালিশি আদালত

গ. ক ও খ ●ঘ. জেলা জজ আদালত

১৭। কোন আদালতের বিচার কার্য্যে সাক্ষ্য আইন ১৮৭২ প্রযোজ্য নয়?

ক. সহকারী জজ আদালত খ. দায়রা জজ আদালত

গ. জেলা জজ আদালত ● ঘ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল

১৮। কোন আদালতের বিচার কার্য্যে ১৮৭২ সালের সাক্ষ্য আইন প্রযোজ্য হইবে?

ক. ১৯৫২ সালের সেনাবাহিনী আইন দ্বারা গঠিত সামরিক আদালত

খ. ১৯৬১ সালোর নৌ-শৃঙ্খলা আইন দ্বারা গঠিত সামরিক আদালত

গ. ১৯৫৩ সালের বিমান বাহিনী আইন দ্বারা গঠিত সামরিক আদালত

●ঘ. ১৯১১ সালের ১১ নং আইন দ্বারা গঠিত কোর্ট মার্শাল

১৯। সাক্ষ্য (Evidence) এর সংজ্ঞা সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় দেওয়া আছে?

● ক. ৩ ধারায় খ. ৪ ধারায়

গ. ৯ ধারায় ঘ. ৬ ধারায়

২০। Evidence শব্দটি কোন ভাষা হতে উদ্ভব?

● ক. ল্যাটিন খ. স্প্যানিশ

গ. ইংরেজি ঘ. বাংলা

২১। Evidence শব্দটি ল্যাটিন ভাষার কোন শব্দ হতে এসেছে?

● ক. Evidere খ. Prove

গ. Proof ঘ. কোনটি নয়

২২। সাক্ষ্য এর ইংরেজি শব্দ কোনটি?

● ক. Evidence খ. Prove

গ. Proof ঘ. Witnesses

২৩। স্বাক্ষী এর ইংরেজি শব্দ কোনটি?

● ক. Witness খ. Prove

গ. Proof ঘ. Evidence

২৪। স্বীকৃতি (Admission) এর সংজ্ঞা সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় দেওয়া আছে?

● ক. ১৭ ধারায় খ. ৭ ধারায়

গ. ২৭ ধারায় ঘ. ৬ ধারায়

২৫। কোন ধরনের বিবৃতি ১৭ ধারার স্বীকৃতি বা স্বীকার বলে গণ্য হবে?

ক. মৌলিক খ. লিখিত

● গ. মৌলিক বা লিখিত ঘ. কোনটি নয়

২৬। যে মৌলিক বা লিখিত বিবৃতি কোন বিচার্য বিষয় (Facts in Issue) বা প্রাসঙ্গিত বিষয় (Relevant Fact) সম্পর্কে কোন অনুমানের সূচনা করে তাকে বলা হয়–

● ক. স্বীকৃত খ. স্বাক্ষী

গ. স্বীকারোক্তি ঘ. কোনটি নয়

২৭। কার স্বীকৃতি (Admission) গ্রহণযোগ্য?

● ক. মামলায় যে কোন পক্ষ বা পক্ষের প্রতিনিধি

খ. বাদী পক্ষ খ. বিবাদী পক্ষ ঘ. কোনটি নয়

২৮। স্বীকৃতি (Admission) কোন মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

ক. দেওয়ানী খ. ফৌজদারী

● গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

২৯। সকল স্বীকৃত কী নয়?

● ক. স্বীকারোক্তি খ. রায়

গ. দ ঘ. কোনটি নয়

৩০। প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন কিংবা প্রতিশ্র তির মাধ্যমে বা দ্বারা স্বীকারোক্তি (Confession) আদায় করা হইলে প্রাসঙ্গিক হইবে না- সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বলা আছে?

● ক. ২৪ ধারায় খ. ১৭ ধারায়

গ. ৯ ধারায় ঘ. ৩০ ধারায়

৩১। অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা দোষ স্বীকার করাকে বলা হয়–

● ক. স্বীকারোক্তি খ. স্বীকৃতি

গ. স্বাক্ষী ঘ. কোনটি নয়

৩২। কার স্বীকারোক্তি গ্রহণযোগ্য বা স্বীকারোক্তি কে করতে পারেন?

● ক. অভিযুক্ত ব্যক্তি বা আসামী খ. বাদী

গ. ফরিয়াদি ঘ. যে কোন ব্যক্তি

৩৩। স্বীকারোক্তি কোন মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

● ক. দেওয়ানী খ. ফৌজদারী

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৩৪। স্বীকারোক্তি কোন মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য?

● ক. ফৌজদারী খ. দেওয়ানী

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৩৫। স্বীকারোক্তি (Confession) অভিযুক্ত ব্যক্তির–

● ক. বিপক্ষে যায় খ. পক্ষে যায়

গ. ভাল হয় ঘ. কোনটি নয়

৩৬। স্বীকারোক্তি (Confession) প্রধানত কত প্রকার?

● ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার

গ. ৫ প্রকার ঘ. কোনটি নয়

৩৭। ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট স্বীকারোক্তি করা হলে উক্ত স্বীকারোক্তি কোন ধরনের স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হয়?

● ক. জুডিশিয়াল খ. এক্সট্রা জুডিশিয়াল

গ. প্রত্যাহারকৃত ঘ. কোনটি নয়

৩৮। ম্যাজিস্ট্রেট বা আদালত ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি বা পক্ষের নিকট স্বীকারোক্তি করা হলে উক্ত স্বীকারোক্তি কোন ধরনের স্বীকারোক্তি বলে গণ্য হবে?

● ক. এক্সট্রা জুডিশিয়াল খ. জুডিশিয়াল

গ. প্রত্যাহারকৃত ঘ. কোনটি নয়

৩৯। প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন কিংবা প্রতিশ্রুতি মাধ্যমে বা দ্বারা আদায়কৃত স্বীকারোক্তি–

● ক. অপ্রাসঙ্গিক খ. এক্সট্রা জুডিশিয়াল

গ. অপ্রত্যাশিত ঘ. প্রাসঙ্গিক

৪০। প্রলোভন, ভীতি প্রদর্শন কিংবা প্রতিশ্র"তি ব্যতীত বা মুক্ত স্বীকারোক্তি–

● ক. প্রাসঙ্গিক খ. এক্সট্রা জুডিশিয়াল

গ. অপ্রত্যাশিত ঘ. অপ্রাসঙ্গিক

৪১। স্বীকারোক্তি করার পর যদি দাবী করা হয় স্বীকারোক্তি যথার্থ হয়নি– উক্ত দাবী প্রমাণের দায়িত্ব করা?

● ক. স্বাকারোক্তিকারীর খ. বাদীর

গ. সরকারের ঘ.আইনজীবীর

৪২। অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অপরাধের কোন বিষয়টি প্রকাশ বা স্বীকার করাকে স্বীকারোক্তি বলা হয়?

● ক. Guilt খ. Cause of Crime

গ. Reason of Crime ঘ. কোনটি নয়

৪৩। অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন নিজেকে জড়িয়ে দোষ স্বীকার করে তখন উক্ত স্বীকারোক্তি (Confession) কে বলা হয়–

● ক. In culpatory confessional statement

খ. Ex Culpatory confessional statement

গ. Extra Judical statement

ঘ. External culpatory confessional statement

৪৪। অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি যখন নিজেকে না জড়িয়ে দোয় (দোষ) স্বীকার করে তখন উক্ত স্বীকারোক্তি () কে বলা হয়–

● ক. Ex Culpatory confessional statement

খ. In culpatory confessional statement

গ. Extra Judical statement

ঘ. Culpatory confessional statement

৪৫। কোন অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করিলে উক্ত স্বীকারোক্তি উক্ত ব্যক্তির বিরূদ্ধে প্রমাণ করা যাইবে না– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৫ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ২৭ ধারা ঘ. ২৩ ধারা

৪৬। আসামী পুলিশ হেফাজতে থাকাকালে কোন ব্যক্তি কোন স্বীকারোক্তি করিলে, তাহা যদি কোন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে না হয় তবে তাহা ঐ ব্যক্তির বিরূদ্ধে প্রমাণ করা যাইবেনা– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৬ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ২৭ ধারা ঘ. ২৩ ধারা

৪৭। পুলিশ অফিসারের হেফাজতে থাকাকালে কোন ব্যক্তি কোন স্বীকারোক্তি করিলে, তাহা যদি কোন ম্যাজিস্ট্রেটের প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে না হয় তবে তাহা ঐ ব্যক্তির প্রমাণ করা যাইবেনা – উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৬ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ২৭ ধারা ঘ. ২৩ ধারা

৪৮। পুলিশ হেফাজতে থাকিয়া যদি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট দোষ স্বীকার করা হয় তবে তাহা গ্রহণীয় – উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৬ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ২৭ ধারা ঘ. ২৩ ধারা

৪৯। অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি পুলিশ অফিসারের হেফাজতে থাকাকালে তাহার নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ফলে কোন বিষয় উৎঘাটিত হইলে তবে তথের যে অংশ উৎঘাটিত ঘটনার বা বিষয়ের স্পষ্টভাবে সম্পর্কিত তাহা স্বীকারোক্তি হউক বা না হউক তাহা প্রমাণ করা যাইতে পারে – উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৭ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ২৩ ধারা

৫০। পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তির ফলে আমামত উদ্ধার হইলে উক্ত স্বীকারোক্তি গ্রহনযোগ্য – উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ২৭ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ২৩ ধারা

৫১। ক খুনের অভিযোগ অভিযুক্ত। ক পুলিশের নিকট স্বীকারোক্তি করিল, সে খ কে বিষ প্রয়োগ হত্যা করিয়াছে। উক্ত স্বীকারোক্তি ক এর বিরূদ্ধে –

● ক. গ্রহণীয় হইবে না বা প্রমাণ করা যাইবে না

খ. গ্রহণীয় হইবে খ. প্রমাণ করা যাইবে ঘ. প্রমাণ যোগ্য

৫২। ক খ কে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত। ক পুলিশের কিকট তথ্য দিল, সে খ এর লাশ একটি ঝোপের মধ্যে রাখিয়াছে। পুলিশ উক্ত ঝোপ হইতে লাশটি বাহির করিল। ক এর বিবৃতি উক্ত ক্ষেত্রে কী হইবে?

● ক. সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণীয় খ. সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণীয় নয়

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৫৩। ক খ কে খুনের অভিযোগে অভিযুক্ত। ক পুলিশের নিকট স্বীকার করিল, আমি দা দিয়ে খ এর মাথায় আঘাত করিয়াছি। উক্ত দা আমি আমার বিছানার নিচে রাখিয়াছি। পুলিশ ক এর বিছানার নিচে হইতে দা'টি উদ্ধার করিল। উক্ত ক্ষেত্রে ক এর বিবৃতির কোন অংশ সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণীয়?

ক. আমি খ কে আঘাত করিয়াছি।

খ. আশি খ কে দা দিয়ে মাথায় আঘাত করিয়াছি

গ. খ ও ঘ

● ঘ. আমি দা'টি আমার বিছানার নিচে রাখিয়াছি

৫৪। মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Dying Declearation) সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ৩১ (১) ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ২৩ ধারা

৫৫। মৃত ব্যক্তি, মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বা যে ঘটনার ফলে মৃত্যু ঘটেছে, উক্ত বিষয়ে কোন বিবৃতি দিয়ে থাকলে উক্ত বিবৃতিকে কী বলা হয়?

● ক. মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Dying Declearation)

খ. Reason of Death গ. Cause of Death ঘ. কোনটি নয়

৫৬। মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Dying Declearation) কোন পদ্ধতিতে বা কীভাবে দেওয়া যায়?

ক. লিখিত খ. মৌলিখ

গ. ইশারা ● ঘ. সবগুলো

৫৭। মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Dying Declearation) কার নিকট প্রদান করা যায়?

ক. জজ খ. ম্যাজিস্ট্রেট

গ. পুলিশ ● ঘ. যে কোন ব্যক্তি

৫৮। মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Dying Declearation) প্রদানকারী ব্যক্তি বেঁচে থাকলে বা গেলে উক্ত ঘোষণা কী হবে?

● ক. সাক্ষ্যগত মুল্য হারাবে খ. সাক্ষ্যগত মুল্য বৃদ্ধি পাবে

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৫৯। মৃত্যুকালীন ঘোষণা মর্মে পরিগণিত হইবে কোনটি?

● ক. মৃত্যুকালে মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে বিবৃতি

খ. বিবাহ সম্পর্কে বিবৃতি

গ. সম্পত্তি দান সম্পর্কে বিবৃতি

ঘ. ঋণ সম্পর্কে বিবৃতি

৬০। যে সকল সাক্ষীকে আদালতে উপস্থিত করা সম্ভব হয় না, তাদের বিবৃতি সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারা হইতে কত ধারা পর্যন্ড় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ধারা ৩২ হতে ধারা ৩৩ খ. ধারা ৩৩ হতে ধারা ৩৪

গ. ধারা ২১ হতে ধারা ৩৩ ঘ. কোনটি নয়

৬১। কোন সাক্ষ্যে প্রদত্ত বিবৃতি সত্যতা পরবর্তী মামলার প্রমাণের জন্য উক্ত সাক্ষ্যের প্রাসঙ্গিকতা কত ধারায় আলোচনা করা হয়েছে?

● ক. ৩৩ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ২৩ ধারা

৬২। সাক্ষ্য আইনের ৩৩ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত আছে?

● ক. কোন সাক্ষ্যে প্রদত্ত বিবৃতি সত্যতা পরবর্তী মামলার প্রমাণের জন্য উক্ত সাক্ষ্যেরপ্রাসঙ্গিকতা

খ. মৃত্যুকালীন ঘোষণা

গ. প্রাথমিক সাক্ষ্য

ঘ. কোনটি নয়

৬৩। সাক্ষ্য আইনের ৩৩ ধারা কোন শর্তের উপর নির্ভরশীল?

ক. পরবর্তী মামলার পক্ষগণ একই

খ. পূর্বের সাক্ষীকে প্রতিপক্ষ জেরা করার সুযোগ পাইতে পারে

গ. উভয় মামলার বিচার্য বিষয় এই ● ঘ. সবগুলো

৬৪। দলিলের বিষয়বস্ড়ু ব্যতীত সকল তথ্য বা ঘটনা মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৫৯ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ৬০ ধারা

৬৫। দলিলের বিষয়বস্তু ব্যতীত সকল তথ্য বা ঘটনা কোন সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে?

● ক. মৌখিক খ. মৌলিক

গ. লিখিত ঘ. কোনটি নয়

৬৬। মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হইতে হবে– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৬০ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ৬১ ধারা

৬৭। সাক্ষ্যে উলিণ্ডখিত তথ্য যদি দেখা যেতে পারে, তবে যে সাক্ষী বলবে যে, সে তা দেখেছে। তার সাক্ষ্য দিতে হবে - উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৬০ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ৬১ ধারা

৬৮। সাক্ষ্যে উলে-খিত তথ্য যদি শোনা যেতে পারে, তবে যে সাক্ষী বলবে যে, সে তা শুনেছে। তার সাক্ষ্য দিতে হবে– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৬০ ধারা খ. ৫২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ৬১ ধারা

৬৯। সাক্ষ্যে উলেণ্টখিত তথ্য যদি অন্য কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা বা না কোন উপায়ে উপলব্ধি করা যেতে পারে তবে কার সাক্ষ্য দিতে হবে?

● ক. উপলব্ধিকারীর খ. সাক্ষ্য প্রযোজ্য নয়

গ. যে কোন ব্যক্তি ঘ. কোনটি নয়

৭০। দলিলের বিষয়বস্তু প্রাথমিক সাক্ষ্য (Primary Evidence) কিংবা মাধ্যমিক সাক্ষ্য (Secondary Evidence) দ্বারা প্রমাণ করা যেতে পারে– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৬১ ধারা খ. ৬২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ৬০ ধারা

৭১। দলিলের বিষয়বস্তু কোন ধরনের সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা যায়?

ক. প্রাথমিক খ. মাধ্যমিক

● গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭২। প্রাথমিক সাক্ষ্য (Primary Evidence) বলতে বুঝায় সংশিণ্টষ্ট দলিলটি আদালতের পরিদর্শনের জন্য দাখিল করা – উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৬২ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ৬০ ধারা

৭৩। দলিলের বিষয়বস্তু প্রমাণের জন্য আদালতে কোনটি দাখিল করিলে দলিলটি প্রাথমিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করা হচ্ছে বলে গণ্য হবে?

● ক. মূল দলিল খ. দলিলের ফটোকপি

গ. দলিলের অনুলিপি ঘ. কোনটি নয়

৭৪। মাধ্যমিক সাক্ষ্য/ গৌণ সাক্ষ্য (Secondary Evidence) এর সংজ্ঞা সাক্ষ্য আইনের কত ধারায়–

● ক. ৬৩ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ৭৩ ধারা ঘ. ৬০ ধারা

৭৫। মূল দলিল হতে প্রস্তুতকৃত অনুলিপি কোন ধরনের সাক্ষ্য বলে গণ্য হবে?

● ক. মাধ্যমিক খ. প্রাথমিক

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৬। ক একটি মূল দলিল দেখিয়াছে অথবা পড়িয়াছে। উক্ত দলিলের বিষয়বস্তু সম্পর্কে ক এর মৌখিক বিবরণ কোন ধরনের সাক্ষ্য বলে গণ্য হবে?

● ক. মাধ্যমিক খ. প্রাথমিক

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৭। কোন ধরনের মৌখিক সাক্ষ্য সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়?

ক. জবানবন্দী খ. মৃত্যুকালীন ঘোষণা

গ. ক ও খ ● ঘ. জনশ্রুতিমূলক সাক্ষ্য

৭৮। উত্তম সাক্ষ্য (Best Evidance) নিচের কোনটি ?

ক. মাধ্যমিক ● খ. প্রাথমিক

গ. গৌণ ঘ. দালিলিক

৭৯। সরকারী দলিল (Public Document) সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ৭৪ ধারা খ. ৪৭ ধারা

গ. ৭২ ধারা ঘ. ৬০ ধারা

৮০। সার্বভৌম কর্তৃপক্ষের কার্যের লিখিত বিবরণী বা রেকর্ড, সরকারী সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান বা ট্রাইব্যুনাল কার্যের লিখিত বিবরণ বা রেকর্ড কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তিগত ঘ. কোনটি নয়

৮১। বাংলাদেশ বা কমন ওয়েলথের কোন অংশের বা বিদেশের আইন প্রণয়নকারী বিচার বিভাগীয় বা শাসন বিভাগীয় কোন কর্মকর্তার কার্য বা কার্যের লিখিত বিবরণ বা রেকর্ড কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৮২। বাংলাদেশে সরকারীভাবে রক্ষিত ব্যক্তিগত দলিলের রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ বিবরণ কোন ধররেন দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৮৩। বাংলাদেশে সরকারীভাবে রক্ষিত ব্যক্তিগত দলিলের রেকর্ড বা লিপিবদ্ধ বিবরণ সরকারী দলিল মর্মে গণ্য হইবে উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ৭৪ (২) ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ৭৩ (৪) ধারা ঘ. ৬০ ধারা

৮৪। মামলার আরজি বা জবাব কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৮৫। জন্ম, মৃত্যু ও টিকা প্রদানের সনদ কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৮৬। থানার রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ প্রতিবেদন কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৮৭। এজাহার (FIR) কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৮৮। ওয়ারেন্ট ইস্যু করার জন্য কোন ম্যাজিস্ট্রেটের রেকর্ডকৃত আদেশ কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৮৯। আদালতের রায়, আদেশ, ডিক্রি কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৯০। কোম্পানীর মেমোরেন্ডাম অব এসোসিয়েশন কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৯১। জেলখানার রেজিস্টার কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৯২। আসামীর স্বীকারোক্তি কোন ধরনের দলিল?

● ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৯৩। বেসরকারী দলিল (Private Document) সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ৭৫ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ৭৩ (৪) ধারা ঘ. ৬০ ধারা

৯৪। আমদশুমারি নিবন্ধন কোন ধরনের দলিল?

ক. সরকারী ●খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৯৫। বিভাগীয় তদন্ড়ে সাক্ষীর জবানবন্দী কোন ধরনের দলিল?

ক. সরকারী ●খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৯৬। এফিডেবিট কোন ধরনের দলিল?

ক. সরকারী ●খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৯৭। রাজস্ব কর্মচারীরেদ রক্ষিত হিসাব কোন ধরনের দলির?

●ক. সরকারী খ. বেসরকারী

গ. ব্যক্তি গত ঘ. কোনটি নয়

৯৮। প্রমাণের দায়িত্ব (Burden of Proof) কত ধারায়?

● ক. ১০১ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ৭৩ (৪) ধারা ঘ. ৬০ ধারা

৯৯। যে ব্যক্তি কোন তথ্যের অস্তিত্বের দাবী করে, সেই তথ্য নির্ভরশীল কোন আইনগত অধিকার বা দায় সম্পর্কে আদালতের রায় কামনা করে। সেই ব্যক্তিই উক্ত তথ্যের অস্তিত্ব অবশ্যই প্রমাণ করিবেন– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১০১ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ৭৩ (৪) ধারা ঘ. ৬০ ধারা

১০০। ক কোন একটি তথ্যের অস্তিত্বের দাবী করে এবং সেই তথ্য নির্ভরশীল কোন আইনগত অধিকার বা দায় সম্পর্কে আদালতের রায় কামনা করে। উক্ত ক্ষেত্রে উক্ত তথ্য প্রমাণের দায়িত্ব কার?

● ক. ক এর খ. সরকারের

গ. আদালতের ঘ. পুলিশের

১০১। কোন ব্যক্তি যখন কোন বিষয়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে বাধ্য থাকেন, তখন বলা হয় যে, বিষয়টি প্রমাণ করিবার দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর ন্যাস্ত– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১০১ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ৭৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১০২। ক বলেন যে, খ একটি অপরাধ করিয়াছে এবং খ দন্ডিত হইবে এই মর্মে ক আদালতে রায় কামনা করে। উক্ত ক্ষেত্রে খ যে অপরাধ করিয়াছে তাহা অবশ্যই কার প্রমাণ করিতে হইবে?

● ক. ক এর খ. সরকারের

গ. আদালতের ঘ. পুলিশের

১০৩। ফৌজদারী মামলায় প্রমাণের দায়িত্ব সর্বদাই কার উপর ন্যাস্ত?

● ক. ফরিয়াদী খ. বিবাদী

গ. আসামি ঘ. কোনটি নয়

১০৪। যে পক্ষ কোন বিষয়ের অস্তিত্বের দাবী করেন উহা প্রমাণের দায়িত্ব কার?

● ক. উক্ত পক্ষের খ. সরকারের

গ. ম্যাজিস্ট্রেটের ঘ. আদালতের

১০৫। মামলায় বা কার্যক্রমে কোন পক্ষ হইতে সাক্ষ্য দেওয়া না হইলে যে পক্ষ মামলায় হারিবে বা ঠকিবে মামলার বিষয়বস্তু প্রমাণ করিবার দায়িত্ব সেই পক্ষের উপর ন্যাস্ত– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১০২ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ১০৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১০৬। অন্য কোন আইন অনুযায়ী কোন তথ্যের প্রমাণের দায়িত্ব কোন বিশেষ ব্যক্তির উপর না বর্তালে যে ব্যক্তি কোন বিষয়ের তথ্য আদালতে বিশ্বাস করাইতে ইচ্ছুক বা চান উক্ত বিষয় প্রমাণের দায়িত্ব তার উপর ন্যাস্ত। ইহা সাক্ষ্য আইনের কত ধারার বিধান?

● ক. ১০৩ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ১০৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১০৭। ক চুরির দায়ে খ কে ফৌজদারীতে সোপর্দ করিয়াছে। ক আদালতকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, খ চুরির কথা গ এর নিকট স্বীকার করিয়াছে। উক্ত স্বীকারের বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব কার?

● ক. ক এর খ. খ এর

গ. আদালতের ঘ. পুলিশের

১০৮। ক চুরির দায়ে খ কে ফৌজদারীতে সোপর্দ করিয়াছে। খ আদালতকে বিশ্বাস করাইতে চাহেন যে, সংশিণ্ঢষ্ট সময়ে সে অন্যত্র ছিলেন। অন্যত্র থাকার বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব কার?

● ক. খ এর খ. ক এর

গ. আদালতের ঘ. পুলিশের

১০৯। আসামি চোরাইমাল বাহির করিয়া দেয়- পরবর্তীকালে অস্বীকার করে এবং ওজর নেয় যে, অবৈধভাবে আসামির দখলে রাখিয়া এরূপ দেখানো হইয়াছে। উক্ত ওজর প্রমাণের দায়িত্ব করা?

ক. বাদীর খ. ফরিয়াদীর

গ. আদালতের ● ঘ. আসামীর

১১০। সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য করিবার জন্য যে ঘটনা প্রমাণ করিত হইবে, যিনি সাক্ষ্য দিতে ইচ্ছুক প্রমাণের দায়িত্ব তাহার উপর ন্যাস্ড়- উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১০৪ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ১৪০ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১১১। ক একটি হারিয়ে যাওয়া দলিলের বিষয়বস্তু মাধ্যামিক সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক। দলিলটি হারিয়ে গিয়েছে – উহা প্রমাণের দায়িত্ব করা?

● ক. ক এর খ. খ এর

গ. আদালতের ঘ. পুলিশের

১১২। আসামীর মামলা যে ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে তাহা প্রমাণের দায়িত্ব কার?

● ক. আসামি খ. বিবাদী

গ. ফরিয়াদী ঘ. কোনটি নয়

১১৩। আসামীর মামলা যে ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে তাহা প্রমাণের দায়িত্ব আসামীর– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১০৫ ধারা খ. ৮২ ধারা

গ. ১৪০ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১১৪। মামলার আসামী দাবি করে যে, মামলাটি ব্যতিক্রমের মধ্যে পড়ে। উক্ত বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব কার?

● ক. আসামি খ. বিবাদী

গ. ফরিয়াদী ঘ. কোনটি নয়

১১৫। খ কে হত্যার দায়ে অভিযুক্ত ক। ক দাবী করে যে, গুর"তর ও আকশ্মিক উষ্কানির কারণে আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছিল। বিষয়টি প্রমাণের দায়িত্ব কার?

● ক. ক এর খ. খ এর

গ. আদালতের ঘ. পুলিশের

১১৬। দ"বিধির ৩২৫ ধারার মামলার আসামী দাবী করে যে, মামলাটি ৩৩৫ ধারার আওতায় পড়ে। মামলাটি যে ৩৩৫ ধারার আওতায় পড়িবে তাহা প্রমাণের দায়িত্ব কার?

● ক. আসামির খ. বিবাদীর

গ. ফরিয়াদীর ঘ. কোনটি নয়

১১৭। যে ঘটনা বিশেষভাবে কাহারও বা কোন ব্যক্তির গোচরে থাকে সে ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব সেই ব্যক্তির উপর বর্তায়– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১০৬ ধারা খ. ১০২ ধারা

গ. ১৪০ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১১৮। ফৌজদারী মামলায় আসামী আত্মরক্ষার ব্যক্তিগত অধিকার প্রয়োগের দাবী করিলে উক্ত দাবী প্রমাণের দায়িত্ব কার?

● ক. আসামি খ. বিবাদী

গ. ফরিয়াদী ঘ. কোনটি নয়

১১৯। ক একটি ডিক্রি জাল, প্রতারণার মাধ্যমে হাসিল করিয়াছে দাবী করিয়া খ ঘোষণামূলক মামলা দায়ের করিয়া ঘোষণা চায়। উক্ত মামলায় জাল এবং প্রতারণার বিষয় প্রমাণের দায়িত্ব কার?

ক. ক এর ● খ. খ এর

গ. আদালতের ঘ. পুলিশের

১২০। প্রতিবন্ধকতা বা স্বীকৃতি বাঁধা (Estoppel) সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ১১৫ ধারা খ. ১০২ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১২১। আইনের বিরূদ্ধে (Estoppel) দাবী করা যায় কী?

● ক. না খ. হ্যা

গ. প্রযোজ্য নয় ঘ. কোনটি নয়

১২২। Feeding the grant by Estoppelঅর্থ কী?

● ক. প্রতিবন্ধের খোরাক খ. প্রতিবন্ধের মঞ্জুরি

গ. দাবী ত্যাগ ঘ. কোনটি নয়

১২৩। Evidence Act এর ১১৮ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

● ক. যে সাক্ষ্য দেওয়ার যোগ্য খ. প্রমাণের দায়িত্ব

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১২৪। বোবা সাক্ষী সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ১১৯ ধারা খ. ১০২ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১২৫। কোন মোকদ্দমায় কোন ঘটনা প্রমাণের জন্য নির্দিষ্ট কোন সংখ্যক সাক্ষীর প্রয়োজন হয়না– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৩৪ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১২৬। জবানবন্দী, জেরা ও পূনঃজবানবন্দী সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারার বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ১৩৭ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১২৭। জবানবন্দী (Examination – in - Chief) সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ১৩৭ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১২৮। জেরা (Cross Examination) সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ১৩৭ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১২৯। পূনঃজবানবন্দী (Re-Examination)সম্পর্কে সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ১৩৭ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৩০। যে পক্ষ সাক্ষী হাজির করেছেন সেই পক্ষ যখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন তখন তাকে কী বলা হয়?

● ক. জবানবন্দী গ্রহণ খ. জেরা

গ. পূনঃজবানবন্দী ঘ. কোনটি নয়

১৩১। যে পক্ষ সাক্ষী হাজির করেছেন সেই পক্ষ যখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন তখন তাকে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ বলা হয়– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৩৭ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৩২। বিরুদ্ধপক্ষ যখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন তখন তাকে কী বলা হয়?

● ক. জেরা খ. জবানবন্দী গ্রহণ

গ. পূনঃজবানবন্দী ঘ. কোনটি নয়

১৩৩। বিরুদ্ধপক্ষ যখন সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন তখন তাকে সাক্ষীর জেরা বলঅ হয়– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৩৭ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৩৪। জেরার পর সাক্ষী উপস্থিতকারী পক্ষ যদি পুনরায় সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন তখন তাকে কী বলা হয়?

● ক. পূনঃজবানবন্দী খ. জবানবন্দী গ্রহণ

গ. জেরা ঘ. কোনটি নয়

১৩৫। জেরার পর সাক্ষী উপস্থিতকারী পক্ষ যদি পুনরায় সাক্ষীকে প্রশ্ন করেন তখন তাকে পূনঃজবানবন্দী গ্রহণ করা হয়– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৩৭ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৩৬। সাক্ষীকে জেরা করিতে পারেন কোন পক্ষ?

ক. বাদী পক্ষ খ. সাক্ষী উপস্থিতকারী পক্ষ

গ. ক ও খ ● ঘ. বিরোধী পক্ষ

১৩৭। সাক্ষীকে জেরা করার উদ্দেশ্য কী?

● ক. সত্য বের করা খ. সাক্ষীকে বিভ্রান্ড় করা

গ. বিচার বিলম্ব করা ঘ. সাক্ষীকে ভয় দেখানো

১৩৮। বাদী পক্ষের ১নং সাক্ষীকে ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত রূপ বা ভাবে কী বলা হয়?

● ক. DW 3 খ. PW

গ. কোনটি নয় ঘ. Dw 1

১৩৯। বিবাদী পক্ষের ৩নং সাক্ষীকে ইংরেজীতে সংক্ষিপ্ত রূপে বা ভাবে কী বলা হয়?

● ক. DW 3 খ. PW

গ. কোনটি নয় ঘ. Dw 1

১৪০। প্রথমে সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করিতে হইবে। তৎপর প্রতিপক্ষ ইচ্ছ করিলে সাক্ষীকে জেরা করিবে। তৎপর সাক্ষী উপস্থিতকারী পক্ষ ইচ্ছা করিলে পুনঃজবানবন্দী গ্রহণ করিতে পরিবে– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৩৮ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৮৩ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৪১। সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করা যায়–

ক. জেরার পর খ. জেরার মধ্যে

গ. যে কোন সময় ● ঘ. প্রথমে

১৪২। সাক্ষীর পুনঃজবানবন্দী গ্রহণ করা যায়–

●ক. জেরার পর খ. জেরার মধ্যে

গ. যে কোন সময় ঘ. প্রথমে

১৪৩। জেরা করিবার কৌশল সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় উলেণ্টখ আছে?

● ক. ১৩৮ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৮৩ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৪৪। ইঙ্গিত পূর্ণ প্রশ্ন (Leading Question) এর সংজ্ঞা সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় দেওয়া আছে?

● ক. ১৪১ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১৫১ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৪৫। প্রশ্নকারী প্রশ্নের যে উত্তর আশা বা ইচ্ছা করেন প্রশ্নের মধ্যেই তাহা ইঙ্গিত দেওয়া থাকিলে তাহা কী প্রশ্ন বলা হয়?

● ক. ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন খ. উত্তর প্রশ্ন

গ. প্রশ্ন ঘ. কোনটি নয়

১৪৬। শুধু একটি মাত্র শব্দ বা ধ্বনি দ্বারা কোন প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করিয়া দেওয়া সম্ভব?

● ক. ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন খ. উত্তর প্রশ্ন

গ. প্রশ্ন ঘ. কোনটি নয়

১৪৭। প্রতিপক্ষ যদি আপত্তি করে তবে, জবানবন্দী ও পুনঃজবানবন্দী গ্রহণকালে আদালতের অনুমতি ব্যতীত ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা যাবে না– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৪২ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১২৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৪৮। জবানবন্দী বা পুনঃজবানবন্দী গ্রহণের সময় আদালত অবশ্যই Leading Question করিবার অনুমতি দেবেন কোন ক্ষেত্রে?

ক. সে সকল বিষয় পরিচয় মূলক খ. অবিসংবাদিত

গ. পূর্বেই প্রমাণিত হয়েছে ● ঘ. সবগুলো

১৪৯। জেরায় ইঙ্গিত পূর্ণ প্রশ্ন করা যাইবে – উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৪৩ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১২৪ ধারা ঘ. ১১৩ ধারা

১৫০। আদালতে মামলার একটি পক্ষ নিজের সাক্ষীকে কোন বিষয়ে Leading Question করিতে রিবেন?

ক. যে কোন বিষয়ে খ. প্রাসঙ্গিক বিষয়ে

গ. তর্কিত বিষয়ে ● ঘ. পরিচয়মূলক বিষয়ে

১৫১। জবানবন্দী গ্রহণকালে সাক্ষীকে ইঙ্গিত পূর্ণ প্রশ্ন করিতে পারে–

ক. যে কোন বিষয়ে খ. প্রাসঙ্গিক বিষয়ে

গ. তর্কিত বিষয়ে ● ঘ. অবিসংবাদিত

১৫২। জবানবন্দী বা পুর্ণঃজবানবন্দী গ্রহণের সময় সাক্ষীকে Leading Question করিতে পারেন–

ক. বিশেষজ্ঞ মতামত বিষয়ে খ. প্রাসঙ্গিক বিষয়ে

গ. তর্কিত বিষয়ে ● ঘ. পূর্বে প্রামাণিত বা স্বীকৃত বিষয়ে

১৫৩। সাক্ষীকে জেরা করিবার সময়ে Leading Question করা যায় কোন বিষয়ে?

● ক. যে কোন বিষয়ে খ. প্রাসঙ্গিক বিষয়ে

গ. তর্কিত বিষয়ে ঘ. পরিচয়মূলক বিষয়ে

১৫৪। সাক্ষীর পুর্বে দেওয়া লিখিত বিবৃতি সাক্ষীকে না দেখাইয়াই উক্ত বিষয়ে তাকে জেরা করা যাবে– সাক্ষ্য আইনের কত ধারার বিধান?

● ক. ১৪৫ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১২৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৫৫। সাক্ষীর পুর্বে দেওয়া লিখিত বিবৃতি জেরার সময় বিরোধী হইলে মামলার কোন পক্ষের জন্য সুবিধা?

ক. বাদী খ. ফরিয়াদী

গ. ক ও খ ● ঘ. আসামী

১৫৬। জেরায় যে সব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আইন সম্মত– সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বর্ণিত আছে?

● ক. ১৪৫ ধারা খ. ১১৭ ধারা

গ. ১২৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৫৭। সাক্ষীর সত্যবাদিতা পরীক্ষা করা, সাক্ষীর পরিচয় ও মর্যদা জানা যায় সেসকল প্রশ্ন দ্বারা জেরার সময় সে সকল প্রশ্ন আইন সম্মত – সাক্ষ্য আইনের কত ধারার বিধান?

● ক. ১৪৬ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৫৮। যে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদানের দ্বারা কোন সাক্ষীর কোন অপরাধের সাথে জড়িত হতে পারে, সাক্ষীকে সে সকল প্রশ্নও জেরায় করা আইনসম্মত – সাক্ষ্য আইনের কত ধারার বিধান?

● ক. ১৪৬ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৫৯। বিচার্য বিষয় কিংবা বিচার্য বিষয়ের অস্ড়িত্ব নির্ধারণের জন্য যাহা জানা আবশ্যক এমন বিষয় সম্পর্কিত ব্যতীত অশালীন বা কুৎসা জনক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা আদালত নিষিদ্ধ করিতে পারে– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৫১ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৬০। অপমান বা বিরক্ত বা উত্যক্ত করিবার উদ্দেশ্য মূলক প্রশ্ন করা আদলত নিষিদ্ধ করিবেন– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৫২ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৬১। বৈরী সাক্ষী (Hostile Witness) সংক্রান্ড় বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায়?

● ক. ১৫৪ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৬২। একটি মামলায় আপনি ফরিয়াদীর আইনজীবী। উক্ত মামলার সাক্ষী পুলিশের নিকট ফরিয়াদীর পক্ষে বিবৃতি দিয়েছিল। আদালতে বিরূদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। আপনি কী করিবেন?

ক. সাক্ষী বাতিলের আবেদন খ. সাক্ষীকে গ্রেফতারের আবেদন

গ. কিছুই করার নাই ● ঘ. সাক্ষীকে বৈরী ঘোষণার আবেদন

১৬৩। সাক্ষীর বিশ্বাস যোগ্যতা সম্পর্কে অভিযোগ করা (Impeaching Credit of Witness) সাক্ষ্য আইনের কত ধারায়?

● ক. ১৫৫ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৬৪। সাক্ষীকে ঘুষ দেওয়া হইয়াছে বা ঘুষ গ্রহণে রাজী হইয়াছে কিংবা সাক্ষী বিশ্বাসের অযোগ্য উক্ত বিষয়ে সাক্ষ্য প্রমাণ দেওয়া যায় – উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৫৫ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৬৫। কোন ব্যক্তি যখন ধর্ষন অথবা শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগে ফৌজদারীতে সোপর্দ হন তখন দেখানো যেতে পারে যে অভিযোগকারীনী সাধারণভাবে দুশ্চরিত্রা– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৫৫ (৪) ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ (৮) ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৬৬। একই ঘটনা সম্পর্কে সাক্ষীর পরবর্তী সাক্ষ্য সমর্থনের জন্য পূর্বর্তী সাক্ষ্য প্রমাণ করা যাইতে পারে– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৫৭ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৬৭। স্মৃতি পূনর্জ্জীবিত করা (Refreshing Memory) সম্পর্কে কত ধারায় বলা আছে?

● ক. ১৫৯ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৬৮। সাক্ষীর স্মৃতি পূনর্জ্জীবিত করিবার জন্য আদালতে অনুমতি লইয়া দলিলের নকল দেখিতে পারেন– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৫৯ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৬৯। বিশেষজ্ঞ তার পেশা সম্পর্কিত পুস্তক দেখিয়া স্মৃতি পূনর্জ্জীবিত করিতে পারেন– উক্ত বিধান সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় আছে?

● ক. ১৫৯ ধারা খ. ১১৫ ধারা

গ. ১৬৪ ধারা ঘ. ১১০ ধারা

১৭০। সাক্ষী পুলিশের নিকট ১৬১ ধারায় বিবৃতি দিয়েছিল। আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় উক্ত বিবৃতি কী দেখিতে পারিবেন?

● ক. হ্যা খ. অসম্ভব

গ. না ঘ. কোনটি নয়

সাক্ষ্য আইন-১৮৭২

THE VEIDENCE ACT-1872

সিলেবাস অনুযায়ী সাক্ষ্য আইনের ধারাসমূহঃ

ধারা-১৭ঃ স্বীকৃতির সংজ্ঞা।

ধারা-২৪ঃ প্রলোভন, ভীতি ও প্রতিশ্রুতির ফলে দোষ-স্বীকার।

ধারা-২৫ঃ পুলিশ অফিসার ও শুল্ক কর্মকর্তার নিকট দোষ স্বীকার।

ধারা-২৬ঃ হাজতে অবস্থানকালে দোষ স্বীকার।

ধারা-৩২ঃ সাক্ষী হিসাবে তলব নহে এমন লোকের বিবৃতি ।

ধারা-৩৩ঃ পূর্ববর্তী কোন সাক্ষ্যে বর্ণিত ঘটনার সত্যতা।

ধারা-৫৯ঃ মৌখিক সাক্ষ্য দ্বারা ঘটনা প্রমাণ।

ধারা-৬০ঃ মৌখিক সাক্ষ্য অবশ্যই প্রত্যক্ষ হতে হবে।

ধারা-৬১ঃ দলিলের বিষয় বস্তুর প্রমাণ।

ধারা-৬৩ঃ মাধ্যমিক সাক্ষ্য।

ধারা-৭৪ঃ সরকারী দলিল।

ধারা-৭৫ঃ বে-সরকারী বা ব্যক্তিগত দলিল।

ধারা-১০১ঃ প্রমাণের দায়িত্ব।

ধারা-১০২ঃ প্রমাণের দায়িত্ব যার উপর ন্যস্ড়।

ধারা-১০৩ঃ কোন নির্দিষ্ট ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব।

ধারা-১০৪ঃ সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য করার জন্য ঘটনা প্রমাণের দায়িত্ব।

ধারা-১০৫ঃ দ-বিধির ব্যতিক্রম প্রমাণের দায়িত্ব অপরাধীর।

ধারা-১০৬ঃ যে বিষয় বিশেষভাবে কারও অবগতির মধ্যে তাকে তা প্রমাণের দায়িত্ব।

ধারা-১১৪ঃ আদালত কতিপয় ঘটনার অস্তিত্ব অনুমান করতে পারেন।

ধারা-১১৫ঃ স্বীকৃতির বাধা।

ধারা-১৩৭ঃ জবানবন্দী, জরা ও পুনঃজবানবন্দী।

ধারা-১৩৮ঃ সাক্ষ্য গ্রহণের ক্রমঃ পুনঃ জবানবন্দী গ্রহণের ক্রম।

ধারা-১৩৯ঃ দলিল দাখিলের জন্য আহূত ব্যক্তি জেরা।

ধারা-১৪০ঃ চরিত্র সম্পর্কে সাক্ষী।

ধারা-১৪১ঃ ইঙ্গিতপূর্ণ সাক্ষী।

ধারা-১৪২ঃ ইঙ্গিতবাহী প্রশ্ন যখন অবশ্যই করা যাবেনা।

ধারা-১৪৫ঃ পূর্ববর্তী লিখিত বিবৃতি সম্পর্কে জেরা।

ধারা-১৪৬ঃ জেরার আইন সঙ্গত প্রশ্ন।

ধারা-১৫১ঃ অশ্লীল ও কুৎসাজনক প্রশ্ন।

ধারা-১৫২ঃ অপমান বা বিরক্ত বিরক্ত করার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন।

ধারা-১৫৫ঃ সাক্ষীর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে অভিযোগ।

ধারা-১৫৭ঃ একই ঘটনার সাক্ষ্যের সমর্থনে বিবৃতি পরীক্ষা।

ধারা-১৫৯ঃ সাক্ষী যখন স্মৃতি পূর-জ্জীবিত করার জন্য দলিলের নকল ব্যবহার করতে পারে।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আদেশ- ১৯৭২

BANGLADESH BAR COUNCLE ORDER-1972

(২১ অক্টোবর ২০১২ সালের সংশোধনীসহ)

০১। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার কত সালের?

● ক. ১৯৭২ সাল খ. ১৯৭১ সাল

গ. ১৯৮৪ সাল ঘ. ১৯৮১ সাল

০২। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ দ্বারা গঠিত হয়েছে নিচের কোনটি?

● ক. বার কাউন্সিল খ. বার এসোসিয়েশন

গ. আদালত ঘ. কোনটি নয়

০৩। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ হচ্ছে একটি-

● ক. প্রেসিডেন্ট আদেশ খ. অধ্যাদেশ

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

০৪। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ কত নং বা নম্বর প্রেসিডেন্ট আদেশ।

● ক. ৪৬ খ. ৬৪

গ. ৩৬ ঘ. ৫৪

০৫। ১৯৭২ সালের কত তারিখ প্রেসিডেন্টের ৪৬ নং আদেশ দ্বারা বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে?

● ক. ১৭ ই মে খ. ১৭ ই আগস্ট

গ. ১৭ ই জুন ঘ. ২৭ শে মে

০৬। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?

● ক. সংবিধিবন্ধ সংস্থা খ. সামাজিক সংস্থা

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

০৭। বার কাউন্সিল একটি বডি কর্পোরেট হিসাবে গণ্য হইবে– উক্ত বিধান বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর কোন অনুচ্ছেদে আছে?

● ক. ৩ (২)　　খ. ২ (৩)

গ. ৫ (২)　　ঘ. কোনটি নয়

০৮। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এ একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে?

● ক. ৪৬ টি　　খ. ৫৬ টি

গ. ৬৪ টি　　ঘ. ৬৬ টি

০৯। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এ একটি বিধি রয়েছে?

● ক.১০১ টি　　খ. ১১০ টি

গ. ৬৪ টি　　ঘ. ৬৬ টি

১০। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এ এর অনুচ্ছেদ সমূহ পরিবর্তন করিতে পারেন কে?

● ক. জাতীয় সংসদ খ. সুপ্রীম কোর্ট

গ. বার কাউন্সিল　　ঘ. কোনটি নয়

১১। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এ এর অনুচ্ছেদ বিধি সমূহ পরিবর্তন করিতে পারেন কে?

● ক. বার কাউন্সিল　　খ. সুপ্রীম কোর্ট

গ. জাতীয় সংসদ　　ঘ. কোনটি নয়

১২। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এ এর অনুচ্ছেদ ২ (চ) অনুসারে স্থানীয় বার এসোসিয়েশন বলিতে বুঝায়–

ক. হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন খ. জাতীয় বার এসোসিয়েশন

গ. ক ও খ　　● ঘ. জেলা বা থানা বার এসোসিয়েশন

১৩। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল গঠিত হয়েছে কাহাদের জন্য?

● ক. আইনজীবী　　খ. সাংবাদিক

গ. ডাক্তার ঘ. ইঞ্জিনিয়ার

১৪। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২ (ক) তে কোন বিষয় বলা হয়েছে?

● ক. আইনজীবীর সংজ্ঞা খ. বিচারকের সংজ্ঞা

গ. আদালতের সংজ্ঞা ঘ. কোনটি নয়

১৫। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ দ্বারা গঠিত বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বাংলাদেশ সরকারের একটি–

● ক. স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান খ. লাভজনক প্রতিষ্ঠান

গ. সরকারী প্রতিষ্ঠান ঘ. কোনটি নয়

১৬। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত হয় কার দ্বারা?

● ক. বাংলাদেশ সরকার খ. জাতি সংঘ

গ. সুপ্রীম কোর্ট ঘ. কোনটি নয়

১৭। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল নিয়ন্ত্রিত হয় কোন আইন দ্বারা?

● ক. বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২

খ. বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭৭

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৮। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ কোন ধরনের আইন?

● ক. মূল আইন ও পদ্ধতিগত আইন খ. মূল আইন

গ. পদ্ধতিগত আইন ঘ. কোনটি নয়

১৯। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাকারী আইনটি কী?

● ক. President’s Order খ. Act

গ. Rule ঘ. Ordinance

২০। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ সর্বশেষ সংশোধন হয়েছে কত সালের কত তারিখে?

● ক. ২০১২ সালের ২১ অক্টোবর খ. ১৯৯৯ সালের ২১ অক্টোবর

গ. ২০১০ সালের ২১ অক্টোবর ঘ. ২০০০ সালের ২১ অক্টোবর

২১। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ১৫ জন সদস্য নিয়ে গঠিত হইবে– উক্ত বিধান বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর কোন অনুচ্ছেদে আছে?

● ক. ৫ (১) খ. ৬ (১)

গ. ৩ (১) ঘ. কোনটি নয়

২২। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মোট সদস্য সংখ্যা কত জন?

● ক. ১৫ জন খ. ১৪ জন

গ. ১১ জন ঘ. ৫১ জন

২৩। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কত জন?

● ক. ১৪ জন খ. ১৫ জন

গ. ১১ জন ঘ. ৫১ জন

২৪। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মোট ১৫ জন সদস্যের মধ্যে কত জন সমগ্র বাংলাদেশের আইনজীবীদের ভোটে নির্বাচিত হইবেন?

● ক. ৭ জন খ. ১৫ জন

গ. ১১ জন ঘ. ৫১ জন

২৫। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের মোট ১৫ জন সদস্যের মধ্যে কত জন অঞ্চল ভিত্তিক আইনজীবীদের ভোট নির্বাচিত হইবেন?

● ক. ৭ জন খ. ১৫ জন

গ. ১১ জন ঘ. ৫১ জন

২৬। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ অনুচ্ছেদ ৫ (১) (ক) অনুসারে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ১ জন সদস্য হইবেন পদাধিকার বলে– তিনি কে?

● ক. বাংলাদেশের এ্যাটর্ণি জেনারেল খ. প্রধান বিচারপতি

গ. আইন মন্ত্রী ঘ. কোনটি নয়

২৭। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সভাপতি পদাধিকার বলে কে হইবেন?

● ক. বাংলাদেশের এ্যাটর্ণি জেনারেল খ. প্রধান বিচারপতি

গ. আইন মন্ত্রী ঘ. কোনটি নয়

২৮। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি কীভাবে হইবেন?

● ক. নির্বাচিত সদস্যগণের দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্বাচিত

খ. পদাধিকার বলে

গ. প্রধান বিচারপতির উপদেশ অনুযায়ী ঘ. কোনটি নয়

২৯। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের নির্বাচন সম্পর্কে বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর কোন অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে?

ক. ৮ খ. ৬ (১)

গ. ৩ ঘ. কোনটি নয়

৩০। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আওতাভূক্ত নয় কোন কাজটি?

ক. আইনজীবীদের তালিকাভুক্তকরণ

খ. তালিকাভূক্তির উদ্দেশ্যে পরীক্ষা অনুষ্ঠান

গ. তালিকা হইতে আইনজীবীদের অপসারণ

● ঘ. বিচারকদের তালিকাভুক্ত করণ

৩১। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আওতাভূক্ত নয় কোন কাজটি?

ক. আইনজীবীদের তালিকা প্রণয়ন ও সংরক্ষণ

খ. আইনজীবীদের জন্য প্রয়োজনীয় বিধি প্রণয়ন

গ. আইনজীবীদের বিরূদ্ধে অসদারচরণের মামলা গ্রহণ ও বিচার এবং শাস্ড়ির আদেশ প্রদান

● ঘ. আইনগত সহায়তা প্রদান

৩২। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আওতাভূক্ত নয় কোন কাজটি?

ক. আইনজীবীদের অধিকার, বিশেষ সুবিধা ও স্বার্থ সংরক্ষণ

খ. বার কাউন্সিলের তহবিলের ব্যাবস্থা ও বিনিয়োগ

গ. বার কাউন্সিলের সদস্যদের নির্বাচনের ব্যাবস্থা

● ঘ. জাতীয় নির্বাচনের ব্যাবস্থা।

৩৩। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আওতাভূক্ত কোন কাজটি?

ক. জাতীয় নির্বাচনের ব্যাবস্থা খ. বিচারক নিয়োগ

গ. আইনগত সহায়তা প্রদান ● ঘ. আইন শিক্ষার উন্নয়ন

৩৪। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ তে কোন বিষয়ে বলা হয়েছে?

● ক. বার কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটি খ. আইনগত সহায়তা প্রদান

খ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৩৫। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ তে কত ধরনের কমিটির কথা উলেণ্টখ করা হয়েছে?

● ক. ৪ খ. ৬

গ. ৩ ঘ. কোনটি নয়

৩৬। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী নিচের কোনটি বার কাউন্সিলের কমিটি?

ক. Executive Committe খ. Enrolment Committe

গ. Finance committe ● ঘ. সবগুলো

৩৭। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ১১ অনুযায়ী নিচের কোনটি বার কাউন্সিলের কমিটি?

ক. Human Rights Committe

খ. Fundamental Rights Committe

গ. Legal Aid Committe

● ঘ. Legal Education Committe

৩৮। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের Enrolment Committe'র সদস্য সংখ্যা কত?

● ক. ৫ জন খ. ৬ জন

গ. ৩ জন ঘ. ৯ জন

৩৯। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আদেশ ১৯৭২ এর ২০১২ সালের ২১ অক্টোবরের সংশোধনী অনুসারে বার কাউন্সিলের Enrolment Committe'র সদস্য সংখ্যা কত জন?

● ক. ৫ জন খ. ৬ জন

গ. ৩ জন ঘ. ৯ জন

৪০। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আদেশ ১৯৭২ এর ২০১২ সালের ২১ অক্টোবরের সংশোধনী অনুসারে বার কাউন্সিলের Enrolment Committe এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইবার যোগ্য কে?

ক. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনিত হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি

● খ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনিত আপিল বিভাগের বিচারপতি

গ. অ্যাটর্নি জেনারেল ঘ.বার কাউন্সিলের সহসভাপতি

৪১। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আদেশ ১৯৭২ এর ২০১২ সালের ২১ অক্টোবরের সংশোধনী অনুসারে বার কাউন্সিলের Enrolment Committe এর ৫ জন সদস্য হচ্ছেন–

● ক. আপিল বিভাগের বিচারপতি ১ জন, হইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ২ জন, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং নির্বাচিত সদস্য ১ জন।

খ. আপলি বিভাগের বিচারপতি ১ জন, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ১জন, আইনমন্ত্রী এবং নির্বাচিত সদস্য ১জন

গ. আপলি বিভাগের বিচারপতি ১ জন, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ১ জন, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং নির্বাচিত সদস্য ২ জন।

ঘ. আপলি বিভাগের বিচারপতি ১জন, হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি ২জন, অ্যাটর্নি জেনারেল এবং বার কাউন্সিলের সচিব।

৪২। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আদেশ ১৯৭২ এর ২০১২ সালের ২১ অক্টোবরের সংশোধী অনুসারে সরকার কর্তৃক বার কাউন্সিলের সবিচ নিযুক্ত হইবার যোগ্য-

ক. চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ● খ. জেলা জজ অথবা অতিরিক্ত জেলা জজ

গ. চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. সুপ্রিম কোর্টের রেজিস্টার

৪৩। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের Finance Committe সদস্য সংখ্যা কত?

● ক. ৫ জন খ. ৬ জন

গ. ৩ জন ঘ. ৯ জন

৪৪। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের Legal Education Committe'র সদস্য সংখ্যা কত?

● ক. ৯ জন খ. ৬ জন

গ. ৩ জন ঘ. ৫ জন

৪৫। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের Legal Education Committe'র ৯ জন সদস্যের মধ্যে বা কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা কত?

● ক. ৫ জন খ. ৬ জন

গ. ৩ জন ঘ. ৯ জন

৪৬। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের কোন কমিটির কমপক্ষে ২ জন সদস্য হইবেন বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় অথবা মহাবিদ্যালয়ের আইন শিক্ষকগণের মধ্য হইতে?

● ক. Legal Education Committe

খ. Enrolment Commite

গ. Finance Committe

ঘ. Executive Committe

৪৭। এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভূক্তির বা তালিকা ভূক্তির যোগ্যতা বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে?

● ক. ২৭ খ. ২৮

গ. ২৯ ঘ. ৩০

৪৮। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭(১) (ক) অনুসারে কোন দেশের নাগরিক না হইলে আইনজীবী হইতে পারিবেন না?

● ক. বাংলাদেশ খ. ভারত

গ. চীন ঘ. রাশিয়া

৪৯। আইনজীবী হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য কোন ব্যক্তির বয়স সর্বনিম্ন কত বছর হইতে হবে?

● ক. ২১ বছর খ. ২২ বছর

গ. ১৮ বছর ঘ. ২৬ বছর

৫০। আইনজীবী হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য কোন নারীর ক্ষেত্রে বয়স সর্বনিম্ন কত বছর হইতে হবে?

● ক. ২১ বছর খ. ২২ বছর

গ. ১৮ বছর ঘ. ২৬ বছর

৫০। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ (৩) (ক) অনুসারে কোন অপরাধের কারনে সরকারী বা স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান হইতে বরখাস্ড় হইলে উক্ত বরখাস্ড়ের তারিখ হইতে কত দিন অতিক্রম না হইলে কোন ব্যক্তি আইনজীবী হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন?

● ক. ২ বছর খ. ২২ বছর

গ. ৫ বছর ঘ. ৩ বছর

৫১। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ (৩) (খ) অনুসারে কোন অপরাধের কারনে সাজাপ্রাপ্ত হইলে উক্ত সাজার মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পর কত দিন অতিক্রম না হইলে কোন ব্যক্তি আইনজীবী হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন?

● ক. ৫বছর খ. ২২ বছর

গ. ২ বছর ঘ. ৩ বছর

৫২। আইনজীবীর তালিকাভূক্তির আবেদনপত্রে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করিলে কত দিন কোন ব্যক্তি আইনজীবী হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন?

● ক. ৫বছর খ. ২২ বছর

গ. ২ বছর ঘ. ৩ বছর

৫৪। ন্যুনতম কত বছরের অভিজ্ঞতা না থাকিলে একজন আইনজীবী কোন সনদ প্রার্থীকে নবীশ ( ) হিসাবে গ্রহণ করিতে পারেন না?

● ক. ১০ বছর খ. ১২ বছর

গ. ৭ বছর ঘ. ৩ বছর

৫৫। আইনজীবী সনদের জন্য আবেদনকারীর (Pupilage Diary) তে অন্যুন কতটি মামলার নোট থাকতে হবে?

● ক. ১০ টি খ. ১২ টি

গ. ৭ টি ঘ. ৩ টি

৫৬। আইনজীবী সনদের জন্য আবেদনকারীর (Pupilage Diary) তে অন্যুন কতটি দেওয়ানী মামলার নোট থাকতে হবে?

● ক. ৫ টি খ. ১২ টি

গ. ৭ টি ঘ. ১০ টি

৫৭। আইনজীবী সনদের জন্য আবেদনকারীর (Pupilage Diary) তে অন্যুন কতটি ফৌজদারী মামলার নোট থাকতে হবে?

● ক. ৫ টি খ. ১২ টি

গ. ৭ টি ঘ. ১০ টি

৫৮। এডভোকেট হিসাবে অন্ডর্ভূক্তির আবেদনপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলে দাখিল করিতে হইবে– উক্ত বিধান বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর কোন অনুচ্ছেদে আছে?

● ক. ২৯ খ. ৩৯

গ. ৭ ঘ. ১৯

৫৯। এডভোকেট হিসাবে অন্ডর্ভূক্তির আবেদনপত্র নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোথায় দাখিল করিতে হইবে?

● ক. বার কাউন্সিল খ. বার এসোসিয়েশন

গ. আদালত ঘ. কোনটি নয়

৬০। আইনজীবী সনদের জন্য আবেদনকারীকে কত দিন শিক্ষানবীশ থাকতে হয়?

ক. ৬ মাস খ. ৪ মাস

গ. ২ বছর ঘ. ৩ মাস

৬১। এডভোকেট হিসাবে অন্তর্ভূক্তির জন্য কোনটির প্রয়োজন নেই?

ক. বয়স ২১ বছর খ. বাংলাদেশর নাগরিকত্ব

গ. আইন বিষয়ে ডিগ্রি● ঘ. রাজনৈতিক পরিচয়

৬২। আইনজীবী হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য কোন ফরমে আবেদন করিতে হয়?

● ক. A ফরমে খ. B ফরমে

গ. C ফরমে ঘ. D ফরমে

৬৩। আইনজীবী হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য নিচের কোন বিষয়গুলো প্রয়োজন?

ক. বাংলাদেশের নাগরিকত্ব খ. ২১ বছর বয়স

গ. আইন বিষয়ে ডিগ্রী● ঘ. সবগুলো

৬৪। সর্বোচ্চ কত বছর বয়সে কোন ব্যক্তি আইনজীবী হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য আবেদন করিতে পারেন?

ক. ২১ বছর খ. ৩৬ বছর

গ. ৫৫ বছর ● ঘ. বয়স উলেণ্টখ নেই

৬৫। কত বছর বয়সের মধ্যে এডভোকেট হলে বার কাউন্সিল কর্তৃক বেনভোলেন্ট ফান্ডের সুবিধা পাওয়া যাবে?

●ক. ৪০ বছর খ. ৩৬ বছর

গ. ৫৫ বছর ঘ. বয়স উলেণ্টখ নেই

৬৬। আইনজীবী হওয়ার আবেদনপত্রের সাথে কি সংযুক্ত করতে হবে?

ক. জন্ম তারিখের প্রমাণ পত্র, শিক্ষাগত যোগ্যতা

খ. দরখাস্ড়কারীর চরিত্র এবং আচরন সম্পর্কিত ২টি সনদ

গ. A ফরমে দরখাস্ড়ের সত্যতা ও সঠিকতা সমর্থনে এফিডেবিট, ফি জমাদানের রশিদ ● ঘ. সবগুলো

৬৭। আইনজীবীদের পেশাগত অসদাচরণের জন্য বিচার কোথায় হয়?

● ক. বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত ট্রাইব্যুনালে

খ. প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে

গ. বিশেষ ট্রাইব্যুনাল ঘ. কোনটি নয়

৬৮। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ট্রাইব্যুনাল কোন আইন অনুসারে গঠিত হয়?

● ক. বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২

খ. বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭৩

গ. ফৌজদারী কার্যবিধি ঘ. কোনটি নয়

৬৯। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ট্রাইব্যুনালের গঠন পদ্ধতি সম্পর্কে বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে?

● ক. ৩৩ অনুচ্ছেদ খ. ৩২ অনুচ্ছেদ

গ.৩১ অনুচ্ছেদ ঘ. ৩০ অনুচ্ছেদ

৭০। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ট্রাইব্যুনাল কত জন সদস্য নিয়ে গঠিত হইবে?

● ক. ৩ জন খ. ৪ জন

গ. ৫ জন ঘ.৭ জন

৭১। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ট্রাইব্যুনাল সদস্য ৩ জন হইবেন–

ক. ২ জন বার কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে হতে

খ. ১ জন আইনজীবীদের মধ্য হতে সংযোজনের মাধ্যমে

● গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭২। বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান কে হইবেন?

● ক. ট্রাইব্যুনালের সদস্যদের মধ্যে আইন পেশায় যিনি জ্যেষ্ঠ

খ. এ্যাটর্নি জেনারেল

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৩। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য কে হইতে পারিবেন না?

ক. বার কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য খ. আইনজীবী

গ. বার কাউন্সিলের সদস্য নয় এমন আইনজীবী

● ঘ. এ্যাটর্নি জেনারেল

৭৪। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য কে হইতে পারিবেন না?

ক. বার কাউন্সিলের নির্বাচিত সদস্য খ. আইনজীবী

গ. বার কাউন্সিলের সদস্য নয় এমন আইনজীবী

● ঘ. বার কাউন্সিলের সবিচ

৭৫। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কতটি ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারেন?

● ক. এক বা একাধিক খ. ১টি

গ. ৫টি ঘ. ৭টি

৭৬। ট্রাইব্যুনালের বিচারাধীন নালিশের প্রাথমিক বিচার্য বিষয় নির্ধারন ও সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারেন–

● ক. ট্রাইব্যুনালের চেয়ারম্যান খ. ট্রাইব্যুনালের যে কোন সদস্য

গ. বার কাউন্সিলের যে কোন সদস্য ঘ. বার কাউন্সিলের সভাপতি

৭৭। আইনজীবীর বিরূদ্ধে আনীত নালিশ মিথ্যা এবং বিরক্তিকর প্রমাণিত হইলে আইনজীবীকে ক্ষতিপূরন হিসেবে কত টাকা প্রদানের জন্য ট্রাইব্যুনাল নালিশকারীকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারেন?

● ক. ৫০০ টাকা খ. ১০০০ টাকা

গ. ৫০০০ টাক ঘ. ২০০০ টাকা

৭৮। খরচ বা প্রতিরোধক খরচ সম্পর্কিত ট্রাইব্যুনালের প্রত্যেকটি আদেশ কীভাবে কার্যকর হইবে?

● ক. হাইকোর্টের আদেশের ন্যায় খ. দায়রা জজের আদেশের ন্যায়

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৭৯। বার কাউন্সিল হইতে নালিশ ট্রাইব্যুনাল পাওয়ার পর ট্রাইব্যুনাল কী করিবেন?

● ক. শুনানির জন্য তারিখ নির্ধারণ খ. শাস্ড়িপ্রদান

গ. আইনজীবীকে বহিষ্কার ঘ. কোনটি নয়

৮০। ট্রাইব্যুনাল নালিশ পাওয়ার পর সর্বনিম্ন কত দিন সময় না দিয়ে শুনানির তারিখ নির্ধারণ রিবেন না?

● ক. ২১ দিন খ. ১৪ দিন

গ. ৩০ দিন ঘ. ৭ দিন

৮১। ট্রাইব্যুনাল বার কাউন্সিল ১৯৭২ এর কত অনুচ্ছেদ অনুসারে শাস্ড়িপ্রদান করেন?

● ক. ৩২ অনুচ্ছেদ খ. ৩৩ অনুচ্ছেদ

গ. ৩১ অনুচ্ছেদ ঘ. ৩০ অনুচ্ছেদ

৮২। বার কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ প্রমাণিত হইলে দোষী আইনজীবীকে সর্বোচ্চ কী শাস্ড়িপ্রদান করতে পারেন?

● ক. আইন পেশা হইতে চিরতর বহিষ্কার

খ. আইন পেশা হইতে সাময়িক বহিষ্কার

গ. তিরষ্কার ঘ. ১ বৎসর কারাদন্ড

৮৩। বার কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ প্রমাণিত হইলে দোষী আইনজীবীকে সর্বনিম্ন কী শাস্তি প্রদান করতে করতে পারেন?

● ক. তিরস্কার খ. আইন পেশা হইতে সাময়িক বহিষ্কার

গ. আইন পেশা হইতে চিরতর বহিষ্কার ঘ. ১ বৎসর কারাদন্ড

৮৪। বার কাউন্সিল কর্তৃক গঠিত ট্রাইব্যুনাল অভিযোগ প্রমানিত হইলে দোষী আইনজীবীকে কী কী শাস্তি প্রদান করতে পারেন?

ক. তিরস্কার খ. আইন পেশা হইতে সাময়িক বহিষ্কার

গ. আইন পেশা হইতে চিরতর বহিষ্কার ●ঘ. সবগুলো

৮৫। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরুদ্ধে আপীল কোথায় করিতে হইবে?

ক. আইনজীবী সমিতিতে খ. দায়রা জজ আদালতে

গ. এ্যাটর্নি জেনারেল বরাবর ● ঘ. মাহমান্য হাইকোর্ট বিভাগে

৮৬। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরূদ্ধে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি আপীল করিতে পারেন কোন আইন অনুযায়ী?

● ক. বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২

খ. বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯২৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ ঘ. কোনটি নয়

৮৭। বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরূদ্ধে আপীল বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে দায়ের করিতে হইবে?

● ক. ৩৬ অনুচ্ছেদ খ. ৩৩ অনুচ্ছেদ

গ. ৩১ অনুচ্ছেদ ঘ. ৩০ অনুচ্ছেদ

৮৮। বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরূদ্ধে আপীল কত দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে?

● ক. ৯০ দিন খ. ১২০ দিন

গ. ৬০ দিন ঘ. কোনটি নয়

৮৯। বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের আদেশে কোন ব্যক্তি সংক্ষুব্ধ হইলে অনুরূপ আদেশ প্রাপ্তির দিন হইতে ৯০ দিনের মধ্যে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবেন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর কোন অনুচ্ছেদে আছে?

● ক. ৩৬ (১) অনুচ্ছেদ খ. ৩৩ অনুচ্ছেদ

গ. ৩১ অনুচ্ছেদ ঘ. ৩০ অনুচ্ছেদ

৯০। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ট্রাইব্যুনালের আদেশের বিরূদ্ধে আপীল ব্যতীত প্রতিকার কী?

● ক. রিভিউ খ. ট্রাইব্যুনালের বিরূদ্ধে মামলা

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৯১। অভিযুক্ত আইনজীবীকে শাস্তি প্রদান করিতে পারেন বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল এর কত অনুচ্ছেদ অনুযায়ী?

● ক. ৩৪ (৪) অনুচ্ছেদ খ. ৩৩ অনুচ্ছেদ

গ. ৩১ (২) অনুচ্ছেদ ঘ. ৩০ অনুচ্ছেদ

৯২। অভিযোগ মিথ্যা ও বিরক্তিকর হইলে বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল অভিযোগকারীকে ৫০০ টাকা ক্ষতিপূরন আদেশ প্রদান করিতে পারেন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ এর বিধান অনুচ্ছেদ আছে?

● ক. ৩৪ (৬) অনুচ্ছেদ খ. ৩৩ অনুচ্ছেদ

গ. ৩১ (২) অনুচ্ছেদ ঘ. ৩০ অনুচ্ছেদ

৯৩। বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বার কাউন্সিলের আদেশ ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৪ (৬) মোতাবেক ক্ষতিপূরন প্রদানে আদেশ পূর্নবিবেচনা, বাতিল, পরিবর্তন করিতে পারেন কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী?

● ক. ৩৪ (৮) অনুচ্ছেদ খ. ৩৩ অনুচ্ছেদ

গ. ৩১ (৫) অনুচ্ছেদ ঘ. ৩০ অনুচ্ছেদ

৯৪। বাংলাদেশ লিগ্যাল প্র্যাকটিশনার্স এন্ড বার কাউন্সিল অর্ডার ১৯৭২ অনুচ্ছেদ ৩৪ (৪) মোতাবেক বার কাউন্সিল কর্তৃক শাস্তি প্রদানের আদেশ উক্ত ট্রাইব্যুনাল পূর্নবিবেচনা, বাতিল, পরিবর্তন করিতে পারেন কোন অনুচ্ছেদ অনুযায়ী?

● ক. ৩৪ (৮) অনুচ্ছেদ খ. ৩৩ অনুচ্ছেদ

গ. ৩১ (৫) অনুচ্ছেদ ঘ. ৩০ অনুচ্ছেদ

৯৫। বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনাল শাস্তি প্রদান বা ক্ষতিপূরন প্রদানের আদেশ ৩৬ (৮) অনুচ্ছেদ অনুসারে পূর্নবিবেচনা, বাতিল, পরিবর্তন করিতে পারেন কার আবেদনক্রমে?

● ক. স্বপ্রণোদিত হয়ে খ. কোন পক্ষের আবেদনক্রমে

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

৯৬। বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কত জন?

● ক. ২ জন খ. ৬ জন

গ. ৩ জন ঘ. ৯ জন

৯৭। বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের অনির্বাচিত সদস্য সংখ্যা কত জন?

● ক. ১ জন খ. ৬ জন

গ. ৩ জন ঘ. ৯ জন

৯৮। বার কাউন্সিল ট্রাইব্যুনালের কাজ কোনটি?

ক. আইনজীবীর তালিকাভূক্তি করণ খ. পরীক্ষা গ্রহণ

গ. নির্বাচন ● ঘ. অভিযুক্ত আইনজীবীর বিচার

৯৯। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর আইনজীবীগণের পেশাগত আচরন বিধি সম্পর্কে কয়টি অধ্যায় আছে?

● ক. ৪টি খ. ৫টি

গ. ৬টি ঘ. ৮টি

১০০। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর আইনজীবীদের পেশাগত আচরন বিধিতে কয়টি বিধি আছে?

● ক. ৪২টি খ. ৫২টি

গ. ৬০টি ঘ. ৮২টি

১০১। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর প্রথম অধ্যায়ে কোন বিষয়ে বর্ণিত আছে?

● ক. সহ আইনজীবীদের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে

খ. মক্কেরদের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে

গ. আদালতের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে

ঘ. জনগণের প্রতি দায়িত্ব এবং কর্তব্য সম্পর্কে

১০২। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর প্রথম অধ্যায়ে কতটি বিধি আছে?

● ক. ১১টি খ. ১৫টি

গ. ১৪ টি ঘ. ৮টি

১০৩। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর প্রথম অধ্যায়ে প্রথম বিধিতে কোন বিষয়ে বর্ণিত আছে?

● ক. পেশার মর্যাদা সমুন্নত রাখা খ. মক্কেল সংগ্রহ

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১০৪। একজন আইনজীবী বিজ্ঞাপন বা অন্য কোন মাধ্যমে পেশাগত নিযুক্তি অর্জনের চেষ্টা করিবেন না– তবে প্রকাশনা বা সাধারণ পেশাগত কার্ড, নামফলক বা প্রচলিত ডাইরেক্টরিতে তালিকাভূক্ত হইতে বাধা নাই– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোন অনুচ্ছেদে আছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ২ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৩

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. কোনটি নয়

১০৫। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ প্রথম অধ্যায় বিধি ২ তে কোন বিষয় বর্ণিত আছে?

● ক. বিজ্ঞাপন দ্বারা মামলা সংগ্রহ নিষিদ্ধ খ. আদালতের প্রতি কর্তব্য

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১০৬। মামলা সংগ্রহ করার জন্য কোন কাজ করা নিষিদ্ধ?

ক. দালাল নিয়োগ করা

খ. লাইসেন্সবিহীন ব্যক্তির সাথে মামলা সংগ্রহের বিষয়ে কোন প্রকার চুক্তি করা

● গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১০৭। অপর পক্ষের আইনজীবীর অনুপস্থিতে তথ্য প্রকাশ না করার বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় আছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ৪ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৩

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ২ ঘ. কোনটি নয়

১০৮। প্রতি পক্ষের আইনজীবীর অনুপস্থিতিতে আদালতে মামলার বিষয়বস্তু উপস্থাপন না করার বিষয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত আছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ৫ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৩

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ২ ঘ. কোনটি নয়

১০৯। প্রতি পক্ষের আইনজীবীর অনুপস্থিতিতে আদালতে মামলার বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর ১ম অধ্যায় এর নিয়ম ৫ অনুসারে নিষিদ্ধ। উক্ত নিয়ম কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়?

ক. এক তরফা ডিক্রি খ. সাব জুডিস

● গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১১০। কোন মক্কেল একাধিক আইনজীবী নিয়োগ করিতে চাইলে তাহাকে বাধা প্রদান করা যাইবে না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত আছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ৬ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৩

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ২ ঘ. কোনটি নয়

১১১। আইনজীবীগণের মধ্যে ব্যক্তিগত সকল বিবাদ এড়াইয়া চলিতে হইবে– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ৭ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৩

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ২ ঘ. কোনটি নয়

১১২। আইনজীবীগণের মধ্যে ফি বন্টন বিষয়ে বন্টনের নীতিমালা ব্যতীত আইন সহায়তার জন্য কোন ফি অন্য কোন ব্যক্তির সহিত বন্টন হইবে না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ৮ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৩

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ২ ঘ. কোনটি নয়

১১৩। একজন আইনজীবী কোন মামলার ফি বন্টন করিতে পারে কার সাথে?

ক. আইনজীবীর ক্লার্ক খ. পুলিশ

গ. পরিচিত কোন ব্যক্তি ● ঘ. সহ-আইনজীবী

১১৪। প্রত্যেক আইজীবী বার কাউন্সিল প্রণীত তালিকাভূক্তির বিধান অনুসারে পদাধিকারের বিধান (Order of Procedence) মেনে চলবে– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ৯ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৩

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৭ ঘ. কোনটি নয়

১১৫। জুনিয়র ও সিনিয়র আইনজীবীদের মধ্যকার সুসম্পর্ক বজায় রাখার বিষয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ১০ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৬

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৭ ঘ. কোনটি নয়

১১৬। জুনিয়র আইনজীবীগণ সিনিয়র আইনজীবীদের অবশ্যই সন্মান ও মর্যাদা করিবেন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ১০ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৬

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৭ ঘ. কোনটি নয়

১১৭। সিনিয়র আইনজীবীরা জুনিয়র আইনজীবীদের স্নেহের দৃষ্টিতে আইন সংক্রান্ড় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিবেন বা সহযোগিতা করিবেন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ১০ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৬

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৭ ঘ. কোনটি নয়

১১৮। কোন মামলায় যে ক্ষেত্রে এক পক্ষে একাধিক আইনজীবী নিয়োজিত হয় সে ক্ষেত্রে সিনিয়র আইনজীবী মামলা পরিচালনা করিবেন এবং জুনিয়রগণ সিনিয়রকে সহযোগিতা করিবেন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সি বিধিমারা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. প্রথম অধ্যায় বিধি ১১ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ৬

গ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১০ ঘ. কোনটি নয়

১১৯। কোন মামলায় এক পক্ষে একাধিক আইনজীবী নিয়োজিত হইলে মামলা পরিচালনা করিবেন কোন আইনজীবী?

ক. যেকোন আইনজীবী

খ. নিয়োজিত আইনজীবীদের মধ্যে যে কোন আইনজীবী

গ. জুনিয়র আইনজীবী ● ঘ. সিনিয়র আইনজীবী

১২০। মক্কেলদের প্রতি আইনজীবীদের কর্তব্য বা দায়িত্ব সম্পর্কে বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোন অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় খ. প্রথম অধ্যায়

গ. তৃতীয় অধ্যায় ঘ. চতুর্থ অধ্যায়

১২১। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর দ্বিতীয় অধ্যায়ে কয়টি বিধি রয়েছে? ● ক. ১৪ টি খ. ৮ টি

গ. ৯ টি ঘ. ১১ টি

১২২। মক্কেলের নালিশি সম্পত্তি অর্জন নিষিদ্ধ – উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১ ঘ. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ২

১২৩। আইনজীবীগণ মামলা সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়ে সর্বদা মক্কেলের গোপনীয়তা রক্ষা করিবেন – উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১ ঘ. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ১

১২৪। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৩ অনুসারে প্রতিপক্ষের সাথে আত্মীয়তা থাকিলে বা সম্পর্ক থাকিলে মামলা গ্রহনের পুর্বে উক্ত সম্পর্ক বিষয়ে আইনজীবীর করণীয় কী?

ক. সম্পর্ক চ্ছিন্ন করা খ. হলফনামা করা

গ. ওয়াদা করা ● ঘ. আত্মীয়তা বা সম্পর্ক বিষয়ে অবগত করা

১২৫। একই আইনজীবী একই মামলায় বাদী ও বিবাদী অর্থাৎ উভয় পক্ষে মামলা পরিচালনা করিতে পারিবেন না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ২ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১

১২৬। মামলা পরিচালনার জন্য ফি বাবদ মক্কেলের সম্পত্তি ক্রয় বা বন্ধক নিষিদ্ধ উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৫ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ২ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১

১২৭। কোন আইনজীবী নিয়োগ বিহীন কোন পক্ষকে পরামর্শ প্রদান করিবেন না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৭ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ২ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১

১২৮। একজন আইনজীবী মক্কেলকে কোন আই ভঙ্গের পরামর্শ দিবেন না- উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৮ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ২

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২

১২৯। একনজ আইনজীবী কী কোন অপরাধীর পক্ষে আদালতে মামলা পরিচালনা করিতে পারিবেন?

● ক. পারিবেন খ. পারিবেন না

গ. নিষিদ্ধ ঘ. কোনটি নয়

১৩০। অপরাধীর আত্মপক্ষ সমর্থনের মামলা গ্রহনে আইনজীবী বাধাগ্রস্থ হইবেন না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৯ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ২

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২

১৩১। নির্দিষ্ট পারিশ্রমিক ফি ব্যতীত বাড়তি উৎ কোচ গ্রহণ নিষিদ্ধ– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১০ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ২

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১০ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২

১৩২। বিনা ফি তে বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষে মামলা পরিচালনা করা প্রত্যেক আইনজীবীর দায়িত্ব কোন ক্ষেত্রে?

ক. কোন আইনজীবীর গ্রহণযোগ্য অনুরোধ খ. আইনজীবীর বিধবা স্ত্রী

গ. আইনজীবীর এতিম সন্ড়ান ● ঘ. সবগুলো

১৩৩। বিনা ফি তে বা বিশেষ বিবেচনায় কোন আইনজীবীর গ্রহণযোগ্য অনুরোধ, কোন আইনজীবীর বিধবা স্ত্রী বা এতিম সন্ড়ানদের মামলা পরিচালনা করা প্রত্যেক আইনজীবীর দায়িত্ব– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১০ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ২

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১০ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২

১৩৪। আইনজীবীগণ মক্কেদের সাথে ফি বা ক্ষতিপূরণের বিষয়ে কোন বিরোধে জড়াবেন না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১১ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১০ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৩৫। মক্কেলদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আইনজীবীগণ যুক্তি - তর্ক উপস্থাপন করিবেন নিজের ব্যক্তিগত বিশ্বাস বা ধারণা মক্কেলের অপরাধ সম্পর্কে থাকিলে উহা উপস্থাপন করা যাইবেনা– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১০ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২

১৩৬। কোন আইনজীবী মক্কেলের কোন মামলায় স্বাক্ষী হইলে উক্ত মামলার দায়িত্ব অন্য আইনজীবীর উপর অর্পণ করিবেন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১৩ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১০ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২

১৩৭। মক্কেলের বিশেষ ক্ষতি না হইলে বা অবিচার না হইলে কোন আইনজীবী অন্য কোন আইনজীবীকে কোন নির্দিষ্ট দিনে মামলা করিবার জন্য বাধ্য করিবেন না – উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১৪ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১০ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৩৮। আদালতের প্রতি আইনজীবীদের কর্তব্য বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোন অধ্যায়ে বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় খ. প্রথম অধ্যায়

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায়

১৩৯। আদালতের প্রতি আইনজীবীদের কর্তব্য সম্পর্কে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এ তৃতীয় অধ্যায়ে কয়টি নিয়ম বা বিধি রয়েছে?

● ক. ৯ টি খ. ৮ টি

গ. ৬ টি ঘ. ১৪ টি

১৪০। আদালতের প্রতি সর্বোচ্চ গুর"ত্ব রক্ষার জন্য আদালতে ভদ্রতার সঙ্গে উপস্থিত হওয়া প্রত্যেক আইনজীবীর দায়িত্ব – উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৪১। আদালতের প্রতি সর্বদা সন্মানজনক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করা প্রত্যেক আইনজীবীর কর্তব্য- উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৪২। একজন আইনজীবী কোন ব্যক্তিকে এমন কোন পরামর্শ দিবেন না যাহাতে কোন মামলার সাক্ষ্য অকার্যকর হয় বা তথ্য গোপন রাখতে পারে– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ২ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৪৩। একজন আইনজীবী কখনোই বিচারককে ভুল তথ্য বা কোন আইনের ভাষা বা রায়ের অপব্যাখ্যা দিবেন না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৩ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৪৪। বার এবং বেঞ্চের মধ্যকার সুসম্পর্ক বজায় রাখা বিষয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৪ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৪৫। কোন আইনজীবী যদি কোন বিচারকের খাস কামরায় গিয়ে কোন মামলার ভাল-মন্দ বা গুনাগুণ বিষয়ে আলোচনা করেন তবে উক্ত আইনজীবী বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোন অধ্যায়ের কোন নিয়ম ভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত হইবেন?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৪ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৪৬। বাংলাদেশ বার কাউন্সি বিধিমালা ১৯৭২ এর তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৫ এ কোন বিষয়ে বলা হয়েছে?

● ক. সরকারী আইনজীবীর দায়িত্ব খ. বিচারকের দায়িত্ব

গ. সহকারী আইনজীবীর দায়িত্ব ঘ. মক্কেলের দায়িত্ব

১৪৭। ফৌজদারী মামলায় সরকার পক্ষের নিয়োজিত আইনজীবীর প্রাথমিক দায়িত্ব সাজা নিশ্চিতকরণ নয় বরং সুবিচার নিশ্চিতকরণ – উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৫ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৪৮। ফৌজদারী মামলায় একজন সরকারী আইনজীবীর দায়িত্ব কোনটি?

ক. অপরাধীর সাজা নিশ্চিতকরণ খ. বাদী পক্ষের জয় নিশ্চিতকরণ

গ. আসামীর শাস্তি বৃদ্ধিকরণ ● ঘ. সুবিচার নিশ্চিতকরণ

১৪৯। কোন মামলা সম্পর্কে কোন আইনজীবী পত্রিকায় তথ্য প্রকাশ করিবেন না – উক্ত বিধানা বাংলাদেশ বার কাউন্সি বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৬ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৫০। একজন আইনজীবী চেষ্টা করিবেন বিচারক নিয়োগে রাজনৈতিকর দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিবাদ করা – উক্ত বিধানা বাংলাদেশ বার কাউন্সি বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৭ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৫১। আদালতে সময়মত উপস্থিত থাকা প্রত্যেক আইনজীবীর দায়িত্ব – উক্ত বিধানা বাংলাদেশ বার কাউন্সি বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৮ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৫২। আদালতে নিরপেক্ষ মতামত প্রদান বিষয়ে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ৯ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১২

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৪ ঘ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ১২

১৫৩। জনসাধারনের প্রতি আইনজীবীর দায়িত্ব সম্পর্কে বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. চতুর্থ অধ্যায় খ. প্রথম অধ্যায়

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় ঘ. তৃতীয় অধ্যায়

১৫৪। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর চতুর্থ অধ্যায়ে কয়টি বিধি রয়েছে?

● ক. ৮টি খ. ৯টি

গ. ৬টি ঘ. ১৪টি

১৫৫। একজন আইনজীবী কোন মামলা বিলম্বিত বা কাউকে হয়রানি বা বিরক্ত করিবার জন্য বাদী বা বিবাদী পক্ষে কোন মামলা বা আপীল গ্রহণ করিবেন না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ১ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২ ঘ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১

১৫৬। একজন আইনজীবী অপর পক্ষের মক্কেল বা স্বাক্ষীদের প্রতি কোনরূপ বিরূপ মনোভাব বা দিদ্বেষ মনোভাব গ্রহণ করিবেন না বরং ভাল বা স্বাভাবিক আচরণ করিবেন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ২ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২ ঘ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১

১৫৭। একজন অ্যাডভোকেট কোন ব্যক্তিকে হয়রানি বা ক্ষতি করিবার জন্য দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করিবেন না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ৩ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২ ঘ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ১

১৫৮। যে কোন মক্কেলের মামলা গ্রহণে আইনজীবী বাধ্য নয়। একজন আইনজীবীর অধিকার রয়েছে পেশাগত নিযুক্তি গ্রহণ না করার – উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ৪ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২ ঘ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি

১৫৯। একজন আইনজীবী কোন মামলা গ্রহণ করিতে কিংবা প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, মক্কেল যতই ক্ষমতাবান বা মামলাটি যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কোন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ৫ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ২ ঘ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি

১৬০। কোন পাবলিক অফিসার, বোর্ড, কমিটি বা সংস্থার নিকট পেশাগত দায়িত্বে একজন আইনজীবী উপস্থিত হইলে প্রথমে তিনি তার পরিচয় দিবেন যে, তিনি একজন আইনজীবী এবং যাহার স্বার্থে উপস্থিত হয়েছেন তাহা প্রকাশ করিবেন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ৬ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৩ ঘ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ২

১৬১। পূর্বে বিচারিক দায়িত্বে কাজ করেছেন এমন কোন বিষয়ের উপর আইনজীবী হিসেবে কোন পেশাগত নিযুক্তি গ্রহণ করিবেন না– বন– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ৭ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৩ ঘ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ২

১৬২। একজন এডভোকেট অন্য কোন পেশায় বা ব্যবসায় মালিক বা অংশীদার হিসাবে বা চাকুরীজীবি হিসাবে কাজ করিবেন না– উক্ত বিধান বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর কোথায় বর্ণিত রয়েছে?

● ক. চতুর্থ অধ্যায় বিধি ৮ খ. প্রথম অধ্যায় বিধি ১

গ. দ্বিতীয় অধ্যায় বিধি ৩ ঘ. তৃতীয় অধ্যায় বিধি ২

১৬৩। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল কর্তৃক প্রকাশিত ল' জার্নালের নাম কি?

● ক. BLD খ.DLR

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৬৪। এডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্তির এবং হাইকোর্ট পারমিশন টেস্ট গ্রহণ করেন কোন কমিটি?

ক. Executive Committee খ. Effective Committee

● গ. Enrollment Committee ঘ. কোনটি নয়

১৬৫। বিচারাধীন কোন কিছুর পূর্ববর্তী কোন দৃষ্টান্ড় কে বলা হয় –

● ক. পূর্ব দৃষ্টান্ড় বা নজির খ. ভবিষ্যত নজির

গ. ক ও খ ঘ. কোনটি নয়

১৬৬। পূর্ব দৃষ্টান্ড় বা নজির এর ইংরেজী শব্দ কোনটি?

● ক. Precedent খ. Judiement

গ. Decree ঘ. কোনটি নয়

১৬৭। Judicial Precedent কী আইনের উৎস বা Source of Law হতে পারে?

● ক. হ্যাঁ পারে খ. না, পারে না

গ. অসম্ভব ঘ. কোনটি নয়

১৬৮। নিচের কোনটি Legal Decisions and Reports-

ক. DLR খ. MLR

গ. BLD ● ঘ. সবগুলো

১৬৯। Dhaka Law Reports এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

● ক. DLR খ. MLR

গ. BLD ঘ. BCR.

১৭০। Bangladesh Lega Decisions এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

● ক. BLD খ. MLR

গ. DLR ঘ. BCR.

১৭১। Bangladesh Law Chronicles এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

● ক. BLC খ. MLR

গ. DLR ঘ. BCR

১৭২। Bangladesh Law Times এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

● ক. BLT খ. MLR

গ. DLR ঘ. BCR

১৭৩। Bangladesh Suprem Court Digest এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

● ক. BSCD খ.BSCR

গ. DLR ঘ. BCR

১৭৪। Bangladesh Supreme Court Reports এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

● ক. BSCR খ. BSCT

গ. DLR ঘ. BCR

১৭৫। Mainstream Law Reports এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

● ক. MLR খ. BLT

গ. DLR ঘ. BCR

১৭৬। Bangladesh Case Reports এর সংক্ষিপ্ত রূপ কোনটি ?

● ক. BCR খ. BLT

গ. DLR ঘ. MLR

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল বিধিমালা ১৯৭২ এর গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছদ

অনুচ্ছেদ -২ঃ	সংজ্ঞাসমূহ।
অনুচ্ছেদ -৫ঃ	বার কাউন্সিলের গঠন।
অনুচ্ছেদ -৬ঃ	বার কাউন্সিলের বিভিন্ন পদসমূহ।
অনুচ্ছেদ -৮ঃ	বার কাউন্সিলের নির্বাচন।
অনুচ্ছেদ -১০ঃ	বার কাউন্সিলের নির্বাচন।
অনুচ্ছেদ -১১,১১(এ)ঃ	বার কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটি।
অনুচ্ছেদ -২৭(১)ঃ	আইনজীবী তালিকাভূক্তির জন্য যোগ্যতা।
অনুচ্ছেদ -২৭(৩)ঃ	আইনজীবী তালিকাভূক্তির জন্য অযোগ্য ব্যক্তি।
অনুচ্ছেদ -৩২(১)ঃ	অসদাচরণের জন্য আইনজীবীর শাস্ড়ি।
অনুচ্ছেদ -৩৩(১)ঃ	আইনজীবী অসদাচরণের বিচার কার্যক্রমের বিচারিক কর্তৃপক্ষ (ট্রাইব্যুনাল)

অনুচ্ছেদ -৩৬ঃ আইনজীবীর শাস্ড়ির বিরূদ্ধে প্রতিকার (আপীল)

অনুচ্ছেদ -৪১ঃ টাউটের (যে আইনজীবী নয়) শাস্ড়ি।

পেশাগত আচরণ বিধি ঃ

প্রথম অধ্যায় ঃ অন্যান্য আইনজীবীর সহতি আচরণ (Conduct with regard to other Advocates)

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ মক্কেলের সহিত আচরণ (Conduct with regard to Clients)

তৃতীয় অধ্যায় ঃ আদালতের প্রতি দায়িত্ব (Duty to the Court)

চতুর্থ অধ্যায় ঃ জনগণের সহিত আচরণ (Canduct with regard to public Generally)

২০১২ সালের প্রশ্নপত্রের নমুনা

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল

পরীক্ষা, ৩০মার্চ ২০১২ ইং

সেট নং-২

১। ফৌজদারী মামলায় আত্মরক্ষামূলক পরিস্থিতির দাবী উঠলে তা প্রমাণের দায়িত্ব করা?

ক. অভিযোগকারীর খ. রাষ্ট্রের

● গ. উক্ত দাবী উত্থাপনকারীর ঘ. ক্ষতিগ্রস্ড় ব্যক্তির

২। মালিকের অনুমতি নিয়ে ‘ক’ একটি বাড়ীতে অবস্থানকালে বাড়ীর মালিকানা দাবী করে। এক্ষেত্রে আইনগত বাধ কে কি বলে?

ক. স্বীকৃতি (Admission) ● খ. স্ব–কার্যজনিত বাধা (Estoppel)

গ. দাবী ত্যাগ (Waiver) ঘ. মৌন সম্মতি (Acquiescence)

৩। এক পক্ষের দাবীকৃত ঘটনা প্রমানের দরকার হবে না, যদি তা হয় –

● ক. অপর পক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত খ. ঐতিহাসিক সত্য

গ. প্রাকৃতিক নিয়মসিদ্ধ ঘ. সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত

৪। আদালতে মামলার একটি পক্ষ নিজের সাক্ষীকে কোন বিষয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ প্রশ্ন (Leading Question) করতে পারে?

ক. যে কোন বিষয়ে ● খ. স্বীকৃত বিষয়ে

গ. তর্কিত বিষয়ে ঘ. বিশেষজ্ঞ মতামত বিষয়ে।

৫। কোন পক্ষ নিজ সাক্ষীকে একবার পরীক্ষার পর কোন কারণে পুনঃ পরীক্ষা (Re- examination) করতে পারে

ক. পূর্বের ব্যক্তব্যে ভুল শুধরানো ● খ. পূর্বের বক্তব্য স্পষ্টকরণ

গ. কোন কিছু মিথ্যা প্রমাণ ঘ. বিশেষজ্ঞ মতামত বিষয়ে

৬। কোন সাক্ষীকে জেরা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে–

ক. তার ব্যক্তিত্বে ধরণ পরীক্ষা খ. ভিন্ন দাবী প্রতিষ্ঠা করা

● গ. তর্কিত বিষয়ে সত্য উদ্‌ঘাটন ঘ. তার মর্যাদা পরীক্ষা

৭। দোবারা দোষ (Res Judicata) বিষয়ে দেওয়ানী কার্যবিধির কত ধারায় বিধান আছে?

ক. ৯ ধারা খ. ১০ ধারা

● গ. ১১ ধারা ঘ. ১২ ধারা

৮। এক জেলার আদালতে বিচারধীন দেওয়ানী মামলা অন্য জেলার আদালতে স্থানান্ড়র করতে পারে কোন কর্তৃপক্ষ?

ক. সংশিণ্টষ্ট জেলা জজ খ. সংশিণ্টষ্ট বিচারিক আদালত

গ. সুপ্রীম কোর্টের রেজিস্ট্রার ●ঘ. হাইকোর্ট বিভাগ

৯। রিভিশন মামলায় একটি ডিক্রি হাইকোর্ট বিভাগের বহাল হলে তা জারীর জন্য কো আদালতে দরখাস্ড়হয়?

ক. হাইকোর্ট খ. আপিল আদালত

গ. জেলা আদালত ● ঘ. ডিক্রি প্রদানকারী আদালত

১০। নিম্নোক্ত কোন রায়ের বিরুদ্ধে আপিল চলবে না?

ক. দোতরফা ডিক্রি খ. একতরফা ডিক্রি

● গ. পক্ষগণের সম্মতিভিত্তিক ডিক্রি ঘ. আরজি নাকচের সিদ্ধান্ড়

১১। সাক্ষ্য আইন অনুসারে ৩০ বছরের পূরানো একটি দলিলের সম্পদন ও বিষয়বস্তুকে আদালত সঠিক মনে করবে , যদি দলিলটি–

ক. রেজিস্ট্রীকৃত হয় ● খ. সঠিক ব্যক্তির দখল থেকে আসে

গ. গণস্বার্থ সংশিণ্টষ্ট হয় ঘ. স্ট্যাম্পযুক্ত হয়

১২। কোন সাক্ষ্য সাধারণত গ্রহণযোগ্য নয়?

ক. দেখার ভিত্তিতে প্রদত্ত সাক্ষ্য ● খ. অন্যের নিকট শোনা ভিত্তিক সাক্ষ্য

গ. অবস্থাগত সাক্ষ্য ঘ. গৌণ সাক্ষ্য

১৩। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন প্রণীত হয় কত সালে?

ক. ১৮৭১ সালে ● খ. ১৮৭৭ সালে

গ. ১৮৮১ সালে ঘ. ১৮৮৭ সালে

১৪। দন্ডবিধি (Penal Code) প্রণীত হয় কত সালে?

ক. ১৮৯৮ সালে ● খ. ১৮৬০ সালে

গ. ১৮৭০ সালে ঘ. ১৮৮০ সালে

১৫। দন্ডবিধি (Penal Code) কোন ধরনের আইন?

● ক. Substantive Law খ. সামাজিক শৃংখলা রক্ষাকারী আইন

গ. সংস্কারমূলক আইন ঘ. পদ্ধতি বিষয়ক আইন

১৬। দ ্বিধির কোন ধারায় অভিন্ন ইচ্ছ (Common intention) জনিত দায় সম্পর্কে বিধান আছে?

ক. ১০৯ খ. ১৪১

গ. ১৪৯ ● ঘ. ৩৪

১৭। দ ্বিধি অনুসারে কত বছরের কম বয়স্ক শিশুর কর্মকা শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে না?

ক. ৭ বছর খ. ৮ বছর

● গ. ৯ বছর ঘ. ১২

১৮। নিম্নবর্ণিত অভিব্যক্তিগুলির মধ্যে কোনটি দ ্বিধিতে উলেণ্ডখিত আছে এবং তা mens rea কে নির্দেশ করে?

● ক. Guilty Mind খ. Criminal Mind

গ. Good Faith ঘ. Dishonestly

১৯। দ ্বিধি অনুযায়ী আত্মরক্ষামূলক অধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে অপরাধীর মৃত্যু ঘটানো যায় কোন ক্ষেত্রে?

ক. মানহানি ● খ. রাতের বেলায় ঘর ভেঙে অনুপ্রবেশ

গ. আঘাত ঘ. রাষ্ট্রদ্রোহিতা

২০। দ ্বিধি অনুযায়ী বেআইনী সমাবেশ (Unlawful Assembly) গঠনের জন্য কম পক্ষে কতজন ব্যক্তির উপস্থিতি প্রয়োজন?
ক. ৩ জন খ. ৪ জন

● গ. ৫ জন ঘ. ৬ জন

২১। নিম্নবর্ণিত কোন বিষয়টি নির্ধারণের জন্য আরজিতে দেওয়ানী মামলার মূল্যমান দেখানো হয়?

● ক. আদালতের এখতিয়ার খ. প্রসেস ফি

গ. সম্পদের সীমা ঘ. প্রদেয় আয়কর

২২। আরজিতে মামলার কারণ উলেণ্ডখ না থাকলে কি হবে?

ক. আরজি ফেরৎ ● খ. আরজি নাকচ

গ. মামলা খারিজ ঘ. মামলা চলবে

২৩। বিরোধীয় জমি দুটি জেলায় অবস্থিত হলে তৎসম্পর্কে কোন জেলার আদালতে মামলা দায়ের করতে হবে?

ক. যে জেলায় বাদী বাস করে খ. যে জেলায় বিবাদী বাস করে

গ. তৃতীয় জেলায় ● ঘ. দুটি জেলার যে কোনটিতে

২৪। দেওয়ানী মামলার আরজিতে উত্থাপিত দাবী সমর্থনকারী দলিলটি বাদীর দখলে না থাকলে সেগুলির বিষয়ে তার করণীয় কি?

ক. দলিলের নকল দাখিল খ. দলিলের তালিকা দাখিল

● গ. দলিলের তালিকাসমূহ দখলকারের নাম দাখিল ঘ. কিছু করণীয় নাই

২৫। দেওয়ানী মামলার আরজিতে উত্থাপিত ব্যক্তব্য বিবাদীর জবাবে নির্দিষ্টভাবে অস্বীকার না করা হলে তার ফল কি হবে?

● ক. উক্ত ব্যক্তব্য স্বীকৃত বলে গণ্য হবে খ. তদবিষয়ে পাল্টা সাক্ষ্য দেওয়া হবে

গ. তা অস্বীকৃত বলে গণ্য হবে ঘ. তা প্রমাণিত বলে গণ্য হবে।

২৬। কোনটি রায়ের পূর্বে ক্রোকযোগ্য নয়?

ক. জমি খ. কোম্পানীর শেয়ার

গ. ব্যাংকের টাকা ● ঘ. জমির ফসল

২৭। অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ ভঙ্গের ফল কি হতে পারে?

ক. ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড খ. জরিমানা

● গ. দেওয়ানী কারাগারে ৬ মাস আটকাবস্থা ঘ. কোনটিই নয়

২৮। ভুল আদালতে দেওয়ানী মামলা দায়েরের ফল কি?

ক. মামলা খারিজ ● খ. আরজি ফেরৎ

গ. আরজি নাকচ ঘ. সঠিক আদালতে মামলা স্থানান্তর

২৯। সহকারী জজ অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করলে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে প্রতিকার কি?

● ক. আপিল খ. রিভিশন

গ. রিট মামলা ঘ. কোনটিই নয়

৩০। দেওয়ানী কার্যবিধির কত ধারায় দেওয়ানী মামলা বিষয়ে দেওয়ানী আদালতগুলিকে সাধারণ এখতিয়ার দেয়া হয়েছে?

ক. ২ ধারা ● খ. ৯ ধারা

গ. ১১ ধারা ঘ. ১৫১ ধারা

৩১। ফৌজদারী কার্যবিধিতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কিত বিধান কোন সনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে?

ক. ১৮৯৮ সাল খ. ১৯৯৯ সাল

● গ. ২০০৭ সাল ঘ. ২০০৮ সাল

৩২। ফৌজদারী কার্যবিধিতে ম্যাজিস্ট্রেটগণকে প্রধানতঃ কত প্রকারে ভাগ করা হয়েছে?

ক. ৪ প্রকার ●খ. ২ প্রকার

গ. ৩ প্রকার ঘ. ৬ প্রকার

৩৩। একজন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সর্বোচ্চ কত টাকা জরিমানা আরোপ করতে পারে?

ক. ৫০০০ টাকা খ. ৩০০০ টাকা

● গ. ১০০০০ টাকা ঘ. ২০০০ টাকা

৩৪। যুগ্ম দায়রা জজ ৭ বছরের কারাদন্ড আরোপ করলে উক্ত দন্ডাদেশের বিরূদ্ধে কোন আদালতে আপীল করতে হবে?

ক. দায়রা জজ খ. স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল

● গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. স্পেশাল জজ

৩৫। ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের দন্ডাদেশের বিরূদ্ধে আপিল দায়ের করতে হবে কোন আদালতে?

ক. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ● খ. দায়রা জজ

গ. অতিরিক্ত দায়ারা জজ ঘ. হাইকোর্ট বিভাগ

৩৬। কোনটি পদ্ধতি বিষয়ক আইন নয়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধি খ. সাক্ষ্য আইন

● গ. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন ঘ. তামাদি আইন

৩৭। ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৭ ধারার মামলা নিম্নোক্ত কোন আদালতের আদি এখতিয়ারভুক্ত?

ক. মুখ্য মহানগর হাকিম খ. দায়রা জজ

গ. ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ● ঘ. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

৩৮। আপিল বিভাগে মাসদার হোসেন মামলায় রায় ঘোষিত হয় কোন সনে?

ক. ১৯৯৯ খ. ২০০০

গ. ২০০১ ● ঘ. ২০০৭

৩৯। নিম্নোক্ত কোন পরিস্থিতি থেকে শান্তি ভঙ্গের আশংকা থাকলে ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৫ ধারার ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে?

ক. গণ উৎপাত খ. শ্রমিক অসন্তোষ

● গ. জমির দখল জনিত বিরোধ ঘ. পরীক্ষা কেন্দ্রে অসদুপায়

৪০। ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারার অধীন প্রদত্ত আদেশ সাধারণতঃ সর্বোচ্চ কতদিন বলবৎ থাকে?

ক. ৬ মাস খ. ১ বৎসর

● গ. ২ মাস ঘ. ৩০ দিন

৪১। কমপক্ষে কত জন ব্যক্ত অংশ গ্রহণে দন্ডবিধি অনুযায়ী ডাকাতি সংঘটিত হয়?

ক. ৩ জন খ. ৪ জন

●গ. ৫ জন ঘ. ৭ জন

৪২। 'ক' এর প্ররোচণায় সরকারী কর্মচারী 'খ' তার জিম্মায় থাকা সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছে। 'ক' এর কি শাস্তি হতে পারে?

ক. কোন শাস্তি হবে না ● খ. 'খ' এর সমান শাস্তি

গ. খ এর অর্ধেক শাস্তি ঘ. খ এর দ্বিগুণ শাস্তি

৪৩। দন্ডবিধি অনুসারে কোনটি গুরতর আঘাত?

ক. পায়ে রক্তাক্ত জখম খ. হাতে জখম

গ. পিঠে স্থায়ী ক্ষত ● ঘ. দাঁত ভেঙে ফেলা

৪৪। ১৫ বছরের একটি ছেলের সম্মতিতে তার পড়াশুনার জন্য তাকে 'ক' বিদেশে নিয়ে যায়। দন্ডবিধি অনুসারে 'ক' কোন অপরাধ করেছে?

● ক. অপহরণ খ. শিশু পাচার

গ. বেআইনী আটক ঘ. মানব পাচার

৪৫। কোন ক্ষেত্রে চুরির অপরাধ সম্ভব নয়?
ক. নগদ টাকা খ. আসবাসপত্র

● গ. জমি ঘ. অলংকার

৪৬। প্রতারণা (Cheating) এর সংজ্ঞা দ–বিধির কত ধারায় আছে?

ক. ৪২০ ধারা খ. ৪১৬ ধারা

● গ. ৪১৫ ধারা ঘ. ৪০৬

৪৭। দোকান থেকে ঘড়ি চুরির জন্য সর্বোচ্চ কোন মেয়াদের কারাদ– হতে পারে?

ক. ৬ মাস খ. ১ বছর

● গ. ৩ বছর ঘ. ৫ বছর

৪৮। দ–বিধির কোন ধারার অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদ– হবে না?

ক. ৩০২ ধারা খ. ৩০৩ ধারা

● গ. ৩০৪ ধারা ঘ. ৩৯৬ ধারা

৪৯। 'ক' থানায় অভিযোগ করে যে, তার ভাই 'খ' একটি সাদা কাগজে তাদের পিতার সই নকল করেছে। দ–বিধি অনুসারে কোন অপরাধ?

● ক. জালিয়াতি খ. অপরাধজনক বিশ্বাসভঙ্গ

গ. প্রতারণা ঘ.কোনটিই নয়

৫০। দ–বিধি অনুসারে অপহরণ (Kidnapping) কত প্রকার ?

● ক. ২ প্রকার খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার ঘ. ৫ প্রকার

৫১। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল একটি–

ক. সাংবিধাকি সংস্থা ● খ. সংবিধিবদ্ধ সংস্থা

গ. নির্বাচিত সংস্থা ঘ. সমবায় সমিতি

৫২। কোন কাজটি বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের আওয়াভূক্ত নয়?

ক. সনদ প্রদান খ. পেশাগত অসদাচরণ

গ. আইন শিক্ষার উন্নয়ন ● ঘ. আইনগত সহায়তা

৫৩। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা কত?

● ক. ১৫ জন খ. ১৪ জন

গ. ১৬ জন ঘ. ১৩ জন

৫৪। একজন এডভোকেটকে আইন পেশা থেকে বহিষ্কারে সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপিল করা যায় কার নিকট?

ক. আপিল বিভাগ খ. অ্যাটর্নী জেনারেল

● গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. আইনমন্ত্রী

৫৫। এডভোকেট হিসাবে তালিকাভূক্তির জন্য একজন প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স কত হবে?

ক. ১৮ বছর ● খ. ২১ বছর

গ. ২৫ বছর ঘ. ৩০ বছর

৫৬। নূন্যতম কত বছরের অভিজ্ঞতা থাকলে একনজ এডভোকেট কোন সনদ প্রার্থীকে নবীশ () হিসাবে গ্রহণ করতে পারেন?

ক. ৫ বছর খ. ৮ বছর

● গ. ১০ বছর ঘ. ১২ বছর

৫৭। পুলিশের নিকট আসামীর স্বীকারোক্তি কোন ক্ষেত্রে সাক্ষ্য হিসাবে আদালতে গ্রহণযোগ্য হবে?

ক. ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতিতে খ. নিরপেক্ষ সাক্ষীর উপস্থিতিতে

● গ. স্বীকারোক্তি মতে আলামত ঘোষণা ঘ. স্বীকারোক্তি স্বেচ্ছামূলক হলে

৫৮। কোন ব্যক্তির মৃত্যুকালীন ঘোষণা (Pupil) তার কোন বিষয় সম্পর্কে সাক্ষ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য?

● ক. মৃত্যুর কারণ খ. সম্পত্তি দান

গ. পরিচয় ঘ. বিবাহ

৫৯। কোনটি মূল দালিলিক সাক্ষ্য (Dying Declaration) ?
ক. ফটোষ্ট্যাট কপি খ. দৈকি পত্রিকা

● গ. কোন বস্তুর ফটোগ্রাফ ঘ. সত্যায়িত কপি

৬০। কোন দলিলটি পাবলিক দলিল (Public Evidence) ?

ক. প্রকাশিত কবিতা খ. প্রকাশিত পত্র

● গ. মামলার আরজিঘ. উইল

৬১। তামাদি মেয়াদের পরে দেওয়ানী মামলা দায়ের করার ফল হচ্ছে–

ক. আরজি নাকচ খ. আরজি ফেরৎ

● গ. মামলা খারিজ ঘ. কোর্ট ফি বাতিল

৬২। কোন মামলার ক্ষেত্রে তামাদি মওকুফ হবে না?

ক. আপিল খ. রিভিশন

গ. রিভিউ ● ঘ. স্বত্ব ঘোষণা

৬৩। মামলা দায়েরের জন্য একজন নাবালক নির্ধারিত তামাদির অতিরিক্ত সময় পায় কত দিন?

ক. ৩ বছর খ. ৬ বছর

গ. ২১ বছর পর্যন্ড় ● ঘ. সাবালকত্ব অর্জন পর্যন্ড়

৬৪। জমির সত্ব ঘোষণা ছাড়াই শুধু দখল পূনর"দ্ধারের মামলা দায়েরে তামাদি মেয়াদ কত?

● ক. ৬ মাস খ. ৩ বছর

গ. ৬ বছর ঘ. ১২ বছর

৬৫। কোন কারণে ব্যয়িত সময়কালে আপীল দায়েরের ক্ষেত্রে নির্ধারিত তামাদি মেয়াদের সাথে যোগ হবে?

ক. আইনজীবী নিয়োগ খ. হাজতবাস

গ. অসুস্থতা ● ঘ. রায়ের নকল সংগ্রহ

৬৬। কোন প্রতিকারটি সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের আওতায় পড়েনা?

ক. চুক্তি বাস্ড়বায়ন খ. নিষেধাজ্ঞা

গ. স্বত্বঘোষণা ● ঘ. রায়ের নকল সংগ্রহ

৬৭। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারা অনুসারে জমির দখল পূনর"দ্ধারের জন্য কোন বিষয়গুলি প্রমাণ করতে পারে?

ক. স্বত্ব ও দখল খ. সীমানা

● গ. দখল ও বেদখল ঘ. স্বত্ব

৬৮। কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কোন ব্যক্তির অবস্থান অস্বীকৃত হলে সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের কোন ধারায় প্রতিকার পাওয়া সম্ভব?

ক. ৯ ধারা খ. ৫৪ ধারা

গ. ৩২ ধারা ● ঘ. ৪২ ধারা

৬৯। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনে কত প্রকার নিষেধাজ্ঞা উলেণ্ডখ আছে?

ক. ২ প্রকার ● খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার ঘ. কোনটিই নয়

৭০। কোন চুক্তিটি আদালতের মাধ্যমে বাস্ড়বায়নযোগ্য নয়?

ক. জমির বিক্রয়ের চুক্তি খ. রাস্ড়া নির্মাণের চুক্তি

●গ. সিনেমায় অভিনয়ের চুক্তি ঘ. পরিবহন চুক্তি

৭১। অজামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৭ ধারা বলে আসামীর কোন অবস্থাটি বিবেচনায় আদালত জামিন দিতে পারে?

ক. আর্থিক অভাবে খ. শিক্ষাগত যোগ্যতা

গ. নিকটাত্মীয়ের অসুস্থতা ● ঘ. শারীরিক অক্ষমতা

৭২। দায়রা জজ নিম্নোক্ত কোন আদেশের বিরূদ্ধে রিভিশনের ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন?

ক. ম্যাজিস্ট্রেটের দ্ণাদেশ ● খ. ম্যাজিস্ট্রেটের ডিসচার্জ আদেশ

গ. অতিরিক্ত দায়রা জজের আদেশ ঘ. অপর্যাপ্ত দন্ডের আদেশ

৭৩। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল প্রতিষ্ঠাকারী আইন একটি?

● ক. President’s Order খ. Ordinance

গ. Act ঘ. Rules

৭৪। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল গঠনের জন্য গ্রুপ ভিত্তিতে নির্বাচনযোগ্য সদস্য সংখ্যা কত ?

● ক. ৭ জন খ. ৮ জন

গ. ৯ জন ঘ. ১৫ জন

৭৫। একটি জেলায় এক জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে অন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত থেকে অন্য জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মামলা স্থানান্ড়র করতে পারে?

● ক. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট খ. চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট

গ. ১ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ঘ. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

৭৬। বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের চেয়ারম্যান পদে আসীন ব্যক্তি হচ্ছেন–

ক. রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত খ. প্রধান বিচারপতি কর্তৃক মনোনীত

গ. নির্বাচিত ● ঘ. পদাধিকার বলে অ্যাটর্নী জেনারেল

৭৭। এডভোকেট সনদের জন্য আবেদনকারীর (Puiliage Diary) তে অন্যূন কয়টি দেওয়ানী মামলার নোট থাকতে হবে?

ক. ১০টি ● খ. ৫ টি

গ. ৬টি ঘ. ১২ টি

৭৮। ফৌজদারী কার্যবিধি অনুসারে কোন ব্যক্তির সদাচরণের মুচলেকা দেয়ার আদেশ দিতে পারেন?

● ক. জেলা ম্যাজিস্ট্রেট খ. ১ ম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট

গ. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ঘ. চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট

৭৯। দায়রা আদালতে কয়টি স্তরের বিচারক থাকতে পারে?

ক. ২টি ● খ. ৩টি

গ. ৪টি ঘ. ৫টি

৮০। দায়রা জজ প্রদত্ত মৃত্যুদণ্ডাদেশ কার্যকর করার পূর্বে অনুমোদন প্রয়োজন হয়–

ক. রাষ্ট্রপতি ● খ. হাইকোর্ট বিভাগের

গ. আপিল বিভাগ ঘ. প্রধানমন্ত্রী

৮১। দেওয়ানী কার্যবিধির কোন বিধানে আপিলযোগ্য আদেশগুলির তালিকা আছে?

ক. ৯৬ ধারা খ. আদেশ ৪৩ বিধি ১

গ. ১০৬ ধারা ঘ. আদেশ ৪১ বিধি ১

৮২। একটি দেওয়ানী মামলায় অতিরিক্ত জেলা জজ প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে রিভিশন মামলা হবে কোন আদালতে?

ক. জেলা জজ খ. আপিল বিভাগ

● গ. হাইকোর্ট ঘ. স্পেশাল জজ

৮৩। একটি দেওয়ানী আদালত প্রদত্ত রায়ের বিষয়ে রিভিউ মামলা দায়ের করা যায় কোন আদালতে?

● ক. একই আদালত খ. সমপর্যায়ের অন্য আদালত

গ. হাইকোর্ট বিভাগ ঘ. আপিল আদালত

৮৪। দেওয়ানী আদালতের সিদ্ধান্ড়ের বিষয়ে রিভিশন মামলা দায়েরের প্রধান কারণ কি?

ক. আইনগত ভুল খ. সিদ্ধান্ড়গ্রহণে ভুল

গ. ঘটনাগত ভুল ● ঘ. আইগত ভুল ও ন্যায় বিচারের বিঘ্ন ঘটা

৮৫। দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে আরজী নাকচের সিদ্ধান্ড় হচ্ছে একট–

ক. আদেশ খ. প্রাথমিক সিদ্ধান্ড়

● গ. ডিক্রি ঘ. চূড়ান্ড় সিদ্ধান্ড়

৮৬। দেওয়ানী কার্যবিধির ১৫১ ধারায় বর্ণিত আদালতের ক্ষমতাকে বলা হয়–

ক. বিশেষ ক্ষমতা খ. সাধারণ ক্ষমতা

● গ. সহজাত ক্ষমতা ঘ. আপিল ক্ষমতা

৮৭। দেওয়ানী কার্যবিধি অনুসারে 'পিণ্ডডিং' অর্থ কি?

ক. এফিডেভিট ● খ. আরজি বা জবাব

গ. অভিযোগ ঘ. যুক্তিতর্ক

৮৮। এডভোকেটের মাধ্যমে দাখিলকৃত দেওয়ানী মামলার আরজিতে কার দস্ড়খাত প্রয়োজন হবে?

ক. এডভোকেট খ. বাদীর প্রতিনিধি

গ. বাদী ● ঘ. এডভোকেট ও বাদী/ তার প্রতিনিধি

৮৯। এডভোকেটের মাধ্যমে দাখিলকৃত দেওয়ানী মামলার জবাবের সত্যাখ্যান (Verification) অংশে কার দস্ড়খত থাকবে?

ক. এডভোকেট খ. এডভোকেটের মোহরার

গ. যেকোন ব্যক্তির ● ঘ. জবার বিষয়ে ওয়াকেফহাল ব্যক্তি

৯০। আরজি সংশোধন করা যায়–

ক. ইস্যু গঠনের আগে খ. চূড়ান্ড় শুনানীর আগে

● গ. যেকোন পর্যায়ে ঘ. যুক্তিতর্কের পূর্ব

৯১। ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারার বিধান বলে পুলিশ গ্রেফতারী পরোয়ানা ছাড়া কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করতে পারে?

ক. ১৫৪ ধারা ● খ. ৫৪ ধারা

গ. ১৬০ ধারা ঘ. ১৬৭ ধারা

৯২। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে আদালতে সোর্পদের আগে কত ঘণ্টা পর্যন্ড় পুলিশের হেফাজতে রাখা যায়?

ক. ৪৮ ঘণ্টা খ. ৭২ ঘণ্টা

● গ. ২৪ ঘণ্টা ঘ. ৩০ ঘণ্টা

৯৩। FIR এর পূর্ণাঙ্গ শব্দরূপ কোনটি

ক. Final Investigation খ. Final Inqest Report

গ. First Inspection ● ঘ. First Information Report

৯৪। পুলিশী তদন্ড়ে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া না গেলে দাখিলকৃত রিপোর্টের প্রচলিত নাম–

ক. রিলিজ রিপোর্ট খ. চার্জশীট

● গ. ফাইনাল রিপোর্ট ঘ. ডিসচার্জ রিপোর্ট

৯৫। নালিশের দরখাস্ড় প্রাপ্তির পর ম্যাজিস্ট্রেট অভিযোগকারীর জবানবন্দী ফৌজদারী কার্যবিধির কোন ধারায় রেকর্ড করেন?

ক. ১৯০ ধারা ● খ. ২০০ ধারা

গ. ২০১ ধারা ঘ. ২০২ ধারা

৯৬। নালিশ মামলায় সমন ইস্যুর পর অভিযোগকারী নির্ধারীত তারিখে আদালতে হাজির না থাকলে আদালতে কি আদেশ দিতে পারেন?

ক. ওয়ারেন্ট জারী **খ. মামলা খারিজ**

● গ. আসামী খালাস ঘ. আসামী ডিসচার্জ

৯৭। ফৌজদারী মামলার আসামী কোন পর্যায়ে ডিসচার্জের আবেদন করতে পারে?

ক. অপরাধ আমলে নেওয়ার তারিখ ● খ. চার্জ গঠনের সময়

গ. চার্জ গঠনের পর ঘ. সাক্ষ্য গ্রহণ শেষে

৯৮। ফৌজদারী মামলায় চার্জ গঠনের দায়িত্ব কার?

ক. বাদীর **খ. সরকারী উকিলের**

● গ. কোর্টের ঘ. পুলিশের

৯৯। ফৌজদারী মামলায় চার্জ গঠনের ক্ষেত্রে অপরাধ সংক্রান্ড় কোন তথ্যটি উলেণ্ডখের প্রয়োজন নেই?

ক. সময় খ. স্থান

গ. আইন ● ঘ. শাস্ড়ি

১০০। জামিনযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে আসামীর জামিন প্রাপ্তির সুযোগটি –

ক. মৌলিক অধিকার খ. সাংবিধাকি

গ. নাগরিক অধিকার ● ঘ. আইনগত অধিকার

ENGLISH VERSION

SET NO -2

Eaxmination held on 30 March 2012

ভাইয়া ইংলিশ ও বাংলা দুটোই একই প্রশ্ন শুধু ভাষা আলাদা (ইংলিশ ও বাংলা) প্রশ্ন একই। তাই আর ইংলিশ লিখিলাম না কারণ ইংলিশ প্রশ্ন করতে আমার অনেক সময় লেগে যাবে। আবার কোচিং এর পরিক্ষা ৫ দিন পর শুরু হবে। তাই ইংলিশ প্রশ্ন বাদ দিয়ে বাকি বাংলা প্রশ্নগুলো সব লিখলাম।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান

১। রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হইতে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করিবেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে?

● ক. ২২ খ. ২৮

গ. ২৬ ঘ. ২১

২। সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয় তাহা হইলে আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে– বিধান কোথয়া -

●ক. ৭ (২) খ. ২৮

গ. ২৬ ঘ. ২১

৩। মৌলিক অধিকারের সহিত অসামঞ্জস্য আইন বাতিল বাংলাদেশের সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

●ক. ২৭ (২) খ. ২৮

গ. ২৬ ঘ. ২১

৪। আইনের দৃষ্টিতে সমতা বাংলাদেশ সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

●ক. ২৭ খ. ২৮

গ. ২৬ ঘ. ২১

৫। আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার বাংলাদেশ সংবিধানের এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

●ক. ৩১ খ. ২৮

গ. ২৬ ঘ. ২১

৬। গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ বাংলাদেশের সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

●ক. ৩৩ খ. ২৮

গ. ২৬ ঘ. ২১

৭। গ্রেফতাকৃত কোন ব্যক্তিকে যথাসম্ভব শীঘ্র গ্রেফতারের কারণ জ্ঞান না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না এবং উক্ত ব্যক্তিকে তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার হইতে বঞ্চিত করা যাইবে না। বাংলাদেশের সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

●ক. ৩৩ (১) খ. ২৮

গ. ২৬ ঘ. ২১

৮। কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া গ্রেফতারের কারণ জ্ঞাপন না করিয়া প্রহরায় আটক রাখা হইলে–

● ক. সংবিধান লঙ্গন হইবে খ. আইন লঙ্ঘন হইবে

গ. দন্ডবিধি লঙ্গন হইবে ঘ. কোনটিই নয়

৯। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির তাহার মনোনীত আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার টি-

●ক. মৌলিক অধিকার খ. নাগরিক অধিকার

গ. আইনগত অধিকার ঘ. কোনটিই নয়

১০। কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করিয়া, তাহাকে আইনজীবীর সহিত পরামর্শের ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিলে–

● ক. সংবিধান লঙ্গন হইবে খ. আইন লঙ্ঘন হইবে

গ. দন্ডবিধি লঙ্গন হইবে ঘ. কোনটিই নয়

১১। আসামীর আইনজীবী নিয়োগ ও তাহার দ্বারা আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগটি হইলে –

●ক. মৌলিক অধিকার খ. নাগরিক অধিকার

গ. আইনগত অধিকার ঘ. কোনটিই নয়

১২। গ্রেফতারমূলক ও প্রহরায় আটক প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে হাজির করা হইবে এবং ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত তাহাকে তদতিরিক্তকাল প্রহরায় আটক রাখা যাইবে না বাংলাদেশের সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

●ক. ৩৩ (২)　　খ. ২৮

গ. ২৬　　ঘ. ২১

১৩। এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দণ্ডিত করা যাইবেনা বিধান বাংলাদেশের সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

●ক. ৩৫ (২)　　খ. ২৮

গ. ২৬　　ঘ. ২১

১৪। কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিজের বিরূদ্ধে সাক্ষ্য দিতে বাধ্য করা যাইবে না উক্ত বিধান বাংলাদেশের সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

●ক. ৩৫ (৪)　　খ. ২৮

গ. ২৬　　ঘ. ২১

১৫। কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবেনা কিংবা নিষ্ঠু অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া কিংবা কাহারো সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না। উক্ত বিধান বাংলাদেশের সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

●ক. ৩৫ (৫)　　খ. ২৮

গ. ২৬　　ঘ. ২১

১৬। পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা বাংলাদেশের সংবিধান এর কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

● ক. ৪০　　খ. ২৮

গ. ২৬　　ঘ. ২১

১৭। আইনের দ্বারা নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন করিয়া আইনজীবী হিসেবে আইন পেশায় নিযুক্ত থাকিবার অধিকার হলো–

●ক. মৌলিক অধিকার　　খ. নাগরিক অধিকার

গ. আইনগত অধিকার　　ঘ. কোনটিই নয়

আইন আদালত সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তরসমূহ

১। প্রশ্নঃ Justice delayed is justic denied কে বলেছেন?

উত্তরঃ Glad stone

২। প্রশ্নঃ সাকসেশন সার্টিফিকেটের জন্য কোন আদালতে দরখাস্ড় করতে হয়?

উত্তরঃ সাকসেশন সার্টিফিকেট লাভের জন্য যুগ্ম জেলা জজ (ডেলিগেট) আদালতে দরখাস্ড় করতে হয়।

৩। প্রশ্নঃ প্রিয়েমশন (Preemption)। অগ্রক্রয় এর মোকদ্দমা কোন আইনের কত ধারা অনুসারে করা যায়?

উত্তরঃঅগ্রক্রয়ের মোকদ্দমা বিভিন্ন আইনে করা যায়। যেমন অকৃষি ও প্রজাস্বত্ব আইন ১৯৪৯ এর ২৪ ধারা; ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ২৬ ধারা এবং ১৯৫০ সালের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের ৯৬ ধারা এবং মুসলিম আইনে করা যায়।

৪। প্রশ্নঃ দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করতে হয় কিসের মাধ্যমে?

উত্তরঃ দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করিতে হয় আরজি দাখিলের মাধ্যমে।

৫। প্রশ্নঃ আরজি দাখিল করিতে হয় কিসের মাধ্যমে?

উত্তরঃ আরজি দাখিল করিতে হয় সত্যপাঠের (Verification) মাধ্যমে।

৬। প্রশ্নঃ সত্যপাঠ (Verification)কি?

উত্তরঃবাদীর আরজিতে বর্ণিত বিবরণ বাদীর বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সত্য ও সঠিক বলে ঘোষণা করে তারিখসহ সহি স্বাক্ষর করাকে, সত্যপাঠ (Verification) বলা হয়।

৭। প্রশ্নঃ বিবাদীর লিখিত জবাব দাখিল করতে হয় কিসের মাধ্যমে?

উত্তরঃ বিবাদীর লিখিত জবাব দাখিল করতে হয় সত্যপাঠ (Verification) এর মাধ্যমে।

৮। প্রশ্নঃ মোকদ্দমা চলাকালীণ সময়ে বিভিন্ন আবেদন (Interim petition) যেমন অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার আবেদন করতে হয় কিসের মাধ্যমে?

উত্তরঃ দরখাস্ড়ের মাধ্যমে।

৯। প্রশ্নঃ আদালতে দরখাস্ড় দাখিল করিতে হয় কিসের মাধ্যমে?

উত্তরঃ হলফনামা (Affidavit)এর মাধ্যমে।

১০। প্রশ্নঃ হলফনামা (Affidavit) কি?

উত্তরঃ Genaral clauses Act. 1897 এর ৩ ধারা অনুসারে দঢ়ভাবে বলতে কিংবা ঘোষণা প্রদান করতে আইনের মাধ্যমে অনুমতি নিয়ে ব্যক্তিগত শপথের বিপরীত প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলা কিংবা ঘোষণা করা।

১১ প্রশ্নঃ Lis pendens কি?

উত্তরঃ ১৮৮২ সালের সম্পত্তি হস্ড়ান্ড়র আই (Transfer of Property Act 1882) এর ৫২ ধারা মতে, স্থাবর নিয়ে আদালতে মামলা চলাকালীন সময়ে আদালতের অনুমতি ব্যতীত কোন পক্ষ উক্ত সম্পত্তি হস্ড়ান্ড়র করতে পারবে না। এই নীতিটিই হল Lis pendens.

১২। প্রশ্নঃ কায়েমী স্বত্ব Vested interestকি?

উত্তরঃ সম্পত্তি হস্ড়ান্ড়র আইন ১৮৮২ এর ১৯ ধারায় কায়েমী স্বাত্বের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, উক্ত ধারায় বালা হয়েছে, যখন কোন সম্পত্তি হস্ড়ান্ড়র করে কোন ব্যক্তির অনুকূলে স্বত্ব সৃষ্টি করা হয়। কন্তু উহা বলবৎ হওয়ার সময় নির্ধারণ করা হয় না।

১৩। প্রশ্নঃ দলিল রেজিষ্ট্রেশন করতে হয় কোন আইন অনুসারে?

উত্তরঃ রেজিষ্ট্রেশন আইন ১০৮ Regstration Act 1908

১৪। প্রশ্নঃ দলিল রেজিষ্ট্রেশন করতে অস্বীকর করে সাব-রেষ্ট্রার আদেশ দিলে কি করবেন?

উত্তরঃ রেজিস্টার বরাবর আপীল Regstration Act এর ৭৩ ধারা অনুসারে।

১৫। প্রশ্নঃ রেজিস্টার দলিল রেজিস্ট্রেশন করতে অস্বীকার আদেশ দিলে কি করিবেন?

উত্তরঃ Regstration Act ১৯০৮ এর ৭৭ ধারায় বর্ণিনত রযেছে রেজিষ্টার দলিল রেজিস্ট্রেশ না রলে দেওয়ানী আদালতে মামলা করা যাবে।

১৬। প্রশ্নঃ কোর্ট ফি আইন (ourt Fees Act)কত সালের?

উত্তর কোর্ট ফি আইন ১৮৭০ সালের।

১৭। প্রশ্নঃ কোর্ট ফি সংশোধনী আইন Court Fees (Amendent) Act কত সালের?

উত্তরঃ ২০১০ সালের।

১৮। প্রশ্নঃ এ্যাডভেলর‍্যাম কোর্ট ফিস কিভাবে নির্ধারণ করা হয়?

উত্তরঃ মোকদ্দমা বিষয়বস্তুর মূল্যমানের উপর কোর্ট ফিস আইনে নির্ধারণ হারে এ্যাডভেলর‍্যাম মূল্যমানের কোর্ট পিস নির্ধারণ করা হয়।

১৯। প্রশ্নঃ কোর্ট ফি ২ প্রকার কি কি?

উত্তরঃ ১ হচ্ছে, এ্যাডভেলর‍্যাম AD Valorem 2. Fixed

২০। প্রশ্নঃ ঘোষণামূলক মোকদ্দমায় কোর্ট ফি কত টাকা?
উত্তরঃ প্রত্যেক ঘোষণার জন্য ৩০০ টাকা।

২১। প্রশ্নঃ ফৌজদারী আদালতে নালিশী মামলা চলাকালে ফরিয়াদী মারা গেলে কি হবে?

উত্তরঃ ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ এর ধারা ২৪৯ অনুসারে মামলার কার্যক্রম বন্ধ হইয়া যাবে।

২২। প্রশ্নঃ ফৌজদারী আদালতে পুলিশী মামলা জি আর মামলা চলাকারে এজাহারকারী মারা গেলে কি হবে?

উত্তরঃ জি আর মামলায় রাষ্ট্র বাদী হয় কাজেই এজাহারকারী মারা গেলেও মামলা সঠিকভাবে চলবে

২৩। প্রশ্নঃ সি. আর বা জি আর মামলায় আসামী মারা গেলে কি হবে?

উত্তরঃ আসামী মারা গেলে বিচার কার্যক্রম বন্ধ হবে।

২৪। প্রশ্নঃ দেওয়ানী মামলায় বাদী বা বিবাদী মারা গেলে কি হবে?

উত্তরঃ দেওয়ানী মোকদ্দমা বাদী বা বিবাদী মারা গেলে , দেওয়ানী কার্যবিধি অর্ডার ২২ অনুসারে বাদী বা বিবাদী বৈধ প্রতিনিধিকে মোকদ্দমার পক্ষভুক্ত করিতে হইবে।

২৫। প্রশ্নঃ দেওয়ানী মোকদ্দমায় বাদী বা বিবাদী মারা গেলে তাহাদের বৈধ প্রতিনিধি নির্ধারিত সময়ের মধ্য মোকদ্দমার পক্ষভূক্ত হইবার আবেদন না করিলে কি হইবে?

উত্তরঃ মোকদ্দমা অচল Abate হইবে।

২৬। প্রশ্নঃ বাংলাদেশের সমগ্র দলিলকে কত ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং কি কি?

উত্তরঃ ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- (১) সরকারী দলিল (২) বেসরকারি দলিল।

২৭। প্রশ্নঃ সাক্ষীর জবানবন্দী ও জেরা সম্পর্কে সোনানী নীতিটি কার?

উত্তরঃ ফিলাডেলফিয়া বারের ডেভিট পল ব্রাউন।

২৮। প্রশ্নঃ ভিডিও ক্যাসেট সাক্ষ্য আইনের ৩ ধারার দলিলের সংজ্ঞায় অন্তর্ভূক্ত এবং সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণীয়। উক্ত বিষয়ে বাংলাদেশে প্রখ্যাত মামলা কোনটি?

ক. খালেদা আখতার বনাম রাষ্ট্রে, ৩৭ DLR ২৭৫

২৯। প্রশ্নঃ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের সভাপতি কে?

উত্তরঃ পদাধিকারবলে বাংলাদেশ এটর্নি জেনারেল।

৩০। প্রশ্নঃ এটর্নি জেনারেল হইবার যোগ্যতা বা নিয়োগের পদ্ধতি কি?

উত্তরঃ বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪(১) অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হইবার যোগ্য কোন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল পদে নিয়োগ দান করিবেন এবং বাংলাদেশ আইন কর্মকর্তা আদেশ ১৯৭২ এর ৩ (২) ধারায় বর্ণিত রয়েছে যে, সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসেবে নিয়োগ পইতে যোগ্যতম ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এটর্নি জেনারেল বা ডেপুটি এটর্নি জেনারেল হিসাবে নিয়োগ পাইবেন না।

৩১। প্রশ্নঃ চুক্তি বেরিয়েশন বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ S.R. Act 1877 এর ২৬ ধারা অনুযায়ী একটি চুক্তির ভেরিয়েশন বলতে পরিবর্তন ব্যতিত চুক্তি সুনির্দিষ্টভাবে কার্যকরীকরণ না করার বিধানসমূহ পর্যবেক্ষণ বুঝানো হয়েছে ।

৩২। প্রশ্নঃ আদালতের বিবেচনামূরক/ ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলতে কি বুঝায়?

উত্তরঃ যে ক্ষমতা বলে আদালত কোন কিছু মঞ্জুর করতে পারেন কিংবা না মঞ্জুর করতে পারেন তাকে আদালতের ইচ্ছাধীন ক্ষমতা বলা হয়।

৩৩। প্রশ্নঃ নিরোধক প্রতিকার মঞ্জুর করা হয় কিভাবে?

উত্তরঃ নিরোধক প্রতিকার মঞ্জুর করা হয় নিরষধাজ্ঞার মাধ্যমে।

৩৪। প্রশ্নঃ জমি বায়না করার পর, রেজিস্ট্রি করিয়া দিবে না বলিলে করনীয় কী?

উত্তরঃ জমির রায়না হওয়ার পর রেজিস্ট্রি করিয়া না দিলে চুক্তি বাস্ড়বায়নের মোকদ্দমা করিতে হইবে

৩৫। প্রশ্নঃ সম্পত্তির অধিকার বা আইনগত পরিচয় অস্বীকার করলে করণীয় কি?

উত্তরঃ S.R. Act 1877 এর ৪২ ধারণা অনুসারে ঘোষণামূলক মামলা করতে হবে।

৩৬। প্রশ্নঃ ঘোষণামূলক মোকদ্দমা খারিজ হইলে প্রতিকার কি?

উত্তরঃ ঘোষণামূলক মোকদ্দমা খারিজ হইলে আপীল করিতে হবে।

৩৭। প্রশ্নঃ নিষেধাজ্ঞা কত প্রকার?

উত্তরঃ নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর ও আদেশ বলবৎ থাকার দিক হতে নিষেধাজ্ঞা ৩ প্রকার । (১) অন্ড় বর্তীকালীণ নিষেধাজ্ঞা (২) অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা ও (৩) স্থায়ী নিষেধাজ্ঞা।

৩৮। প্রশ্নঃ আদালত কর্তৃক আদেশ বা নির্দেশ প্রদানের প্রকৃতির দিক হতে নিষেধাজ্ঞা ২ ভাগে ভাগ করা হয়েছে (১) আদেশমূলক বা বাধ্যতামূলক নিষেধাজ্ঞা (২) নিষেধমূলক নিষেধাজ্ঞা।

৩৯। প্রশ্নঃ চুক্তি পালনে নেগেটিভ বা নেতিবাচক নিষেধাজ্ঞা S.R. Act 1877 এর কত ধারায়?

উত্তরঃ সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৭ ধারায়।

৪০। সরকারি চাকুরীজীবি চাকুরী সংক্রান্ড় কোন বিষয়ে মোকদ্দমা দায়ের করিবেন?

উত্তরঃ প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল।

৪১। বে-সরকারি চাকুরিজীবী চাকুরী সংক্রান্ড় কোন বিষয়ে মোকদ্দমা কোথায় দায়ের করিবেন?

উত্তরঃ দেওয়ানী আদালতে।

৪২। প্রশ্নঃ জেলা জজের আপীল এখতিয়ার সর্বোচ্চ কত টাকা পর্যন্ড়।

উত্তরঃ পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ড়।

৪৩। প্রশ্নঃ অর্থ ঋণ আদালতের মোকদ্দমায় জেলা জজের আপীল এখতিয়ার কত টাকা পর্যন্ড়?

উত্তরঃ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা পর্যন্ড়।

৪৪। প্রশ্নঃ পরিবারিক আদালত অধ্যাদেশ কত সালের কত নং অধ্যাদেশ?

উত্তরঃ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ সালের ১৮ নং অধ্যাদেশ।

৪৫। প্রশ্নঃ পারিবারিক আদালতের সংখ্যা কত?

উত্তরঃ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ধারা ৪ (১) অনুসারে পারিবারিক আদালদেতের সংখ্যা সহকারী জজ আদালতসমূহের সমসংখ্যক।

৪৬। প্রশ্নঃ পারিবারিক আদালতের কোন মামলা গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তির এখতিয়ার রয়েছে?

উত্তরঃ পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ ১৯৮৫ এর ধারা ৫ অনুসারে ১৯৬১ সালের ৮নং মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশের বিধানাবলী সাপেক্ষে (১) বিবাহ বিচ্ছেদ (২) দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার (৩) দেনমোহর (৪) ভরণপোষণ (৫) অভিভাবকত্ব ও শিশু সন্তানদের তত্ত্বাবধান উক্ত ৫টি বিষয়ের মামলা গ্রহণ, বিচার ও নিষ্পত্তির এখতিয়ার রয়েছে।

৪৭। প্রশ্নঃ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন কত নং আইন?

উত্তরঃ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ সালের ১৯ নং আইন।

৪৮। প্রশ্নঃ বাল্য বিবাহের শাস্তি কি?

উত্তরঃ বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ১৯২৯ এর ৪ ধারা অনুসারে বাল্য বিবাহের চুক্তি করিলে ১ মাস পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড বা ১ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমান অথবা উভয়বিধ দণ্ডে দণ্ডিত হবে।

৪৯। প্রশ্নঃ যৌতুক নিরোধ আইন কত সালের কত নং আইন?

উত্তরঃ যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ সালের ৩৫ নং আইন

৫০। যৌতুক নিরোধ আইন ১৯৮০ এর ৩ ধারা অনুসারে যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের সর্বোচ্চ শাস্তি কি?

উত্তরঃ যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের সর্বোচ্চ শাস্তি ৫ বৎসর কারাদণ্ড।

৫১। প্রশ্নঃ যৌতুকের জন্য কোন নারীকে মৃত্যু ঘটাইলে মামলা কোন আইনের কত ধারায় হইবে?

উত্তরঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর ১১ (ক) ধারায়।

৫২। প্রশ্নঃ যৌতুকের জন্য কোন নারীকে মারাত্মক জখম Grievous Hurt করিলে মামলা নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন কত ধারায়

উত্তরঃ ১১(খ) ধারায়

৫৩। প্রশ্নঃ যৌতুকের জন্য কোন নারীকে সাধারণ জখম Simle hurt করার শাস্তি কি?

উত্তরঃ যৌতুকের জন্য কোন নারীকে সাধারণ জখম করিলে, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ১১(গ) ধারায় মামলা হইবে এবং উক্ত ধারার সর্বোচ্চ শাস্তি তিন বৎসর পর্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে।

৫৪। প্রশ্নঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন আইন কত সালের।

উত্তরঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন সংশোধন ২০০৩ সালের।

৫৫। প্রশ্নঃ নারী ও শিশু নির্যাতন নদমন আইনের ৯ (১) ধারায় বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

উত্তরঃ যদি কোন পুরুষ কোন নারীকে নারীকে ধর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন সশ্রম করাদণ্ডে দন্ডনীয় হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৫৬। প্রশ্নঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের আওতায়, কোন মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করিলে কি হবে?

উত্তরঃ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন এর ১৭ ধারায় বর্নিত রয়েছে, উক্ত আইনের অধীনে যদি কোন ব্যক্তি মিথ্যা মামলা বা মিথ্যা অভিযোগ দায়ের করেন বা করান তবে তিন ৭ বৎসর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডনীয় হইবে এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থ দন্ডেও দন্ডনীয় হইবে।

৫৭। প্রশ্নঃ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা মেট্রোপলিটন এলকায় পুলিশ কমিশনারের (সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে) কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে কোন নির্দিষ্ট সময়েল জন্য লিখিত অনুমতি ব্যতীত ঘরের বাহিরে বের হতে না দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা জারির ক্ষমতা কোন আইনের কত ধারায়?

উত্তরঃ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৪ ধারায়।

৫৮। প্রশ্নঃ মজুতদারী ও কালোবাজারী কারবারের মামলা এবং শাস্তি কোন আইনের কত ধারায়?

উত্তরঃ ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনের ২৫ ধারায়।

৫৯। প্রশ্নঃ খাদ্য, পানীয় ঔষধ অথবা প্রসাধনী দ্রব্যে ভেজাল দেওয়ার অথবা ভেজাল খাদ্য, পানীয় ঔষধ অথবা প্রসাধণী বিক্রয়ের মামলা এবং শাস্তি কোন আইনের কত ধারায়?

উত্তরঃ বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ (Special Powers Act 1974) এর ২৫ (গ) ধারায়।

৬০। প্রশ্নঃ বিশেষ ক্ষমতা আইনের কোন মামলায় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ, রায় বা দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল কোন আইনের কত ধারা অনুসারে কত দিনের মধ্যে করিতে হইবে?

উত্তরঃ আপীল বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এর ৩০ ধারা অনুসারে ৩০ দিনের মধ্যে দায়ের করিতে হইবে।

৬১। প্রশ্নঃ কোন প্রতিষ্ঠানের চাঁদা দাবী করিলে কিংবা চাঁদা আদায় করিরে মামলা কোন আইনে হইবে?

উত্তরঃ আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচর) আইন ২০০২

৬২। প্রশ্নঃ রাজপথে যানবাহন চলাচলের সময় উক্ত যানবাহনের ক্ষতি সাধন করিলে মামলা কোন আইনে?

উত্তরঃ আইন শৃঙ্খলা বিঘ্নকারী অপরাধ (দ্রুত বিচর) আইন ২০০২

৬৩। প্রশ্নঃ অগ্রক্রয়ের, ছানী মামলা, সাকসেশন মামলা, ভায়োলেশন মামলা ইত্যাদি মামলা দায়ের করিতে হয় কিসের মাধ্যমে?

উত্তরঃ অগ্রক্রয়ের, ছানী মামলা, সাকসেশন মামলা, ভায়োলেশন ইত্যাদি মামলা দরখাস্তের মাধ্যমে দায়ের করিতে হয় বা করা যায়।

৬৪। প্রশ্নঃ দরখাস্তের মাধ্যমে দাখিলকৃত মামলায় আদালত অপরপক্ষকে আদালতে হাজির হয়ে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা নির্দেশ প্রদান করেন কিসের মাধ্যমে।

উত্তরঃ দরখাস্তের মাধ্যমে দাখিলকৃত মামলায় আদালত অপরপক্ষকে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে আদালতে হাজির হওয়ার নিদেশ দেন।

৬৫। প্রশ্নঃ আরজির মাধ্যমে দাখিলকৃত মামলায় অপর পক্ষের প্রতি কি জরি করেন?

উত্তর আরজির মাধ্যমে দাখিলকৃত মামলায় আদালত অপরপক্ষের প্রতি সমন জারি করেন।

৬৬। প্রশ্নঃ দেওয়ানী কার্যাবিধির অর্ডার ৭ রুল ১(ঙ) তে কোন বিষয়ে বর্নিত রয়েছে?

উত্তরঃ আরজিতে মোকদ্দমার কার (Couse of action) উলেণ্টখ করতে হবে।

৬৭। প্রশ্নঃ মোক্তারনামা (Power of Attorney) কি?

উত্তরঃ স্ট্যাম্প আইন ১৮৯৯ (Stamp Act)এর ২ (২১) ধারা অনুযায়ী মোক্তার নামা হচ্ছে এক প্রকার দলিল যা একজন বিশেষ ব্যক্তিকে ঐ দলিল সম্পাদনকারীর পক্ষে এবং নামে কাজ করার ক্ষমতা প্রদান করে।

৬৮। প্রশ্নঃ Acquisition অধিগ্রহণ কি?

উত্তরঃ Acquisition অধিগ্রহণ হল, প্রত্যাশী সংস্থা (Requiring Body) আবেদনক্রমে সরকার কর্তৃক কোন ব্যক্তি মালিকানাধীন স্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব ও দখল গ্রহণ করা

৬৯। প্রশ্নঃ Requisition হুকুমের দখল কি?

উত্তর ঃ সরকারী কাজে বা জনস্বার্তে স্বল্প কালীন সময়ের জন্য সরকার কর্তৃক কোন অস্থাবর সম্পত্তি যমন জলযান, স্থলজান এর দখল গ্রহণ করা।

৭০। প্রশ্নঃ আদালত কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে যিনি কোন মোকদ্দমায় নাবালক বিবাদীর প্রতিনিধিত্ব করেন তাকে বলা হয়।

উত্তরঃ Guardion-ad-litem

৭১। প্রশ্নঃ শপথ আইন (The oaths Act) কত সালের কত নং আইন?

উত্তরঃ শপথ আইন ১৯৭৩ সালের ১০ নং আইন।

৭২। সাক্ষীগণের আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য অবশ্যই শপথ অথবা দৃঢ়কথন করতে হবে, কোন আইনের কত ধারার বিধান?

ক. ১৮৭৩ সালের শপথ আইনের ৫ ধারার বিধান।

৭৩। প্রশ্নঃ শপথহীনতা বা রীতি ব্যতিক্রমের জন্য আদালতের কার্যধারা ও সাক্ষ্য বাতিল করা হয় না কোন আইনের কত ধারায় বর্ণিত রয়েছে?

উত্তরঃ ১৮৭৩ সালের শপথ আইনে ৫ ধারার বিধান।

৭৪। প্রশ্নঃ Legal Remembrancers Manual 1960 (L.R Manual 1960) আইনে কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

উত্তরঃ জিপি, পিপি নিয়োগের পদ্ধতি, জিপি, পিপি, নিয়োগের যোগ্যতা এবং জিপি ও পিপির দায়িত্ব সম্পর্কে ১৯৬০ সালে L.R Manual এ বর্ণিত রয়েছে।

৭৫। প্রশ্নঃ আইনগত সহায়তা প্রদান আইন ২০০০ প্রণীত হয়েছে কেন?

উত্তর ঃ আর্থিকভাবে অসচ্ছল, সহায়- সম্বলহীন এবং নানাবিধ আর্থ-সামাজিক কারনে বিচার প্রাপ্তিতে অসমর্থ বিচারপ্রার্থী জনগণকে আইনগত সহায়তা প্রদানকল্পে প্রণীত আইন।

৭৬। প্রশ্নঃ Principle of Natural Justiceস্বাভাবিক ন্যায়বিচারের মুলনীতি কি বা বললে কি বুঝায়?

উত্তরঃ স্বাভাবিক ন্যায়বিচারের মূলনীতি হল, কোন ব্যক্তিই তার নিজের মালামায় বা বিষয়ে বা বিচারের নিজেই বিচারক হতে পারবে না। এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কাউকে দন্ড দেওয়া যাবে না।

৭৭। প্রশ্নঃ বাংলা ভাষা প্রচলন আইন কত সালে কত নং আইন?

উত্তরঃ বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ সালের ২ নং আইন।

৭৮। প্রশ্নঃ বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ এর ৩ (১) ধারায় কি বলা হয়েছে?

উত্তরঃ বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭ এর ৩ (১) ধারায় বলা হয়েছে, এই আইন প্রবর্তনের পর বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে নথি ও চিঠিপত্র, আইন আদালাতের সওয়াল জবাব এবং অন্যাণ্য আইনানুগ কার্যাবলী অবশ্যই বাংলায় লিখিতে হইবে।

৭৯। প্রশ্নঃ আদালতের ভাষা ইংরেজিতে চলিবে বলিয়া হাইকোর্ট বিভাগ রায় প্রদান করেন কত সালে এবং কোন মাসে?

উত্তরঃ ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে।

মডেল টেস্ট প্রশ্ন

১। নিচের কোন আইনটি ১৮৯৮ সালের?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধি খ. দ ন্ডবিধি

গ. তামাদি ● ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধি

২। নিচের কোন আইন ১৯০৮ সালের?

ক. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার খ. দেওয়ানী কার্যবিধি

গ. তামাদি আইন ঘ. খ ও ঘ

৩। নিচের কোন আইন পদ্ধতি বিষয়ক নয়

ক. সুনির্দিষ্ট প্রতিকার খ. দেওয়ানী কার্যবিধি

গ. তামাদি আইন ঘ. সাক্ষ্য আইন

৪। ফৌজদারী আদালতেCriminal Courts কত প্রকার?

ক. ৫ প্রকার খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার ঘ. ২ প্রকার

৫। দেওয়ানী আদালত Civil courts কত প্রকার?

ক. ৫ প্রকার খ. ৩ প্রকার

গ. ৪ প্রকার ঘ. ২ প্রকার

৬। হাইকোর্ট বিভাগ দেওয়ানী মামলা স্থানান্ড়র কিংবা প্রত্যাহর করিতে পারেন ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী?

ক. ২৪ ধারা খ. ৫২৬ ধারা

গ. ৯ ধারা ঘ. ২১ ধারা

৭। হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারী মামলা স্থানান্ড়র কিংবা প্রত্যাহর করিতে পারেন ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুযায়ী?

ক. ২৪ ধারা খ. ৫২৬ ধারা

গ. ৯ ধারা ঘ. ২১ ধারা

৮। অধঃস্থন কোন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলায় সংবিধান ব্যাখ্যা সংক্রান্ড় গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বা জনগুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত থাকিলে হাইকোর্ট বিভাগে উক্ত মামলা প্রত্যাহার করিতে পারেন কোন আইনের কোন বিধান অনুযায়ী?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধি ধারা ২৪ খ. সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১০

গ. বিধান নাই ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ২০০

৯। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারা অনুসারে স্থাবর সম্পত্তি দখল পূনরুদ্ধার এবং মোকদ্দমা দায়ের করা যায় কোন আদালতে?

ক. ফৌজদারী আদালত খ. বিশেষ আদালত

গ. ক ও খ ঘ. দেওয়ানী আদালত

১০। দেওয়ানী আদালতে স্থাবর সম্পত্তি দখল পূনরুদ্ধারের মোকদ্দমার তামাদি মেয়াদকাল কতদিন?

ক. ৬ মাস খ. ৮ মাস

গ. ৯ মাস ঘ. ১ বছর

১১। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থাবর সম্পত্তি দখল পূনরুদ্ধারের মামলা দায়ের করা যায় ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা মতে?

ক. ১৪৫ ধারা খ. ১৪৪ ধারা

গ. ৯ ধারা ঘ. ১১ ধারা

১২। দেওয়ানী আদালতে স্থাবর সম্পত্তি দখল পূনরুদ্ধারের মোকদ্দমা যিনি দায়ের করেন–

ক. বাদী খ. প্রথম পক্ষ

গ. ফরিয়াদী ঘ. বিবাদী

১৩। ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে স্থাবর সম্পত্তি দখল পূণরুদ্ধারের মামরা যিনি দায়ের করেন–

ক. বাদী খ. প্রথম পক্ষ

গ. ফরিয়াদী ঘ. বিবাদী

১৪। যেখানে মামলার বিষয়বস্তু অবস্থিত, সেখানে মামলা র‍ুজু করিতে হইবে উক্ত বিধান কোন আইনের কত ধারায়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৬ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৮

১৫। প্রত্যেক অপরাধের অনুসন্ধান ও বিচার সাধারণতঃ সেইরূপ একট আদালত কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে যে আদালতের স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছিল উক্ত বিধান কোন আইনে কত ধারায়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৬ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৮

১৬। স্থাবর সম্পত্তি বিভিন্ন আদালতে এখতিয়ারে থাকিলে স্থাবর সম্পত্তির মামলা যে কোন আদালতে দায়ের করা যাইবে উক্ত বিধান কোন আইনের কত ধারায়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৬ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৮

১৭। যেইক্ষেত্রে কোন একটি অপরাধ আংশিকভাবে একটি স্থানীয় এলাকায় এবং আংশিকভাবে অন্য একটি স্থানীয় এলাকায় সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত স্থানীয় এলকাসমূহের যে কোন একটি আদালতের উক্ত অপরাধের অনুসন্ধান বা বিচার হইতে পারিবে উক্ত বিধান কোন আইনের কত ধারায়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৬ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৮২

১৮। স্থাবর সম্পত্তি কোন আদালতের এখতিয়ারে অবস্থিত উক্ত বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিলে মামলা দায়ের সম্পর্কে বিধান কোন আইনের কত ধারায়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৮ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৮২

১৯। অপরাধ সংগঠনের স্থান অনিশ্চিত হইলে অনুসন্ধান বা বিচারের স্থান কোন আইনেরক কত ধারায়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৬ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৮২

২০। একই বিষয়ে একই পক্ষগণের মধ্যে চূড়ান্ড়ভাবে নিস্পত্তিকৃত মোকদ্দমার বিচার পুনরায় করা যাইবে না উক্ত বিধান কোন আইনের কত ধারায়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪০৩

২১। একবার দ িত বা খালাসপ্রাপ্ত ব্যক্তির একই অপরাধের জন্য পুনরায় বিচার করা যাইবে না উক্ত বিধান কোন আইনের কত ধারায়?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪০৩

২২। এক অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তিকে একাধিকবার ফৌজদারীতে সোপর্দ ও দ িত করা যাইবে না উক্ত বিধান বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত রয়েছে?

ক. ৩৫(২) অনুচ্ছেদে খ. ৩৩(২) অনুচ্ছেদে

গ. ৩৪ (২) অনুচ্ছেদে ঘ. বিধান নাই।

২৩। অপরাধ(Offence) এর সংজ্ঞা ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়–

ক. ৪ ধারার (ণ) খ. ৪০ ধারায়

গ. ৩৪(২) ধারায় ঘ. ৩৩ ধারায়

২৪। অররাধ(Offence) এর সংজ্ঞা দ বিধির কত ধারায় –

ক. ৪ ধারার (ণ) খ. ৪০ ধারায়

গ. ৩৪(২) ধারায় ঘ. ৩৩ ধারায়

২৫। অন্তর্বর্তীকালীন মুনাফা Mesne profits/ সম্পত্তির ওয়াশিলাত এর সংজ্ঞা দেওয়ানী কার্যবিধির কত ধারায়?

ক. ২ ধারার ১২ খ. ৪০ ধারায়

গ. ৩৪(২) ধারায় ঘ. ৩৩ ধারায়

২৬। অন্যায় বা Wrongful gain এর সংজ্ঞা দ বিধির কত ধারা?

ক. ২৩ ধারায় খ. ৪০ ধারায়

গ. ৩৪(২) ধারায় ঘ. ৩৩ ধারায়

২৭। ফৌজদারী আদালত কর্তৃক যার বির দ্ধে দ াদেশ দেওয়া হয় তাকে কি বলা হয়–

ক. সাজাপ্রাপ্ত আসামী Convict খ. দায়িক Judgement debtor

গ. ডিক্রিদার Decree-holder ঘ. ক ও খ

২৮। দেওয়ানী আদালত কর্তৃক যার বির“দ্ধে ডিক্রি দেওয়া হয় তাকে বলা হয়–

ক. সাজাপ্রাপ্ত আসামী Convict খ. দায়িক Judgement debtor

গ. ডিক্রিদার Decree-holder ঘ. ক ও খ

২৯। নিচের কোনটি সরকারি দলিল Public Document নয়।

ক. জন্ম মৃত্যু সনদ খ. টিকা প্রদানের সনদ

গ. আদালতের রায় ঘ. আদমশুমারী নিবন্ধ

৩০। নালিশী মামলায় সমন বা পরোয়ানার জন্য ফি বা অপর কোন ফি পরিশোধ করা না হইলে ম্যাজিস্ট্রেট নালিশ করিতে পারে উক্ত বিধান ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বর্ণিত?

ক. ২০৪(৩) ধারায় খ. ৪০ ধারায়

গ. ৩৪(২) ধারায় ঘ. ৩৩ ধারায়

৩১। গ্রেফতারকৃত কোন ব্যক্তিকে কোন পুলিশ ২৪ ঘন্টার মধ্যে ম্যাটিস্ট্রেট এর নিকট হাজির না করিয়া নিজ জিম্বায় আটক রাখিবেন না উক্ত বিধান ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায় বলা হয়েছে?

ক. ৬১ধারায় খ. ৪০ ধারায়

গ. ৩৪(২) ধারায় ঘ. ৩৩ ধারায়

৩২। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে নিকটতম ব্যক্তি এর নিকট হাজির করিতে হইবে উক্ত বিধান বাংলাদেশ সংবিধানের কোন অনুচ্ছেদে বর্ণিত ?

ক. ৩৩(২) অনুচ্ছেদে খ. ৪০ অনুচ্ছেদে

গ. ৩৪(২) অনুচ্ছেদে ঘ. ৩৩ অনুচ্ছেদে

৩৩। ডিক্রি বা আদেশের ভিত্তি হিসেবে আদালত যে বিবৃতি দেন তা হচ্ছে

ক. ডিগ্রী খ. আদেশ

গ. নির্দেশ ঘ. রায়।

৩৪। ঘটনা কি বা আইনের গুর“ত্বপূর্ণ বিষয় এক পক্ষ দৃড়ভাবে ঘোষণা করে এবং অপর পক্ষ অস্বীকার করে তখন কিসের উদ্ভব হয়–

ক. বিচার্য বিষয় খ. মামলা

গ. মোকদ্দমা ঘ. নালিশ

৩৫। আইনগত গুর“ত্বপূর্ণ বিষয় একপক্ষ স্বীকার করে এবং অন্যপক্ষ অস্বীকার করে তখন যে বিচার্য বিষয়ের উদ্ভব হয় তা হচ্ছে–

ক. আনইগত বিচার্য বিষয় খ. তথ্যগত

গ. ঘটনাগত ঘ. কোনটিই নয়

৩৬। দেওয়ানী আদালত মোকদ্দমা দায়েরের জন্য প্রয়োজন–

ক. আরজি খ. আরজিতে মোকদ্দমার কারণ উলেণ্ঢখ

গ. বাদী ও বিবাদীর নাম পরিচয় আরজিতে উলেণ্ঢখ

ঘ. সবগুলো

৩৭। একই পক্ষগণের মধ্যে একই আদালতে দুইটি আলাদা বিচার্য বিষয়ে মোকদ্দমা চলিলে কি করিবেন?

ক. মামলা স্থানান্ড়রের আবেদন খ. মামলা খারিজের আবেদন

গ. ক ও খ ঘ. একসাথে বিচারের আবেদন

৩৮। আদালতে দাখিলকৃত আরজি প্রত্যাখ্যান হইতে পারে বা হয় কোন কারণে –

ক. কমমূল্য মানের কোর্ট ফি খ. আইনে বাতিল

গ. মোকদ্দমার কারণ উলেণ্ঢখ না থাকিলে ঘ. সব

৩৯। আদালত কর্তৃক প্রত্যাখ্যান আরজি পুনর্জ্জীবন করা যায় কিভাবে?

ক. শুনানির মাধ্যমে খ. অনুরোধের

গ. যায় না ঘ. সংশোধন করে

৪০। ফৌজদারী মামলায় সময়ের প্রার্থনা করে দরখাস্ড় করা যায় কোন আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৪৮ এবং অর্ডার ১৭ বিধি–১

খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭

ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৪৪

৪১। দেওয়ানী মামলায় সময়ের প্রার্থনা করে দরখাস্ড় করা যায় কোন আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৪৮ এবং অর্ডার ১৭ বিধি–১

খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৭

গ. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১৭

ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৩৪৪

৪২। ফৌজদারী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?
ক. বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার

খ. সম্পত্তির বাটোয়ারা অথবা অংশ বিভাজন

গ. চিরস্থানীয় নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর

ঘ. মৃত্যুদ্ন্ড হ্রাসকরণ।

৪৩। দেওয়ানী কার্যবিধির ৫৪ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার খ. সম্পত্তি বাটোয়ারা অথবা অংশ বিভাজন

গ. চিরস্থানীয় নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর ঘ. মৃত্যুদ্ন্ড হ্রাসকরণ।

৪৪। দন্ডবিধি ৫৪ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার খ. সম্পত্তি বাটোয়ারা অথবা অংশ বিভাজন

গ. চিরস্থানীয় নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর ঘ. মৃত্যুদ্ন্ড হ্রাসকরণ।

৪৫। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৫৪ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার খ. সম্পত্তি বাটোয়ারা অথবা অংশ বিভাজন

গ. চিরস্থানীয় নিষেধাজ্ঞা মঞ্জুর ঘ. মৃত্যুদ্ন্ড হ্রাসকরণ।

৪৬। দেওয়ানী কার্যবিধির ৯ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. আদালতের এখতিয়ার খ. দায়রা আদালত

গ. স্থাবর সম্পত্তি দখল পুর্ণরুদ্ধার ঘ. সময়ের অবিরাম চলন

৪৭। ফৌজদারী কার্যবিধির ৯ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. আদালতের এখতিয়ার খ. দায়রা আদালত

গ. স্থাবর সম্পত্তি দখল পুর্ণরুদ্ধার ঘ. সময়ের অবিরাম চলন

৪৮। সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইনের ৯ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. আদালতের এখতিয়ার খ. দায়রা আদালত

গ. স্থাবর সম্পত্তি দখল পুর্ণরুদ্ধার ঘ. সময়ের অবিরাম চলন

৪৯। তামাদি আইনের ৯ ধারায় কোন বিষয় বর্ণিত রয়েছে?

ক. আদালতের এখতিয়ার খ. দায়রা আদালত

গ. স্থাবর সম্পত্তি দখল পুর্ণরুদ্ধার ঘ. সময়ের অবিরাম চলন

৫০। প্রতারণার ফলাফল তামাদিদ আইনের কত ধারায়?

ক. ১৮ ধারায় খ. ৪০ ধারায়

গ. ৩৪(২) ধারায় ঘ. ৩৩ ধারায়

৫১। প্রতারণার সংজ্ঞা দণ্ডবিধির কত ধারায়?

ক. ৪১৫ ধারায় খ. ৪০ ধারায়

গ. ৩৪(২) ধারায় ঘ. ৩৩ ধারায়

৫২। বাংলাদেশ বার কাউন্সিল আদেশ ও বিধিমালা ১৯৭২ এর ২৭ অনুচ্ছেদে কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. এডভোকেট হিসেবে অন্তর্ভূক্তির যোগ্যতা

খ. স্বীকারোক্তিমতে আলামত উদ্ধার হইলে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহনীয়

গ. বিবাদীর প্রতি সমন

ঘ. আইনের দৃষ্টিতে সমন

৫৩। বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে কোন বিষয় বর্ণিত রয়েছে?
ক. এডভোকেট হিসেবে অন্তর্ভূক্তির যোগ্যতা

খ. স্বীকারোক্তিমতে আলামত উদ্ধার হইলে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহনীয়

গ. বিবাদীর প্রতি সমন

ঘ. আইনের দৃষ্টিতে সমন

৫৪। সাক্ষ্য আইনের ২৭ ধারায় কোন বিষয় বর্ণিত রয়েছে?

ক. এডভোকেট হিসেবে অন্তর্ভূক্তির যোগ্যতা

খ. স্বীকারোক্তিমতে আলামত উদ্ধার হইলে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহনীয়

গ. বিবাদীর প্রতি সমন

ঘ. আইনের দৃষ্টিতে সমন

৫৫। দেওয়ানী কার্যবিধির ২৭ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. এডভোকেট হিসেবে অন্তর্ভূক্তির যোগ্যতা

খ. স্বীকারোক্তিমতে আলামত উদ্ধার হইলে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহনীয়

গ. বিবাদীর প্রতি সমন

ঘ. আইনের দৃষ্টিতে সমন

৫৬। পুলিশ কর্মকর্তা সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন কোন আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪

গ. সাক্ষ্য আইনের ধারা ১৩৭ ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১

৫৭। ম্যাজিস্ট্রেট সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন কোন আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪

গ. সাক্ষ্য আইনের ধারা ১৩৭ ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১

৫৮। এডভোকেট সাক্ষীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন কোন আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪

গ. সাক্ষ্য আইনের ধারা ১৩৭ ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১

৫৯। আইনজীবি স্বাক্ষীকে জেরা করেন কোন আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

ক. দেওয়ানী কার্যবিধির ধারা ১১ খ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬৪

গ. সাক্ষ্য আইনের ধারা ১৩৭ ঘ. ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ১৬১

৬০। কোন শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জবানবন্দী লিপিবদ্ধ করিতে পারে না?

ক. তৃতীয় শ্রেণির খ. নির্বাহী

গ. ক ও খ ঘ. সকল

৬১। দেওয়ানী মোকদ্দমায় আইনজীবী নিয়োগ সম্পর্কে দেওয়ানী কার্যবিধির কোথায় বর্ণিত রয়েছে?
ক. আদেশ ৩ বিধি ৪ খ. আদেশ ২ বিধি ৫

গ. আদেশ ১ বিধি ৪ ঘ. আদেশ ২ বিধি ৬

৬২। কোন অপরাধের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আদালতে টাকা জমা দেওয়া ব্যতীত আপিল করা যাইবে না?

ক. চুরি খ. বলপূর্বক সম্পত্তি আদায়

গ. বিধান নাই ঘ. চেক ডিজঅনার

৬৩। নিচের কোনটি ব্যতীত সাধারণত কোন আদালত চার্জ গঠন করেন না?

ক. ফাইনাল রিপোর্ট খ. সরতহাল রিপোর্ট

গ. এজাহার গ. অভিযোগপত্র বা চাজশীট

৬৪। চার্জ গঠনের সময় চার্জ কোনটি উলেণ্ঢখ করিতে হইবে?

ক. শাস্ড়ির পরিমাণ খ. কারাদন্ডের মেয়াদ

গ. অর্থদন্ডের পরিমাণ ঘ. আসামীর নাম

৬৫। আদালত কর্তৃক দন্ডাদেশ প্রদান করিলে রায়ে অবশ্যই কোনটি উলেণ্ঢখ করিতে হইবে?

ক. কারাদন্ডের মেয়াদ খ. আপীলের নিয়ম

গ. আপীল আদালতের নাম ঘ. কোনটিই নয়

৬৬। ফৌজদারী কার্যবিধির ৯৬ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. তলণ্ঢাশী পরোয়ানা জারি খ. মূল ডিক্রী হইতে আপীল

গ. আত্মরক্ষার অধিকার ঘ. কোনটিই নয়

৬৭। দেওয়ানী কার্যবিধির ৯৬ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. তলণ্ঢাশী পরোয়ানা জারি খ. মূল ডিক্রী হইতে আপীল

গ. আত্মরক্ষার অধিকার ঘ. কোনটিই নয়

৬৮। দন্ডবিধির ৯৬ ধারায় কোন বিষয়ে বর্ণিত রয়েছে?

ক. তলণ্ঢাশী পরোয়ানা জারি খ. মূল ডিক্রী হইতে আপীল

গ. আত্মরক্ষার অধিকার ঘ. কোনটিই নয়

৬৯। দন্ডবিধির নিচের কোন ধারার অপরাধের শাস্ড়ি মৃত্যুদন্ড হইতে পারে?

ক. ৩০২ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ৩২৬(ক) ধারায় ঘ. ৯৬ ধারায়

৭০। সি আর মামলায় ম্যাজিস্ট্রেট ফরিয়াদী অথবা স্বাক্ষীদের জবানবন্দী গ্রহণ করেন ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়?

ক. ২০০ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ৩২৬(ক) ধারায় ঘ. ৯৬ ধারায়

৭১। দেওয়ানী মামলায় আদেশের বিরুদ্ধে আপীল দেওয়ানী কার্যবিধির কত ধারায়?

ক. ২০০ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ২০২ ধারায়

৭২। ফৌজদারী মামলার খালাশের বির“দ্ধে আপীল ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা?

ক. ৪০৭ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ২০২ ধারায়

৭৩। যুগ্ম জেলা জজ আদালতের ডিক্রির বির“দ্ধে আপীল কত ধারায়?

ক. ৯৬ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ২০৮ ধারায়

৭৪। যুগ্ম দায়রা জজ প্রদত্ত দ”াদেশের বির“দ্ধে আপীল কত ধারায়?

ক. ৪০৭ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ২০৮ ধারায়

৭৫। নালিশী মামলায় ফৌজদারী কার্যবিধির ২০০ ধারা অনুসারে ফরিয়াদী বা স্বাক্ষীর জবানবন্দী রেকর্ড করিতে পারেন কে?

ক. পুলিশ খ. দায়রা জজ

গ. জেলা জজ ঘ. ম্যাজিস্ট্রেট

৭৬। নিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটJudicial Magistrate হচ্ছেন–

ক. যিনি দ”ে প্রদান সংক্রান্ড় মামলার বিচার করেন

খ. যিনি ক্রোক আদেশ প্রদান করেন

গ. যিনি মামরার বিচার করেন

ঘ. সবগুলো

৭৭। অবাধ্য সাক্ষী বা ফরিয়াদীকে আটক রাখার বিধান ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়?

ক. ১৭১ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ২০২ ধারায়

৭৮। ম্যাজিস্ট্রেট শাস্ড়ির আদেশ প্রদান করিলে কি করিবেন?

ক. আপীল খ. রিভিশন

গ. রিভিউ ঘ. কিছুই করার নাই।

৭৯। ম্যাজিস্ট্রেট অব্যাহতির আদেশ প্রদান করিলে কি করিবেন?

ক. আপীল খ. রিভিশন

গ. রিভিউ ঘ. কিছুই করার নাই।

৮০। ফৌজদারী আপীল না মঞ্জুর হইলে কি করিবেন?

ক. আপীল খ. রিভিশন

গ. রিভিউ ঘ. কিছুই করার নাই।

৮১। ম্যাজিস্ট্রেট জামিন মঞ্জুর না করিলে কি করিবেন?

ক. দায়রা জজ আদালতে জামিনের আবেদন খ. রিভিশন

গ. হাইকোর্ট বিভাগে জামিনের আবেদন ঘ. কিছুই করার নাই

৮২। জামিনদারের অব্যাহতি ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়?

ক. ৫০২ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ২০২ ধারায়

৮৩। আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা Inherent Power দেওয়ানী কার্যবিধির কত ধারায়?

ক. ১৫১ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ৫৬১(ক) ধারায়

৮৪। আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতা Inherent Power ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়?

ক. ১৫১ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ৫৬১(ক) ধারায়

৮৫। মূল ডিক্রী হইতে আপীল দেওয়ানী কার্যবিধির কোন অর্ডারে?

ক. ৪১ অর্ডারে খ. ৪৩ অর্ডারে

গ. ৯৬ অর্ডারে ঘ. ১০৪ অর্ডারে

৮৬। আপীলযোগ্য আদেশগুলির তালিকা দেওয়ানী কার্যবিধির কোন অর্ডারে?

ক. ৪১ অর্ডারে খ. ৪৩ অর্ডারে

গ. ৯৬ অর্ডারে ঘ. ১০৪ অর্ডারে

৮৭। দেওয়ানী মামলায় আরজি প্রত্যাখ্যান দেওয়ানী কার্যবিধির কোন অর্ডার অনুসারে?

ক. অর্ডার ৭ রুল ১১ খ. অর্ডার ৪৩

গ. অর্ডার ৯৬ ঘ. অর্ডার ১০৪

৮৮। নালিশ খারিজ হয় ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারা অনুসারে?

ক. ২০৩ ধারায় খ. ৩৯৬ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ৫৬১(ক) ধারায়

৮৯। দেওয়ানী রিভিশন দেওয়ানী কার্যবিধির কত ধারায়?

ক. ১১৫ ধারায় খ. ৪৩৫ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ৫৬১(ক) ধারায়

৯০। ফৌজদারী বিভিশন ফৌজদারী কার্যবিধির কত ধারায়?

ক. ১১৫ ধারায় খ. ৪৩৫ ধারায়

গ. ১০৪ ধারায় ঘ. ৫৬১(ক) ধারায়

৯১। জাবেদা নকল দাখিল করিয়া দলিল প্রমাণ সাক্ষ্য আইনের কত ধারায়?

ক. ৪১ ধারায় খ. ৭৭ ধারায়

গ. ৯৬ ধারায় ঘ. ১০৪ ধারায়

৯২। স্বীকৃত ঘটনা প্রমাণ করিবার প্রয়োজন নাই সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বিধান?

ক. ৪১ ধারায় খ. ৭৭ ধারায়

গ. ৯৬ ধারায় ঘ. ৫৮ ধারায়

৯৩। ত্রিশ বছরের পুরাতন দলির সম্পর্কে আদালত অনুমান করিতে পারেন সাক্ষ্য আইনের কত ধারা অনুযায়ী?

ক. ৯০ ধারা খ. ৭৭ ধারা

গ. ৯৬ ধারা ঘ. ১০৪ ধারা

৯৪। আইন উপদেষ্টার সহিত গোপন পত্রালাপ প্রকাশ করিতে বাধ্য করা যাইবে সাক্ষ্য আইনের কত ধারার বিধান?

ক. ১২৯ ধারার বিধান খ. ৭৭ ধারার বিধান

গ. ৯৬ ধারার বিধান ঘ. ৫৮ ধারার বিধান

৯৫। মামলা দায়েরের অধিকার আইনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োগ না করিলে অধিকার বিলুপ্ত হইয়া যায় কোন আইন অনুযায়ী?

ক. তামাদি আইন খ. দ বিধি

গ. দেওয়ানী আইন ঘ. ফৌজদারী আইন

৯৬।

৯৭। নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক হয় কত সালে? সাক্ষ্য আইনের কত ধারায় বিবরণ?

ক. ২০০৭ ধারায় খ. ২০০৯ ধারায়

গ. ২০০৮ ধারায় ঘ. ২০১১ ধারায়

৯৮। নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক হয় কোন মামলার আলোকে?

ক. মাসদার হোসেন খ. বরেন্দ্র কুমার

গ. ক ও খ ঘ. কোনটিই নয়

৯৯। নির্বাহী বিভাগ হইতে বিচার বিভাগ পৃথক হয় কোন আদালতের রায়ের মাধ্যমে?

ক. আপীল বিভাগ ঘ. হাইকোর্ট বিভাগ

গ. জেলা জজ ঘ. কোনটিই নয়

১০০ আপীল বিভাগের মাসদার হোসেন মামলায় রায় ঘোষণা হয় কত সালে?

ক. ২০০৭ সালে খ. ২০০৯ সালে

গ. ২০০৮ সালে ঘ. ২০১১ সালে

মডেল টেস্টের উত্তরঃ						
০১-(ঘ)	০২-(ঘ)	০৩-(ক)	০৪-(ঘ)	০৫-(ক)	০৬-(ক)	০৭-(খ)
০৮-(খ)	০৯-(ঘ)	১০-(ক)	১১-(ক)	১২-(ক)	১৩-(খ)	১৪-(ক)
১৫– (খ)	১৬-(গ)	১৭-(ঘ)	১৮-(ক)	১৯-(ঘ)	২০-(ক)	২১-(ঘ)
২২-(ক)	২৩-(ক)	২৪-(খ)	২৫-(ক)	২৬-(ক)	২৭-(ক)	২৮-(খ)
২৯-(ঘ)	৩০-(ক)	৩১-(ক)	৩২-(ক)	৩৩-(ঘ)	৩৪-(ক)	৩৫-(ক)
৩৬-(ঘ)	৩৭-(ঘ)	৩৮-(ঘ)	৩৯-(ঘ)	৪০-(ঘ)	৪১-(ক)	৪২-(ক)
৪৩-(খ)	৪৪-(ঘ)	৪৫-(গ)	৪৬-(ক)	৪৭-(খ)	৪৮-(গ)	৪৯-(ঘ)
৫০-(ক)	৫১-(ক)	৫২-(ক)	৫৩-(ঘ)	৫৪-(খ)	৫৫-(গ)	৫৬-(ঘ)
৫৭-(খ)	৫৮-(গ)	৫৯-(গ)	৬০-(গ)	৬১-(ক)	৬২-(ঘ)	৬৩-(ঘ)

৬৪-(ঘ)	৬৫-(ক)	৬৬-(ক)	৬৭-(খ)	৬৮-(গ)	৬৯-(ঘ)	৭০-(ক)
৭১-(গ)	৭২-(ক)	৭৩-(ক)	৭৪-(ঘ)	৭৫-(ঘ)	৭৬-(ক)	৭৭-(ক)
৭৮-(ক)	৭৯-(খ)	৮০-(খ)	৮১-(ক)	৮২-(ক)	৮৩-(ক)	৮৪-(ঘ)
৮৫-(ক)	৮৬-(খ)	৮৭-(ক)	৮৮-(ক)	৮৯-(ক)	৯০-(খ)	৯১-(খ)
৯২-(ঘ)	৯৩-(ক)	৯৪-(ক)	৯৫-(ক)	৯৬–(ঘ)	৯৭-(ক)	৯৮-(ক)
৯৯-(ক)	১০০-(ক)					